দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৭৯ ॥ ১৭ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৩ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মূল্য ৫ টাকা

খুনিদের বিচারের জন্য ড. ইউনূসকে সরকারে বসানো হয়েছে : ফারুক

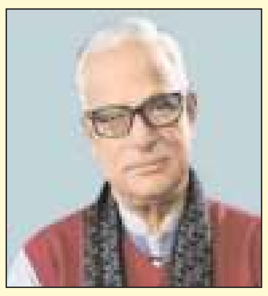

স্টাফ রিপোর্টার : খুনিদের বিচারের আওতায় আনার জন্য ড. ইউনূসকে সরকারে বসানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়াপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক। তিনি বলেন, আপনাকে সরকারে বসানো হয়েছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের মতো যারা ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে হরণ করেছে। যারা বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিনিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছে। যারা মায়ের বুক খালি করেছে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনার জন্য। বুধবার (১৬ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) উদ্যোগে আয়োজিত গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ডেমোক্রেটিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মরহুম সাইফুদ্দীন আহমেদ মনির ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ভুটানের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক চান ড. ইউনূস

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে বুধবার ঢাকায় রাষ্ট্রী অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভূটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিল সাক্ষাৎ করেন। -পিআইড

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ-ভুটানের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১৬ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিল সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধান উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন। ড. মুহাম্মদ ইউনূস দুই অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে বর্ধিত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী হোক আমরা এমনটাই দেখতে চাই। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর উপায়, বাংলাদেশে ভুটানের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পারস্পরিক স্বার্থের অন্যান্য ক্ষেত্র এবং হিমালয় রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মে বাংলার প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয়। ভুটানের রাষ্ট্রদূত ২০২০ সালে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যার সঙ্গে ভুটানের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। তিনি পিটিএ-তে আরও পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানান কারণ দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির বিশাল সুযোগ রয়েছে। রাষ্ট্রদূত এসময় কুড়িগ্রামে ভুটানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সমঝোতা স্মারকেরও ২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হেঁটে হেঁটে গ্রাফিতি দেখেছেন ড. ইউনূস

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই ও আগস্টে ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের সময় তরুণ বিপ্লবীদের আঁকা গ্রাফিতি দেখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা পরিদর্শন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম প্রমুখ। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনের পর গত ৮ আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসে। এ সরকার এমন একটা সময়ে ক্ষমতায় এসেছে যখন দীর্ঘ স্বৈরশাসনে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা ও বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় লুটপাটে বিপর্যস্ত দেশের অর্থনীতিও। ভেঙে পড়া সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও অর্থনীতিকে চাঙা করতে দিনরাত ২-এর পাতায় দেখুন

গণঅভ্যুত্থান নিয়ে নতুন জাতীয় দিবস যুক্ত হতে পারে : তথ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে সংঘটিত গণঅভ্যুত্থান নিয়ে নতুন জাতীয় দিবস যুক্ত হতে পারে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। বুধবার (১৬ অক্টোবর) সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি। আটটি জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্তের বিষয়ে নাহিদ বলেন, জাতীয় দিবস বলতে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ তাদের নিজেদের বিভিন্ন দিবস চাপিয়ে দিয়েছে। তাই সেগুলো থাকছে না। তিনি বলেন, ৭ মার্চ গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা জাতীয় দিবস হওয়ার মত না। আওয়ামী লীগ অনেক দিবসকে নষ্ট করে ফেলেছে। তারা তো শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি তৈরি করে পূজাও করেছিল। ৭ মার্চ নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে না জানিয়ে নাহিদ বলেন, শেখ মুজিবুর রহমান অবশ্যই জাতির জনক না। এই ভূখণ্ডে অনেকেরই ভূমিকা রয়েছে, লড়াই রয়েছে। ইতিহাসের বহুমুখীতা রয়েছে। আওয়ামী লীগ মাওলানা ভাসানীর অবদানকে অস্বীকার ২-এর পাতায় দেখুন

১৫ আগস্টসহ জাতীয় ৮ দিবস বাতিল হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসসহ ৮টি দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। বুধবার (১৬ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, উপদেষ্টা পরিষদ সম্প্রতি এক বৈঠকে ৮টি দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শিগগিরই এসব দিবস বাতিল করে পরিপত্র জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। বাতিল হওয়া ৮টি দিবসের মধ্যে ৫টিই শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত। এর মধ্যে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট শেখ হাসিনার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ২-এর পাতায় দেখুন

বেসরকারি খাতকে আরো চাঙ্গা করতে নজর দিতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার : ৫ আগস্ট-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে প্রাধান্য দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এনভয় লিগ্যাসি ও শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) সভাপতি হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের রফতানি খাত, প্রবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ অভিজ্ঞতার আলোকে সংস্কারসহ অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন এই ব্যবসায়ী। বণিক বার্তা'য় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটির সংক্ষিপ্তরূপ এর পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হলো: দেশের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের কোন দিকগুলোয় নজর দেয়া প্রয়োজন কুতুবউদ্দিন আহমেদ: বর্তমানে বাজারে অস্থিরতা বিরাজমান। চাঁদাবাজি যদি আমরা বন্ধ করতে পারি তাহলে জিনিসপত্রের দাম এমনিতেই কমে যাবে। এক্ষেত্রে যদি রাজনীতিবিদদের সম্পৃক্ত করা যায় এবং পুলিশকে যদি দায়বদ্ধতার ভেতর আনা যায় তাহলে এটা দূর করা সম্ভব। চাঁদাবাজির দুটি স্থান হলো ট্র্যাফিক জ্যাম এবং ফুটপাত দখল করে থাকা দোকানপাট। এতে

পণ্যের দাম বাড়ে। প্রত্যেক এলাকার থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার নিজ এলাকার ফুটপাতকে দখলদারত্ব থেকে মুক্ত রাখতে পারেন, তাহলে চাঁদাবাজি বিশালাকারে কমে যাবে। চাঁদাবাজির মহামারী একটি উৎস হলো পোশাক শিল্প। কাটিং ওয়েস্টেজের ক্রয় নিয়ে সন্ত্রাসীদের মাঝেই প্রতিযোগিতা চলে। কোনো পোশাক কারখানাই সঠিক দামে সেই ওয়েস্টেজ নিজ থেকে বিক্রয় করতে পারে না, এক্ষেত্রে তারা বন্দি সেই চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের কাছেই। তাদের কাছে বিক্রয় করে দিতে হয় প্রায় অর্ধেক দামে, কোনো দরদামের সুযোগও নেই সেখানে। তাদের দাবি না মানলে কারখানার সংশ্লিষ্টদের রাখা হয় ২-এর পাতায় দেখুন

১২ বিচারপতিকে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা হবে: সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : হাইকোর্ট বিভাগে ১২ জন বিচারপতিকে আপাতত কোনো বেঞ্চ দেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা। বুধবার (১৬ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে হাইকোর্টের বর্ধিত ভবনের সামনে বিক্ষোভস্থলে গিয়ে তিনি এ তথ্য জানান। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সঙ্গে আলোচনা শেষে প্রধান বিচারপতির মতামতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও জানিয়েছেন আজিজ আহমদ ভূঞা। এদিকে, ১২ বিচারপতিকে বেঞ্চ না দেওয়ার ঘোষণা আসার পরই হাইকোর্ট এলাকা ছাড়েন আন্দোলনকারীরা। আগামী রোববার (২০ অক্টোবর) থেকে এই ১২ জন বিচারপতিকে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা হবে জানিয়ে সুপ্রিম ২-এর পাতায় দেখুন

স্বামী ৪৩-স্ত্রী ৩৩, একসঙ্গে করলেন এইচএসসি পাস

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষার কোনো বয়স নেই, ইচ্ছে আর আগ্রহ থাকলে যে অনেক কিছুই করা সম্ভব তাই যেন প্রমাণ করলেন বিয়ের ১৬ বছর পর একসঙ্গে এইচএসসি পাস করা নাঈম-শারমীন দম্পতি। কিশোরগঞ্জে কুলিয়ারচর উপজেলার বাসিন্দা ৪৩ বছর বয়সী মো. বদিউল আলম (নাঈম) এবং ৩৩ বছর বয়সী শারমীন আক্তার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ঢাকার অধীনে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। গত মঙ্গলবার ঘোষিত ফলাফলে কুলিয়ারচর উপজেলার লক্ষ্মীপুর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এই দম্পতির মধ্যে স্বামী নাঈম পেয়েছেন জিপিএ ৪ দশমিক ২৯ এবং স্ত্রী শারমীন পেয়েছেন জিপিএ ৪ দশমিক ৫। পেশায় ঠিকাদার নাঈম কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতী ইউনিয়নের দ্বাড়িয়াকান্দি গ্রামের মো. কনু মিয়া ও মোছাম্মাৎ সাজেদা দম্পতির ছেলে। ১৯৯৭ সালে তার এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি তখন। অপরদিকে গৃহিনী শারমীন আক্তার কুমিল্লা জেলার হোমনা থানার মঙ্গলকান্দি গ্রামের মো. ইসমাইল হোসেন ও মায়া বেগম দম্পতির মেয়ে। নবম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয় তার। ২০১০ সালে তার এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও সন্তান গর্ভে আসায় আর পরীক্ষা দিতে পারেননি। পরে আর লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি। ২০০৮ সালে বিয়ে হওয়া এ দম্পতির দুই মেয়ে ও এক ছেলে আছে। তাদের বড় মেয়ে বুশরা আক্তার বীথি স্থানীয় ছয়সূতী ইউনিয়ন হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্রী ও মেজো ছেলে রেদোয়ান আলম সিয়াম একই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। সবার ছোট মেয়ে তাসনীম (৫) এখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি। এ দম্পতি জানান, ২০২০ সালে বড় মেয়ে বীথি ও তৎকালীন কুলিয়ারচর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া ইসলাম লুনার উৎসাহে নতুন করে পড়াশোনা করার আগ্রহ জাগে তাদের। ওই বছর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তারা দুজন বিন্নাবাইদ দারুল উলুম দাখিল ২-এর পাতায় দেখুন

মতিয়া চৌধুরী মারা গেছেন

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ বেগম মতিয়া চৌধুরী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বুধবার (১৬ অক্টোবর) দুপুর ১টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এভারকেয়ার হাসপাতালের মহাব্যবস্থাপক আরিফ মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কার্ডিয়াক ২-এর পাতায় দেখুন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো: তৌহিদ হোসেনের সাথে বুধবার মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ ক্যাথেরিন কুক সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ইউ কিয়াও সোয়ে মো পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। গতকাল বুধবার পররাষ্ট্র উপদেষ্টার অফিসে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বৈঠকে তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর টেকসই প্রত্যাবাসনসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের প্রতি জোর দিয়ে বলেন, দুটি দেশ ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হওয়ায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সম্প্রতি সীমান্তবর্তী রাজ্যে সংঘাত থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে ৪০ হাজারের ২-এর পাতায় দেখুন

ডাকবাক্সে তালা, চিঠি এখন শুধুই স্মৃতি

স্টাফ রিপোর্টার : একটা সময় খাকি পোশাক পরা ডাকপিয়নের সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দে সন্তানের চিঠির অপেক্ষায় অশ্রুসিক্ত চোখে পথ চেয়ে থাকতেন বাবা-মা। স্বামীর চিঠি পেতে প্রহর গুনতেন গ্রামীণ সরলা স্ত্রী। ভাঙা-ভাঙা লেখায় প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে অতি যত্নে আগলে রাখতেন প্রেমিক। বর্তমানে নেই চিঠির প্রচলন। ডাকবাক্সে ঝুলছে তালা, চিঠি এখন শুধুই স্মৃতি! অতীতে দূর-দূরান্তে থাকা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল চিঠি। আর চিঠি পৌঁছানোর মাধ্যম ছিল ডাকঘর। প্রযুক্তির উন্নয়নে এখন বিলুপ্তির পথে বাংলার ঐতিহ্য চিঠির প্রচলন। কালের পরিক্রমায় নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে টেলিযোগাযোগ সেবার মধ্য দিয়ে কমতে থাকলেও আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখন পড়ে থাকে শূন্য ডাকবাক্স। বর্তমানে সরকারি দপ্তর ছাড়া আর কারও চিঠি আসছে না ডাকঘরে। হাটবাজার আর অলিগলিতে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় কিছু ডাকবাক্স। প্রযুক্তির অবদানে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট। এতে করে মুহূর্তেই সম্ভব হচ্ছে তথ্য-আদান প্রদান। সময়ের সাথে সাথে বদলে গেছে সেই লাল ডাকবাক্সে হলুদ খামে চিঠি ফেলানোর ধুম। এমনকি খাকি পোশাকের ডাকপিয়নের সাইকেলের বেলের শব্দও আর

কানে আসে না। ডাক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, রংপুর জেলাজুড়ে ৬৮টি ও মহানগরীর এলাকায় ১৮টি ডাকঘর রয়েছে। এই সেবার মাধ্যমে কম খরচে টাকা পাঠানোর জন্য ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার, কম সময়ে পার্সেল পাঠাতে পিডপোস্ট সেবা পাচ্ছেন গ্রাহকরা। তবে বর্তমানে প্রযুক্তির আশীর্বাদে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠানোর প্রচলন হারিয় গেছে। লাল রঙের ডাকবাক্সটি ব্যবহৃত হচ্ছে সরকারি কাগজপত্র পরিবহনের। অতীতের ন্যায় এখন আর দাপ্তরিক কাজের নথি জমা দেওয়া ছাড়া ডাকঘরে আসে না মানুষজন। কালের পরিক্রমায় বিলুপ্তি হয়ে হারিয়ে গেছে ব্যক্তিগত চিঠি আদান প্রদানে ডাকবাক্সের ব্যবহার। ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ১৭ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

নাইজেরিয়ায় জ্বালানি ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণে নিহত প্রায় ১০০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় একটি জ্বালানি ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণে প্রায় ১০০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। বিস্ফোরণের এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৫০ জন। নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে বিস্ফোরণে হতাহতের এই ঘটনা ঘটেছে বলে বুধবার দেশটির পুলিশ জানিয়েছে। দেশটির পুলিশের মুখপাত্র লাওয়ান শিসু অ্যাডাম ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তর জিগাওয়া রাজ্যে একটি জ্বালানি ট্যাঙ্কার উল্টে যায়। এ সময় অনেকেই রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া জ্বালানি সংগ্রহের চেষ্টা করেন। সেই সময় ট্যাঙ্কারটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমরা ৯৪ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হয়েছি। এছাড়া বিস্ফোরণে আরও ৫০ জন আহত হয়েছেন। মার্কিন বার্তা সংস্থা এপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লাওয়ান বলেন, ট্যাঙ্কারটি উল্টে যাওয়ার পর রাস্তায় অনেক মানুষ জ্বালানি সংগ্রহ করছিলেন। এ সময় আকস্মিকভাবে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে সেখানে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। যে কারণে আগুনে পুড়ে অন্তত ৯৪ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। বিস্ফোরণের কারণে ধরে যাওয়া আগুন বুধবার ভোর পর্যন্ত পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলা যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। গত মাসে নাইজেরিয়ার উত্তর-মধ্য নাইজার রাজ্যে একটি জ্বালানি ট্যাঙ্কারের সাথে ট্রাকের সংঘর্ষের পর বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৪৮ জন নিহত হন। নাইজেরিয়ার বেশিরভাগ প্রধান সড়কে প্রায়ই প্রাণঘাতী ট্রাক দুর্ঘটনা ঘটে। বিশেষজ্ঞরা এসব দুর্ঘটনার পেছনে চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালনা, রাস্তার বেহাল দশা ও অতিরিক্ত যানবাহনকে দায়ী করেন।

বেবি পাউডার থেকে ক্যান্সার, বড়সড় জরিমানার মুখে জনসন অ্যান্ড জনসন

স্টাফ রিপোর্টার : কানেকটিকাটের একজন ব্যক্তিকে ১৫ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হবে জনসন অ্যান্ড জনসন সংস্থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটের ওই বাসিন্দা ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পর কাঠগড়ায় তুলেছিলেন সংস্থাটিকে। ওই ব্যক্তির নাম প্লেনটিফ ইভান প্লটকিন। ২০২১ সালে তার মেসোথেলিওমা ধরা পড়ে। এটি একটি বিরলগোত্রীয় ক্যানসার। মরণরোগে আক্রাম্ত হওয়ার পর প্লটকিন অভিযোগ করেন, জনসন অ্যান্ড জনসনের বেবি পাউডারের কারণেই তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। কানেকটিকাট সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক এবার সেই মামলায় সংস্থাকে বিপুল অঙ্কের জরিমানা করার পাশাপাশি জানিয়ে দিয়েছেন, অতিরিক্ত জরিমানাও গুনতে হবে তাদের। তবে সেই জরিমানার অঙ্ক পরে জানানো হবে। জনসন অ্যান্ড জনসন সংস্থার মামলাজনিত ভাইস প্রেসিডেন্ট এরিক হাস এক বিবৃতিতে বলেন, এই মামলায় বিচারকের 'ভুল' রায়ের বিরুদ্ধে সংস্থা আপিল করবে। এই রায়ের সাথে কয়েক দশকের স্বাধীন বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের মিল নেই যা নিশ্চিত করে যে ট্যালকমটি নিরাপদ, এতে অ্যাসবেস্টস নেই এবং ক্যান্সার সৃষ্টি করে না। '১৮৯৪ সাল থেকে 'জনসন অ্যান্ড জনসন'

৭-এর পাতায় দেখুন

পোশাক শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কিম চালু করতে চাই : শ্রম উপদেষ্টা

গাজীপুর প্রতিনিধি : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, আমার একটা স্বপ্ন আছে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের এক্সপোর্টে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা মেহনতী গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কিম চালু করতে চাই। তারা যেন কর্মজীবন শেষে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন। এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। তবে, সকল অংশীজনের সহযোগিতায় আমরা কাজটি করতে পারব। বুধবার (১৬ অক্টোবর) গাজীপুরের টঙ্গীতে জাবের অ্যান্ড জুবায়ের ফেব্রিক্স কারখানা প্রাঙ্গণে পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মূল্যে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয় কর্মসূচি উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিকরাও রক্ত দিয়েছেন। রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতার প্রথম সুবিধাভোগী হওয়া উচিত এই দেশের মেহনতী মানুষ। দেশের মেহনতী শ্রমিকদের কর্মের ফলে এত লুটপাটের পরও বাংলাদেশ টিকে আছে। দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, দেশে সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিতে সরকার সফলতার সাথে বন্যার্তদের পাশে থেকে সঠিক সহযোগিতা করেছে। বর্তমানে তাদের পুনর্বাসনের কাজ চলছে। ১৬ বছরের দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনামলের পুঞ্জিভূত দাবি আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন। সকলের ন্যায্য দাবি পূরণে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। কিছু বহিরাগতের চক্রান্তে শ্রম সেক্টরে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল, অভিযোগ করে তিনি বলেন, এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শ্রমিকপক্ষ এবং মালিকপক্ষকে নিয়ে ১৮ দফা যৌথ বিবৃতি ঘোষণার মাধ্যমে শ্রমিকদের অসন্তোষ নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছি। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা

৭-এর পাতায় দেখুন

বিপুল পরিমাণ আমদানির পরও কমছে না কাঁচা মরিচের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : আমদানি স্বাভাবিক থাকার পরেও যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরসহ স্থানীয় সব খুচরা বাজারে কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে কেজিতে ১৫০-২০০ টাকা। কারণ হিসেবে দুর্গাপূজার জন্য টানা পাঁচ দিন আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকার কথা বলছেন ব্যবসায়ী-রা। তবে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে এমন দাম বৃদ্ধিতে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ ক্রেতারা। খুচরা ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, আমদানি বাড়লেও আড়তে তেমন কমেনি কাঁচা মরিচের দাম। টানা পাঁচ দিন বন্দর বন্ধ থাকবে জেনে কাঁচামাল গুদামজাত করে দামবৃদ্ধি করেছেন আড়তদাররা। গতকাল বুধবার সকালে বেনাপোল ও শার্শার একাধিক বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এক সপ্তাহ আগেও এইসব বাজারে ভারত থেকে আমদানি করা কাঁচা মরিচ খুচরা বাজারে বিক্রি হয়েছিল ৮০-১০০ টাকা কেজি।

৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার সালমান-মামুন-জিয়াউল

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর খিলগাঁও পল্লীমা স্কুলের সামনে পরিবহন শ্রমিক সোহেলকে হত্যাচেষ্টার মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (১৬ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুর রহমান তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। একই আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কর্নেল (অব.) মো. তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরীকে অপহরণ ও গুমের মামলায় বহিষ্কৃত সেনা অফিসার মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকেও গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। এদিন সকালে তাদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা, খিলগাঁও থানার সাব ইন্সপেক্টর আতিকুজ্জামান, সালমান এফ রহমান ও চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। জিয়াউল আহসানের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন

৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনের দিন তারিখ ঠিক করে কাজ-কাম শুরু করেন : দুদু

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, এদেশের ছাত্র, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ গত তিনটা নির্বাচনে ভোট দিতে পারে নাই। ভোট দেওয়ার আশায়, সুষ্ঠু নির্বাচনের আশায় ফ্যাসিবাদ হাসিনাকে বিদায় করেছে তারা। তাই কবে কোন দিন নির্বাচন দিবেন দিন তারিখ ঠিক করে কাজ-কাম শুরু করেন। তাহলে একটা ফলাফল পাওয়া যাবে। তিনি বলেন ,যদি না বলেন (দিন তারিখের কথা) তাহলে দেশের মানুষের মধ্যে অনাস্থা সৃষ্টি হবে। সেটা কারো জন্যই ভালো হবে না। দেশের জন্য, সরকারের জন্য, দেশের মানুষের জন্য। বুধবার (১৬ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের উদ্যোগে সীমান্তে হত্যা বন্ধ, ফ্যাসিস্ট হাসিনার বিচারের দাবি এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার দাবিতে এক

৭-এর পাতায় দেখুন

নানান জায়গায় পতিত স্বৈরশাসকের সিন্ডিকেট বিদ্যমান : আলাল

স্টাফ রিপোর্টার : প্রশাসনসহ নানান জায়গায় পতিত স্বৈরশাসকের সিন্ডিকেট এখনো বিদ্যমান। এসব সিন্ডিকেট না ভাঙতে পারলে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের শতভাগ সফলতা আসবে না। এসব সমস্যা নিরসনে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। বুধবার (১৬ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয়তাবাদী প্রচার দল আয়োজিত ডেঙ্গু সচেতনতা রোধে লিফলেট বিতরণের ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিনে রাজধানীর বাংলামোটরে জনসাধারণের মাঝে প্রচারপত্র বিতরণ শেষে তিনি এ কথা বলেন। আলাল বলেন, আমরা প্রথম থেকেই বলে এসেছি অন্তর্বর্তী সরকার যাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে তারা এনজিও নিয়ে কাজ করেছেন। আরেকজন আছেন শিক্ষক। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বারবার বলেছি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমাদের সাথে বসুন, ডাকুন। বিএনপি একাধিকবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল।

৭-এর পাতায় দেখুন

নিবন্ধন-প্রতীক ফিরে পেতে আপিলে যেসব যুক্তি তুলে ধরবে জামায়াত

স্টাফ রিপোর্টার : দলের নিবন্ধন ও নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পেতে আইনি লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আগামী ২১ অক্টোবর এ আইনি লড়াই শুরু হবে। আইনি লড়াইকে সামনে রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে দলটির আইনজীবীরা। ব্যারিস্টার ইমরান এ সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনিরসহ জামায়াতে ইসলামীর আইনজীবীরা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আইনি লড়াইয়ের অংশ হিসেবে গত ১ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে আপিল বিভাগে খারিজ হওয়া আপিলটি পুনরুজ্জীবিত করার আবেদন করা হয়। সেদিন আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি জামায়াতের আবেদনটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ২১ অক্টোবর দিন ধার্য করে দেন। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে এ বিষয়ে শুনানি হবে। নিবন্ধন ফিরে পাওয়ার আপিল শুনানিতে দলটির আইনজীবীরা নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পাওয়ার আর্জি জানাবেন বলে জানা গেছে। নিবন্ধন ফিরে পেতে যেসব আইনি যুক্তি তুলে ধরা হবে জামায়াতের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে আপিল শুনানিতে বেশকিছু আইনি যুক্তি তুলে ধরা হবে। জামায়াতের আইনজীবী প্যানেল এরই মধ্যে তা চূড়ান্ত করেছে। যুক্তিগুলো হলো প্রথমত, জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে এই বলে, সংবিধানের সঙ্গে জামায়াতের গঠনতন্ত্র সাংঘর্ষিক এবং গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো, গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী অতীতে সবগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। প্রায় সব জাতীয় সংসদেই জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব ছিল। জামায়াতের গঠনতন্ত্র বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনোভাবেই অসাংবিধানিক নয়। কারণ অ্যাসোসিয়েশন

৭-এর পাতায় দেখুন

- দল ও সংগঠন করা প্রত্যেক ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার
- গঠনতন্ত্র সংশোধন চলমান থাকা অবস্থায় নিবন্ধন বাতিল করতে হবে না
- প্রতীক বরাদ্দের দায়িত্ব ইসির, সুপ্রিম কোর্টের না
- প্রতীক বাতিল ফুলকোর্ট সভার সিদ্ধান্ত নয়, মতামত ছিল মাত্র

হাই কোর্ট ঘেরাওয়ে শিক্ষার্থীরা, আইনজীবীদের বিক্ষোভ মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার : 'আওয়ামীপন্থি বিচারকদের' পদত্যাগের দাবিতে হাই কোর্ট চত্বরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত শিক্ষার্থীরা। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটানো এই আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সারজিস আলমদের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা গতকাল বুধবার বেলা ১২টার দিকে মিছিল নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এনেক্স ভবনের সামনের চত্বরে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা বিচারপতিদের অপসারণের দাবিতে বক্তব্য রাখেন এবং এ সময় 'শেখ হাসিনার বিচারক, হুঁশিয়ার সাবধান', 'আওয়ামী লীগ, ফ্যাসিস্ট সরকার', 'দলবাজ বিচারপতি' বলে স্লোগান দেন। একই সময়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সামনে অবস্থান নিয়ে হাই কোর্ট বিভাগের 'দলবাজ ও দুর্নীতিবাজ' বিচারকের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

৭-এর পাতায় দেখুন

বুধবার আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বিচারকদের পদত্যাগের দাবিতে হাইকোর্ট ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন,সম্মিলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

দুর্নীতি মামলায় ডাক বিভাগের কর্মকর্তা মোস্তাক কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : ১৫ কোটি টাকার সার্ভার ও ইউপিএস কেনার অনিয়মের অভিযোগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক মোস্তাক আহমেদকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালত এই আদেশ দেন। এর আগে মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. নাজির আকন্দ নাকিব আসামিকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। তারে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক এই আদেশ দেন। আটক রাখার আবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করে বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হলে পালিয়ে যাওয়া এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

লেবাননে ৩ দিনে ৩৪০ বার বিমান ও আর্টিলারি হামলা ইসরায়েলের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননে ইসরায়েলের আর্টিলারি গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। দিনভর বিমান হামলাও অব্যাহত রয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা গতকাল মঙ্গলবার একদিনেই হিজবুল্লাহর অন্তত ১৪০টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে। আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ইসরায়েল গত ৩৬ ঘণ্টায় কেবল দক্ষিণ লেবাননেই প্রায় ৩৪০ বার আর্টিলারি ও বিমান হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বিমান ও আর্টিলারি হামলার পাশাপাশি তারা দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে স্থল অভিযানও বাড়িয়েছে। হিজবুল্লাহর অবকাঠামোগুলোতে প্রবেশ করে অসংখ্য রকেট লঞ্চার ধ্বংস করা হয়েছে। তবে হিজবুল্লাহ বলছে, তারা পাল্টা লড়াই করছে। স্থলযুদ্ধে তাদের হামলায় ইসরায়েলি বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছে। ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীটি ২৪ ঘণ্টা আগে ইসরায়েলের একটি ড্রোনকে গুলি করে ভূপাতিত করার দাবি করেছে। ইসরায়েল গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে হামলার নামে দক্ষিণ লেবাননজুড়ে ব্যাপকভাবে কামান ও

৭-এর পাতায় দেখুন

৭ মার্চ, ১৫ অগাস্টসহ আট জাতীয় দিবস বাতিল হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৫ অগাস্ট জাতীয় শোক দিবসসহ আটটি জাতীয় দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। উপদেষ্টা পরিষদ এসব দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এক ফেইসবুক পোস্টে জানানো হয়েছে। জানতে চাইলে প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ সম্প্রতি এক বৈঠকে আটটি দিবস বাতিলের ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিগগিরই এসব দিবস বাতিল করে পরিপত্র জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এই আট দিবসের মধ্যে পাঁচটিই ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত। এর মধ্যে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ৫ অগাস্ট শেখ

৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন বাংলাদেশে আ.লীগ নিষিদ্ধ করতে হবে: নুর

গাজীপুর প্রতিনিধি : নতুন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। বুধবার (১৬ অক্টোবর) গাজীপুরের শ্রীপুরের মাওনা উড়াল সড়কের নিচে এক পথসভায় তিনি এ দাবি জানান। নুরুল হক নুর বলেন, আওয়ামী লীগের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতসহ বিভিন্ন দেশ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশের ভেতরেও নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগকে কোনো ঠাঁই দেওয়া হবে না। এর দোসরদের ঠাঁই দেওয়া হবে না। নতুন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসরদের নিষিদ্ধ করতে হবে। গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, বাংলাদেশে নির্বাচন এবং মুক্তচিন্তা করার অধিকার ছিল না। রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়নে পরিণত করেছিল। আমরা এ অবস্থার পরিত্রাণ ঘটাতে পেরেছি। নুরুল হক নুর বলেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

বিপুল পরিমাণ আমদানির পরও কমছে না কাঁচা মরিচের দাম

যশোর প্রতিনিধি : আমদানি স্বাভাবিক থাকার পরেও যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরসহ স্থানীয় সব খুচরা বাজারে কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে কেজিতে ১৫০-২০০ টাকা। কারণ হিসেবে দুর্গাপূজার জন্য টানা পাঁচ দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকার কথা বলছেন ব্যবসায়ীরা। তবে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে এমন দাম বৃদ্ধিতে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ ক্রেতারা। খুচরা ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, আমদানি বাড়লেও আড়তে তেমন কমেনি কাঁচা মরিচের দাম। টানা পাঁচ দিন বন্দর বন্ধ থাকবে জেনে কাঁচামাল গুদামজাত করে দামবৃদ্ধি করেছেন আড়তদাররা। বেনাপোল ও শার্শার একাধিক বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এক সপ্তাহ আগেও এই সব বাজারে ভারত থেকে আমদানি করা কাঁচা মরিচ খুচরা বাজারে বিক্রি হয়েছিল ৮০-১০০ টাকা কেজি। আজ তা বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৪০০ টাকা কেজি দরে। এদিকে, গত দুই দিনে এ বন্দরে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কাঁচা মরিচের আমদানি। সোমবার একদিনে ৫০ ট্রাকে ৫৮১ টন ৯৭০ কেজি কাঁচা মরিচ আমদানি হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১২ ট্রাকে ১৪৪ টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে। কেনা থেকে শুরু করে শুল্ককর মিলিয়ে আমদানি করা এই মরিচের কেজিপ্রতি খরচ পড়েছে ৯৬-১০০ টাকা। অথচ যশোরের শার্শা উপজেলার বিভিন্ন বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে ৩৮০-৪০০ টাকা কেজি। তবে বন্দর বন্ধ হওয়ায় মরিচের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন সাধারণ বিক্রেতারা। বেনাপোল চেকপোস্ট বাজারে

৭-এর পাতায় দেখুন

লেবাননে আতঙ্কে দিন কাটছে বাংলাদেশি প্রবাসীদের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : 'দিনে কাজ করি। রাতে ঘুমাতে যাই। তখনই শুরু হয় বোমাবর্ষণ। চারপাশ যেন জাহান্নামে পরিণত হয়। পুরো এলাকাজুড়ে শুরু হয় কান্নার রোল। বিকট আওয়াজে বোমা ফাটতে শুনি। হামলা শুরুর পর থেকে দুশ্চিন্তা আর বোমার শব্দে ঘুম নেই।' এমনটা বলতে বলতে আপ্লুত হয়ে ওঠেন সাহিদ হোসেন। তিনি লেবাননের বৈরুত শহরের হামড়া এলাকায় থাকেন। কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার টনকি ইউনিয়নের ভাইড়া গ্রামের মোহাম্মদ ফজলুর রহমানের ছেলে সাহিদ। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জীবিকার তাগিদে পরিবার ছেড়ে লেবাননে পাড়ি জমান তিনি। শুধু সাহিদ নন, লেবাননে ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে প্রায় নির্ঘুম রাত কাটাতে হচ্ছে হাজার হাজার বাংলাদেশি প্রবাসীকে। অনেকের দাবি, তাদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা

৭-এর পাতায় দেখুন

নিষিদ্ধ পলিথিনে ভাসছে দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : পলিথিন মাটিতে পচে না, কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে ফলন কমে যায়। তারপরও হাটবাজারগুলো সয়লাব হয়ে আছে পলিথিনের শপিং ব্যাগে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা পরিবেশ অধিদপ্তর কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। নিষিদ্ধ পলিথিনের সর্বব্যাপ্ত ব্যবহারে বিপন্ন হয়ে পড়েছে দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ। নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও পুলিশ ও প্রশাসনের নাকের ডগায় পলিথিন উৎপাদন, বিপণন ও কেনাবেচা চলছে অবাধে। বাজারে মুদি দোকান থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, শাকসবজি, ডিম, তরকারি, ফল, মিষ্টিসহ যে কোনো বিক্রীত পণ্য ভরে দেওয়া হচ্ছে পলিথিনের ব্যাগে। এতে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ, ক্ষতি হচ্ছে কৃষিজমির। কমে যাচ্ছে মিঠা পানির মাছের উৎপাদন। হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। পলিথিনে ভাসছে বাংলাদেশ: প্রতিদিন কোটি কোটি পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার শেষে ফেলে দেওয়া হয়। এসব পলিথিন ব্যাগের একটা বড় অংশ নদীতে গিয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে দেশের নদীগুলোর তলদেশে পলিথিনের পুরু স্তর জমেছে। এমনিতেই দেশের প্রায় সব নদনদীতে পলিথিন-প্লাস্টিক দূষণের প্রভাব রয়েছে। পলিথিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় সিটি করপোরেশন, জেলা শহর, পৌরসভা ও উপজেলা শহর এলাকায়। ফলে শহর এলাকার নদনদীগুলোই পলিথিন দূষণের শিকার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ঢাকার বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, বংশী, শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী; বরিশালের কীর্তনখোলা; চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ও হালদা নদীর তলদেশে পলিথিনের পুরু স্তর পড়েছে। ফলে নদীর দূষণ তো বটেই, জীববৈচিত্র্যও ধ্বংস হচ্ছে। পলিথিন ও প্লাস্টিক দূষণে মাছের জীবনচক্র হুমকির মুখে পড়ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বৃষ্টি শেষে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার বড় কারণ এ পলিথিন। ড্রেনেজব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে পলিথিনের কারণে। সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোয় মূলত টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে না-ওঠা এর জন্য দায়ী। ফলে মাটি, পরিবেশ বিপন্ন হয়ে আমাদের খাবারে ঢুকে পড়ছে প্লাস্টিক, পলিথিন। গরিবের সাশ্রয়ী খাবার লালশাকেও ক্যান্সার সৃষ্টিকারী লেড, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়ামসহ বেশ কয়েকটি ভারী ধাতুর উচ্চ মাত্রার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। পরিবেশ ও কৃষিজমির সর্বনাশ : দেশের বাজারগুলো সয়লাব হয়ে আছে নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগে। পলিথিন মাটিতে পচে না,

৭-এর পাতায় দেখুন

পতনমুখী ডিএসইতে ৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই ও সিএসই) সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস বুধবার (১৬ অক্টোবর) সূচকের বড় পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমেছে। ডিএসইতে গত ৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন লেনদেন হয়েছে। এদিন উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই'র প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৪৯.৭৫ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৩১৬ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়া সূচক ১২.৪৭ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৮২ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

গণঅভ্যুত্থান নিয়ে নতুন জাতীয় দিবস

করেছে। তাই এখন সময় এসেছে সবার ভূমিকা স্মরণ করার। এ উপদেষ্টা আরও বলেন, এতগুলো জাতীয় দিবস পালনের দরকার নাই। যেগুলো তাৎপর্যপূর্ণ সেগুলো রেখে, বাকিগুলো বাতিল করা হবে। এছাড়া, জুলাই ও আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে নতুন দিবসও যুক্ত হতে পারে। যেহেতু নতুন অভ্যুত্থান।

স্বামী ৪৩-স্ত্রী ৩৩, একসঙ্গে করলেন

মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় নাঈম জিপিএ ৪ দশমিক ৯৫ এবং স্ত্রী শারমীন জিপিএ ৫ পেয়েছিলেন। বদিউল আলম (নাঈম) বলেন, বিয়ের আগে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দিতে না পারলেও কয়েক বার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যবসা ও সাংসারিক চাপে শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। শারমীন আক্তার বলেন, মনের জোর এবং স্বজনদের উৎসাহে পড়াশোনা করে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করেছেন। এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরে তারা নিজেরা আনন্দিত হওয়াসহ তাদের পরিবারে যেমন আনন্দের বন্যা বইছে, তেমনি এলাকার লোকজনও খুশি হয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে বলে জানালেন এই দম্পতি।

১২ বিচারপতিকে বিচারকাজ থেকে

কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বলেন, পর্যায়ক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে আজিজ আহমদ ভূঞা বলেন, আমি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হিসেবে আপনাদের দাবিগুলো নিয়ে আপনাদের লিডাররা আমার চেম্বারে বসেছেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলেছি। সঙ্গে আমার দুজন সহকর্মী ছিলেন। তিনি বলেন, আপনারা জানেন বিচারপতি পদত্যাগ বা অপসারণের একটা প্রক্রিয়া আছে। বর্তমানে দেশে এ সংক্রান্ত কোনো আইন বিদ্যমান নেই। বিগত সরকার সংসদের মাধ্যমে বিচারপতি অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছিল। একটা সংশোধনী হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট সেটা বাতিল করে দিয়েছেন এবং সরকার সেটা রিভিউ আকারে পেশ করেছে। 'আগামী ২০ অক্টোবর প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগে সেটির শুনানি হবে। এক নম্বর আইটেমে রাখা হয়েছে'- বলেন রেজিস্ট্রার জেনারেল। তিনি বলেন, আসলে বিচারপতিদের নিয়োগকর্তা হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি এবং পদত্যাগ বা অপসারণের উদ্যোগও রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে হয়ে থাকে। এখানে প্রধান বিচারপতির যেটা করণীয় উনি সেটা করেছেন। আপাতত ১২ জন বিচারপতিকে প্রাথমিকভাবে কোনো বেঞ্চ দেওয়া হচ্ছে না। বেঞ্চ না দেওয়ার অর্থ হলো, আগামী ২০ অক্টোবর যে কোর্ট খুলবে, তারা সেখানে বিচারকাজে অংশ নিতে পারবেন না। বাকি বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে শুনানির মাধ্যমে আপনাদের সামনে আসবে। এর আগে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহর সঙ্গে আলোচনার পর বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের সামনে গিয়ে এ ঘোষণা দেন আজিজ আহমদ ভূঞা। এসময় হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমরা আগামী রোববার বিকেল পর্যন্ত দেখবো।' এরপর বিকেল সোয়া ৪টার দিকে আন্দোলনকারীরা আদালত প্রাঙ্গণ ছাড়েন। 'দলবাজ, দুর্নীতিবাজ ও ফ্যাসিস্টের দোসর' বিচারপতিদের পদত্যাগ দাবিতে বুধবার দুপুর থেকে হাইকোর্ট ঘেরাও কর্মসূচি শুরু করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। অন্যদিকে, ফ্যাসিবাদের দোসর বিচারপতিদের অনতিবিলম্বে অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে জাতীয় নাগরিক কমিটি। কর্মসূচি চলাকালেই খবর বেরোয়, প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের ১২ বিচারপতিকে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই ১২ বিচারপতিকে ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও গুঞ্জন ওঠে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ঘেরাও কর্মসূচি ও বিক্ষোভের মধ্যেই ১২ বিচারপতিকে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখার ঘোষণা আসে। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে জানা যায়, ১২ বিচারপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তারা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের দোসর হিসেবে কাজ করেছেন।

সাড়ে ৫ বছরে সড়কে ঝরেছে

না হওয়া; দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি এবং গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ১২ দফা সুপারিশও করেছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। এগুলো হলো দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; চালকদের বেতন-কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; বিআরটিএর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা রাস্তা (সার্ভিস লেন) তৈরি করতে হবে; পর্যায়ক্রমে সব মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; সড়ক এবং সড়ক পরিবহন নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে হবে; গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের ওপর চাপ কমাতে হবে; টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে; 'সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮' বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে; সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জীবনমুখী সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।

দুর্নীতির মামলায় ডেপুটি পোস্ট

সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে 'পোস্ট ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি' শীর্ষক প্রকল্পের বরাদ্দ করা ১৫ কোটি ১১ লাখ ৪২ হাজার টাকার ৫০০টি এইচপি সার্ভার ও ইউপিএস ক্রয় করে তা ব্যবহার না করে সরকারি অর্থের অপব্যবহার করেছেন। প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, ডাক বিভাগের 'পোস্ট-ই-সেন্টার' শীর্ষক প্রকল্পের বরাদ্দ করা ১৫ কোটি ১১ লাখ ৪২ হাজার টাকায় ৫০০টি এইচপি সার্ভার ও ইউপিএস কিনে তা ব্যবহার না করে, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯-এর ২৩ ধারা লঙ্ঘন পূর্বক সরকারি অর্থের অপব্যবহার করেছেন। প্রকল্পের অধীন ৫০০টি এইচপিই এমএল ৩০ ও উইনার ব্র্যান্ডের ইউপিএসসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয়ের জন্য সরকারি মালিকানাধীন টেলিফোন শিল্প সংস্থার (টেশিস) সঙ্গে চুক্তি করা হয়। পরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডাকঘরগুলোতে বিতরণ করা হয়। এ ঘটনা তদন্তের জন্য টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ থেকে অতিরিক্ত সচিব (টেলিকম) মো. মুহিবুর রহমানকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত টিম গঠন করা হয়। ওই তদন্তেও অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে। কিন্তু সরবরাহ চালানে কোনো কোনো মালামাল প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দুই বছর পর সরবরাহ করা হয়েছে। টেশিসের টঙ্গী, গাজীপুর অফিসে এসব যন্ত্রপাতি অফিসে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন যাবত পড়ে আছে। এমনকি প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত এসব যন্ত্র কোনোটিই ব্যবহারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেশিন ও যন্ত্রাংশ প্যাকেটজাত অবস্থায় পড়ে ছিল। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে এসব মেশিন কী কাজে ব্যবহার করা হবে, তার কোনো নির্দেশনা ডাক বিভাগের প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে আঞ্চলিক অফিসকে প্রদান না করায় এসব যন্ত্র কোনো কাজে আসেনি। আসামিদের নামে দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণাসহ ১৪

ফ্যাসিবাদের যে সমস্ত দোসর কর্মরত আছেন তাদের অপসারণ, জেলা প্রশাসক নিয়োগে নতুন ফিট লিস্ট এবং যেসব জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাদের নিয়োগ বাতিল ও ফ্যাসিবাদের সময়ের চুক্তিভিত্তিক সব নিয়োগ বাতিল করতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের দু-একজন বিপ্লব-গণঅভ্যুত্থানের মূল স্পিরিট ব্যাহত করছে, তাদের সরাতে হবে এবং গত ১৫ বছর ধরে সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বঞ্চিতদের ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। পিলখানা ও শাপলা চত্বরের গণহত্যার পৃথক বিচার কমিশন গঠন এবং বিডিআর বিদ্রোহের প্রকৃত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও নির্দোষ জওয়ানদের মুক্তি দিতে হবে। ছাত্র-জনতার অপরিসীম ত্যাগ, রক্তদান ও জীবনের বিনিময়ে যে স্বপ্ন ও অর্জন তাকে কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না এবং অন্তবর্তী সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রতি মাসে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি জাতির সম্মুখে তুলে ধরতে হবে, নিজ নিজ সম্পদের হিসাব দেওয়ার ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইন স্থগিত করে রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশন গঠন, এনআইডি কার্ড স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করার আইন অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে বাতিল এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের ভুয়া ভোটে নির্বাচিত সব ইউনিয়ন পরিষদ বাতিল, নির্বাচন সংস্কার কমিশনে জেসমিন তুলি সহ দুই- একজন বিতর্কিত বা ফ্যাসিস্ট সরকারের সহযোগীদের নিয়োগ বাতিল এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের কালো আইন বাতিল করতে হবে। ২০০৭ সালে থেকে শেখ হাসিনার শাসনামলে রাজনৈতিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সব মিথ্যা ও গায়েবি মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিরতার সৃষ্টি পেছনে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গুম-খুনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে।

জনপ্রশাসন, স্বরাষ্ট্র, আইন ও স্বাস্থ্যসহ যেসব মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সন্তোষজনক নয় সেখানে দায়িত্ব রদবদল বা নতুন উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে কার্যকর গতিশীল করতে হবে এবং প্রয়োজনে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে সহকারী উপদেষ্টা নিয়োগ করা। অবিলম্বে গণতদন্ত কমিশন গঠন করে জুলাই-আগস্টে সংগঠিত সব নৃশংসতার ঘটনা জাতির সামনে তুলে ধরা এবং প্রতিটি শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন এবং আহত ও পঙ্গু ছাত্র-জনতার চিকিৎসা কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সিভিল প্রশাসন ও সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তা ও সিপাহিদের মধ্যে যাদের অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদেরকে কমিশনের মাধ্যমে চাকরিতে সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্যাসিবাদের দোসর, গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গণহত্যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগী ব্যক্তি, সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের বিচারের জন্য 'মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল'-এর পাশাপাশি 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' গঠন করা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দ্রুত বিচার কার্যক্রম শুরু করতে হবে। রাষ্ট্র সংস্কারের ৬টি কমিশনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাত নিয়ে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন গঠন এবং সেনাবাহিনী, বিমান ও নৌবাহিনীর সংস্কার প্রক্রিয়ার জন্যও পৃথক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসার জন্য নিয়মিত বাজার পর্যবেক্ষণ, চাঁদাবাজি-ছিনতাই-দুর্নীতি বন্ধ করা, ফুটপাত জনগণের চলাচলের জন্য হকারমুক্ত করা, অসহনীয় যানজট নিরসনসহ সব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধানে জনপ্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন ও পরিবর্তন-প্রত্যাশী ছাত্র-জনতার সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কমিউনিটি মনিটরিং টিম গঠন করা। ফ্যাসিবাদী সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে যে সকল দেশবিরোধী চুক্তি করেছে তা পর্যালোচনা অসম চুক্তি বাতিল করতে হবে এবং স্বার্থবিরোধী চুক্তির মাধ্যমে যারা অবৈধ টাকার পাহাড় গড়েছে এবং বিদেশে টাকা পাচার করে তাদের সম্পত্তি জব্দসহ দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে। রাজনৈতিক দল ও সব সামাজিক পক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কার্যকর সংস্কার সম্পন্ন করে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। জামায়াতকে আবার জোটে আনতে চান কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে জোটের মুখপাত্র শাহাদাত হোসেন সেলিম বলেন, আমরা ২০ দলীয় জোটের বাইরে আমরা প্রায় ৪২টি রাজনৈতিক দল যুগপৎ আন্দোলন করেছি। এই আন্দোলনে জামায়াত কখনো ছিল, কখনো ছিল না। তিনি বলেন, জামায়াত ৮৬ সালে আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনে গিয়েছে, কিন্তু সেটা জনগণ মেনে নেয়নি। ৯৬ সালে জামায়াত এবং বিএনপি আলাদাভাবে নির্বাচন করেছে। এই আলাদাভাবে নির্বাচন করে বিএনপি এবং জামায়াত উভয় দলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দেশে ফ্যাসিস্ট সরকার কায়েম হয়েছে। না হলে ৯৬ সালে এই দেশে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব থাকতো না। আওয়ামী লীগ অস্তিত্ব পেয়ে এই দেশে ১৫ বছর জনগণের উপর স্টিমরোলার চালিয়েছে, দেশ ধ্বংস করেছে। এই জিনিসটাকে বুঝে শুনে উপলব্ধি করে জামায়াত ইসলামীর প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আমরা যেনো আগামীতেও একসাথে পথ চলতে পারি। ১২ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে এটা আমাদের আহ্বান থাকবে জামায়াতের প্রতি। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ সভাপতি রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ লেবার পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান ফারুক রহমান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন পারভেজসহ জোটের শীর্ষ নেতারা।

পাটের তৈরি ব্যাগ কেনা

বাজার করুন।' একই এলাকার স্বপ্ন সুপারশপের আউটলেটে লেখা রয়েছেড় 'সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ১ অক্টোবর থেকে পলিথিন-প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তাই বাজারের ব্যাগ নিয়ে আসুন অথবা আমাদের কাছ থেকে ব্যাগ কিনুন।' একই সঙ্গে অন্যান্য সুপারশপেও পলিথিনের বদলে পাট, কাপড় ও কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে। নাম-পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে একটি সুপারশপের বিক্রয়কর্মী বলেন, শুরুতে বিষয়টি নিয়ে একটু ঝামেলা পোহাতে হতো। অনেক ক্রেতা ব্যাগের জন্য বাড়তি দাম দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আপত্তি করেন। আবার অনেকে বিষয়টি খুব সহজে মেনে নেন। তারা বলছেন, বিদেশে এমনকি পাশের দেশ ভারতের সুপারশপগুলোতে পলিথিনের ব্যবহার নেই। সেখানেও ব্যাগের জন্য বাড়তি দাম দিতে হয়। তাই বাংলাদেশেও এ আইন কার্যকর হয়ে বরং ভালোই হয়েছে। উত্তরার রবীন্দ্র সরণি এলাকার স্বপ্নের আউটলেটের সিনিয়র ম্যানেজার মনিরুল হামিদ বলেন, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী পলিথিন ও প্লাস্টিকের কোনো ব্যাগ আর ব্যবহার করা হচ্ছে না। ক্রেতাদের পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ অথবা পাট ও সুতার ব্যাগ অথবা কাপড় ও পাটের ব্যাগে বাজার দেওয়া হচ্ছে। আকার ও মানভেদে সর্বনিম্ন ছয় টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১৬ টাকা দামের ব্যাগ আমাদের এখানে আছে। পাশাপাশি ক্রেতারা অনেকেই বাড়ি থেকেও ব্যাগ নিয়ে আসছেন। আগোরা আউটলেটে পলিথিনমুক্ত পরিবেশ গড়তে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাচ্ছি। আগোরা মগবাজার শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট আউটলেট ম্যানেজার জাকির হোসেন বলেন, আমরা আগে থেকেই পলিথিন ব্যবহার করি না। এত দিন টিস্যু ব্যাগ (নন-ওভেন) ও কাগজের ব্যাগ ছিল। পরবর্তী সময়ে সরকারের নির্দেশনায় সেগুলো বন্ধ করা হয়েছে। এখন থেকে পাটের ব্যাগের ব্যবস্থা করেছি। আবার ক্রেতাও নিজ দায়িত্বে ব্যাগ নিয়ে আসছেন। 'পলিথিন নিষিদ্ধের কারণে কড়াকড়ি আরোপ ভালো ফল বয়ে আনবে' বলে মন্তব্য করেছেন সুপারশপ স্বপ্নের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির। তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহার নিয়ে চিন্তা করছিলাম। সম্প্রতি বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে চমৎকার একটি উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা ওই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছি। একই সঙ্গে আমরা ক্রেতাদের অনুরোধ করেছি, পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার না করে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ বাজারে জন্য। বাড়ি থেকেই এমন ব্যাগ নিয়ে আসার জন্য তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। আবার গ্রাহকদের সুবিধার জন্য আউটলেটেও কম দামে ব্যাগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কেউ বাসা থেকে ব্যাগ না আনতে পারলে স্টোর থেকে ক্রয় করে নিতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, পলিথিন নিষিদ্ধ শত ভাগ কার্যকর হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ও সুন্দর পৃথিবী তৈরি করা সম্ভব হবে। এ উদ্যোগ প্লাস্টিকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বড় ভূমিকা রাখবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে, এ উদ্যোগ যেন ভেস্তে না যায় সে জন্য নজরদারি অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, পলিথিন নিষিদ্ধের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ২২ বছর আগে। এত দীর্ঘ সময় ধরে এটির ব্যবহার বন্ধ করা যায়নি। তাই চাইলেই হুট করে সমূলে এর নিধন করা যাবে না। তবে, এখন যেহেতু সরকারের নির্দেশনা আছে, তাই সর্বাত্মক কড়াকড়ি আরোপ করে হলেও বন্ধ করতে হবে। আবার সুপারশপগুলোতেও পলিথিনের বিকল্প ব্যবহার পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকতে হবে। বেসরকারি উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থা চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন খান বলেন, সুপারশপগুলোতে পর্যাপ্ত পরিবেশবান্ধব ব্যাগ আছে কি না, সেটি পরিবেশ অধিদপ্তরকে নিয়মিত তদারকি করতে হবে। ব্যাগের দাম কম না কি বেশি, সেটিও দেখতে হবে। এখন যেন ব্যাগের সংকট তৈরি না হয় সে জন্য যারা ব্যাগ তৈরি করবে, তাদের প্রণোদনা দিকে করমুক্ত সুবিধা দিতে হবে। যারা এখনও পলিথিন ব্যবহার করে আসছেন তাদের উপর পলিউশন (দূষণ) ট্যাক্স আরোপ করা দেওয়া উচিত। সুপারশপের পর বাজারেও নিষিদ্ধ হবে পলিথিন গত ১ অক্টোবর থেকে সারা দেশের সুপারশপগুলোতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে পলিথিনের ব্যবহার। বিকল্প হিসেবে সেখানে পাট ও কাপড়ের ব্যাগ ক্রেতাদের ক্রয়ের জন্য রাখার নির্দেশ দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। অধিদপ্তর বলছে, পাট মন্ত্রণালয় সব সুপারশপের সঙ্গে সভা করে পাটের শপিং ব্যাগ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। এরপর আগামী ১ নভেম্বর থেকে সব কাঁচাবাজারেও পলিথিন ব্যবহার বন্ধের সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। পলিথিনের আগ্রাসন ক্ষতিগ্রস্ত করছে মাটি, পানি ও মানুষ পলিথিন এমন একটি পলিমার যা কখনও মাটিতে মিশে যায় না। ফলে এটি মাটির উর্বরতা নষ্ট করে এবং দীর্ঘমেয়াদে মাটির গুণাগুণ হ্রাস করে। এ ছাড়া নদী, খাল, বিল ও সমুদ্রের পানিতে মিশে গিয়ে জলজ প্রাণীর জন্যও বড় ক্ষতির কারণ এ পলিথিন। আবার পলিথিনের কারণে পানির স্বাভাবিক প্রবাহও বাধাগ্রস্ত করে। ফলে জলাবদ্ধতা ও বন্যার সমস্যা বাড়ছে। একইভাবে সমান ক্ষতি করছে মানব স্বাস্থ্যের ওপর। ব্যবহৃত পলিথিন বর্জ্য যদি ঠিকভাবে নিষ্পত্তি না করা হয়, তাহলে তা বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। যা শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের কারণ হতে পারে। আবার অনেক সময় পলিথিন পুড়িয়ে ফেলা হয়। যা বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি করে এবং পরিবেশ দূষণ করে। চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের প্রধান নির্বাহী এম জাকির হোসেন বলেন, নদী কিংবা সমুদ্রে অনেক বেশি প্লাস্টিক ও পলিথিন ফেলার কারণে তা পানির নিচে স্তূপ হয়ে আছে। এ অপচনশীল জিনিস অনেক সময় নদী ও সামুদ্রিক মাছের পেটে যাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে এসব মাছ আমরা খাচ্ছি। ফলে নানা জটিল শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়া মাইক্রো প্লাস্টিক এখন হার্টে পাওয়া যাচ্ছে। কিছুদিন আগে লাল লবণেও এটি পাওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। 'আবার পলিথিনের কারণে মাটির গুণাগুণও নষ্ট হচ্ছে। এটি কতটা ক্ষতির কারণ সেটি বলে শেষ করা যাবে না। এখনও যদি আমরা সতর্ক না হই তাহলে বড় ভোগান্তিতে পড়তে হবে।' রাজধানীর জলাবদ্ধতার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড পলিথিন অল্প বৃষ্টি হলেও রাজধানীর অধিকাংশ এলাকায় তৈরি হয় দীর্ঘ জলাবদ্ধতা। এর পেছনের মূল কারণ হিসেবে সাধারণ মানুষ দায়ী করছেন পলিথিনকে। কারণ, পলিথিনের কারণে ড্রেনেজ সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে এ সমস্যা ভয়াবহ রূপ নেয়। বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের পথে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় শহরাঞ্চলে পানি জমে থাকে। যা মানুষের জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হলে বেশির ভাগ সময় এ সমস্যা ভোগ করেন নিউ মার্কেট, ধানমন্ডি, বকশি বাজার, পুরান ঢাকা, কামরাঙ্গীরচর ও যাত্রাবাড়ী এলাকার মানুষজন। আবার রাজধানীর বাইরে আব্দুল্লাহপুর ও টঙ্গী এলাকাতেও এ সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দেয়। পলিথিনের ব্যবহার শূন্যে নামিয়ে আনার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের পরিবেশের ভয়াবহ বিপর্যয় ঠেকাতে পলিথিনের ব্যবহার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পলিথিনের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। সে জন্য সরকার, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। তবে, এ মুহূর্তে পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব বিকল্পের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ। এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডো)-এর মহাসচিব ড. শাহরিয়ার হোসেন বলেন, পলিথিন নিষিদ্ধের আইন করা হয়েছে ২২ বছর আগে। তবুও পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করতে পারেনি প্রশাসন। আইন প্রয়োগ করতে ২২ বছর লাগলে কেন রুয়ান্ডা, কেনিয়াতেও আইন প্রয়োগ হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশ প্রথম পলিথিন নিষিদ্ধ করেছিল। মূলত, প্রশাসনের সদিচ্ছা না থাকায় আইনের যথার্থ প্রয়োগ হয়নি। মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, মানুষ অভ্যাসের দাস। তাদের সাময়িক অসুবিধা হতে পারে। সুপারশপ থেকে যারা কেনাকাটা করেন, তাদের ব্যাগ কেনার সামর্থ্য রয়েছে। খোলা বাজারে ব্যাগের দাম নিয়ে সমস্যা হতে পারে। তবে, ব্যাগের দাম অবশ্যই সহনীয় পর্যায়ে নির্ধারণ করে দিতে হবে। আরও অনেক আগে পলিথিনের ব্যবহার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার প্রয়োজন ছিলড় মন্তব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মো. ফজলুল হক। তিনি বলেন, অনেক আগেই পলিথিন নিষিদ্ধের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা প্রয়োজন ছিল। তবে, জনগণকে পলিথিনের ব্যবহার থেকে দূরে রাখতে হলে এর একটি বিকল্প থাকতে হবে। এটি হুটহাট কোনো সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য চিন্তা করে বিকল্প দাঁড় করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুলভ দামে পাওয়া যাবে এবং সহজেই ব্যবহার করা যাবেড় এ দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। তবেই এটি শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব। 'তবে, বাস্তবতা হলো আমরা যদি পরিবেশের ভালো চাই তাহলে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করতেই হবে। তা না হলে পরিবেশের বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না।' তিনি আরও বলেন, পলিথিন এমন এক পলিমার যা মাটিতে মিশে যায় না বা ধ্বংস হয় না। এটি যুগ যুগ ধরে মাটিতে মিশে থাকে। ফলে মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়। ফসলের উৎপাদন কমে আসে। এর ক্ষতি বলে শেষ করা যাবে না। মাটিতে মিশে থাকা পলিথিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মানবদেহে প্রবেশ করছে। নদীর তলদেশে পলিথিন জমে নাব্যতার সংকট তৈরি করছে। পানিতে বসবাস করা প্রাণীদের প্রজনন থেকে শুরু করে পুরো সিস্টেমের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। 'এসব তথ্য সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। এমন অবস্থায় প্রত্যেক নাগরিককে এ ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই পলিথিনের ক্ষতি সবাইকে ব্যাপকভাবে ভোগাবে'ড় মন্তব্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অধ্যাপক।

মেট্রোরেলের সাবেক এমডির আয়েশে

ছিল ডিফেক্ট লাইবিলিটি পিরিয়ড (ডিএলপি)। ২০২১ সালে ভবনটি প্রস্তুত হওয়ার পর অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী সেখানে অফিস করেছেন। তবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এতদিন ইস্কাটনের প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ভাড়া করা অফিসে কাজ চালিয়ে গেছেন। চলতি মাসে তারা অবশেষে দিয়াবাড়ির নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, সাবেক এমডি এম এ এন ছিদ্দিকের কারণে এতদিন অফিসটি স্থানান্তর করা হয়নি। ছিদ্দিক বেইলী রোডের সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার গুলফিশানে থাকতেন, যা প্রবাসী কল্যাণ ভবনের কাছাকাছি। নিজ সুবিধার্থে তিনি ওই ভবনে অফিস চালিয়ে গেছেন, যদিও দিয়াবাড়ির ডিএমটিসিএল ভবনটি দৃষ্টিনন্দন এবং অফিস করার উপযুক্ত ছিল। ডিএমটিসিএলের এক কর্মকর্তা জানান, দিয়াবাড়ি অফিস ভবন প্রস্তুত থাকার পরও সাবেক এমডি ছিদ্দিকের কারণে অফিসটি সেখানে স্থানান্তর করা যায়নি। ছিদ্দিকের নির্দেশে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে কার্যক্রম চালানো হয়েছে, এর ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সাবেক এমডি কমলাপুরের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিয়াবাড়ির অফিস চালু করতে নিষেধ করেছিলেন। তবে এখন, কমলাপুরের কাজ অসমাপ্ত থাকা সত্ত্বেও দিয়াবাড়িতে অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে মেট্রোরেলের অফিস ভাড়া করা হয়। এমআরটি লাইন-১ এর জন্য ১১ হাজার ৮৯০ স্কয়ারফিট জায়গা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ভাড়া বাবদ ডিএমটিসিএলকে সাত কোটি ৩৬ লাখ ৮৭ হাজার টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের মতে, সাবেক এমডি ছিদ্দিকের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছিল মেট্রোরেল প্রতিষ্ঠানটি। তার সিদ্ধান্তের বাইরে কেউ কোনো কথা বলতে সাহস পেত না। কর্মকর্তাদের মধ্যেও তার ব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তোষ ছিল। গণমাধ্যমের সঙ্গেও কেউ কথা বলতে সাহস করত না, সবকিছুই সাবেক এমডির নির্দেশনা অনুযায়ী চলতো। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও বুয়েটের অধ্যাপক ড. শামসুল হক জানান, ডিএমটিসিএলের অফিস দিয়াবাড়িতে হওয়ার কথা ছিল এবং চুক্তি অনুযায়ী ভবনও প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু অস্থায়ীভাবে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে অফিস স্থাপনের কারণে এই অর্থ অপচয় হয়েছে। এর সঠিক তদন্ত হওয়া উচিত এবং যারা এর জন্য দায়ী, তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা উচিত। সরকারি হিসাবমতে, মেট্রোরেলের বিভিন্ন স্টেশন চালু করার জন্য প্রথমে ৩৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে বলা হয়েছিল। তবে মাত্র দেড় কোটি টাকায় কাজীপাড়া ও মিরপুর-১০ স্টেশন চালু করা সম্ভব হয়েছে। মেট্রোরেলের ভাড়া কমানোর ব্যাপারে ভবিষ্যতে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ডাকবাক্সে তালা, চিঠি

হলুদ খামে হাতের লেখা সেই চিঠির অনাবিল আনন্দের ভিন্ন অনুভূতি শুধুই সোনালী অতীত!

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে মিয়ানমারের

বেশি মিয়ানমার নাগরিকের অনুপ্রবেশের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর জোর দেন, যা উভয় দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৌহিদ হোসেন মিয়ানমারে শান্তি ও স্থিতিশীলতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের প্রয়োজনীয়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত ইউ কিয়াও সোয়ে মো সংঘাতের কারণে সৃষ্ট অসুবিধাগুলো স্বীকার করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসনের দিকে প্রচেষ্টা ২০২৩ এর নভেম্বরে আরাকান সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিরতি ভাঙার কারণে বিলম্বিত হয়েছিল। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেন, মিয়ানমার সরকার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদাররা শিগগিরই সংকট মোকাবিলায় গঠনমূলক আলোচনায় যুক্ত হবে। তিনি মানবপাচার বৃদ্ধির মতো অস্থিতিশীল সীমান্ত পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত নিরাপত্তা উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন। উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন, যেখানে মিয়ানমার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার। তিনি আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগের অংশ হওয়ার জন্য বাংলাদেশের বিডের জন্য মিয়ানমারের সমর্থন কামনা করেন।

মতিয়া চৌধুরী

অ্যারেস্টে আক্রান্ত হলে সকালে মতিয়া চৌধুরীকে হাসপাতালে আনা হয়। এরপরই আমরা ইসিজি করে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করি। শেষ পর্যন্ত আমরা সব ধরনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সফল হতে পারিনি। দুপুর ১২টা ৫৭ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মতিয়া চৌধুরীরর পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মাঝে তাকে বাসায় আনা হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক জটিলতা দেখা দেওয়ায় আবার এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ১৯৪২ সালের ৩০ জুন মতিয়া চৌধুরী পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা এবং মা নুরজাহান বেগম ছিলেন গৃহিণী। ব্যক্তিজীবনে ১৯৬৪ সালের ১৮ জুন খ্যাতিমান সাংবাদিক বজলুর রহমানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি শেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় বামপন্থী রাজনীতি দিয়ে। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর সদস্য ছিলেন, পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি তাকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। ইডেন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন মতিয়া চৌধুরী। ১৯৬৫ সালে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৬৭ সালে 'অগ্নিকন্যা' নামে পরিচিত মতিয়া পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগ দেন এবং এর কার্যকরী কমিটির সদস্য হন। ১৯৭০ ও ১৯৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রচারণা, তদবির এবং আহতদের শুশ্রূষায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সময়কালে তিনি বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তারও হন। ১৯৯৬ ও ২০০৯ এবং ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলে কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ তিনি আওয়ামী লীগের ১নং প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে পর পুনরায় তিনি ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব নেন। এ বছরের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করলে তিনি সংসদ সদস্য পদ হারান।

বেসরকারি খাতকে আরো চাঙ্গা

হুমকির ওপর। দেশের নানা কারখানাকে হিসেবে আনলে আনুমানিক দৈনিক ৫ থেকে ১০ কোটি টাকার ওয়েস্টেজ বিক্রি হচ্ছে এ সন্ত্রাসীদের কাছে, এমনটিই শোনা যায়। যদি পোশাক কারখানাগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো দরদাম করে যথাযথ জায়গায় ওয়েস্টেজ বিক্রি করতে পারে, তাহলেই নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা সুসংহত অবস্থায় রয়েছে। চাঁদাবাজি বন্ধে দরকার সরকার ও রাজনীতিবিদদের অঙ্গীকার ও প্রচণ্ড সদিচ্ছা। ৫ আগস্ট-পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনতে সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে প্রাধান্য দেয়া। বিশেষ করে যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে, তাদেরকে কীভাবে আরো চাঙ্গা করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। কেননা সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ঘটলে কর্মসংস্থান বাড়বে। এতে অর্থনীতির আকার বাড়বে, সংকটে থাকা অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা সহজ হবে। আমাদের রফতানি আয়ের বড় অংশ আসছে তৈরি পোশাক খাত (আরএমজি) থেকে। রফতানি খাত বৈচিত্র্যময় করতে করণীয় কী কুতুবউদ্দিন আহমেদ: আমরা এখন পর্যন্ত গার্মেন্ট শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের রফতানির প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে পোশাক খাত থেকে। এ জায়গায় যদি আমরা ভ্যালু অ্যাডিশন বাড়াতে চাই তাহলে বস্ত্র খাতকে আরো জোরদার করতে হবে; তাহলে আমরা আরো বেশি ভ্যালু অ্যাড করতে পারব, যা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে। বাংলাদেশ থেকে যেসব পণ্য রফতানি হয়ে থাকে সেগুলো সাধারণত নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে কিছু কারখানা উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের চাহিদা মেটাতে পোশাক রফতানি করে থাকে, এর পরিমাণ অতি নগণ্য। আমাদের পোশাক কারখানাগুলো ৭০-৮০ শতাংশই ক্যাজুয়াল প্যান্ট, শার্ট, সোয়েটার, টি-শার্ট, পোলো শার্ট ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা যদি পণ্যের ভিন্নতা আনতে পারি, যেমন ফরমাল প্যান্ট, স্যুট, জ্যাকেট, আন্ডারগার্মেন্টস, ব্র্যান্ডেড স্পোর্টসওয়্যার ইত্যাদি পণ্য যদি উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের জন্য রফতানি করি, তাহলে আমরা আমাদের ভ্যালু অ্যাডিশনও বাড়াতে সক্ষম হব, সেই সঙ্গে বাড়বে রফতানির পরিমাণ। এক্ষেত্রে ভিয়েতনাম হতে পারে একটি বড় উদাহরণ। তারা শুরু করেছিল আমাদের মতো করেই, কিন্তু তারা পরবর্তী সময়ে উত্তরণ ঘটায় হাই ভ্যালু আইটেমে। আমরা কাঁচামালসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানি করছি, এতে আমাদের বড় অংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। আমদানি বিকল্প (ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট) শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী হবে কুতুবউদ্দিন আহমেদ: এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে যেসব পণ্য আমরা আমদানি করি, সেসব শিল্প যদি দেশে স্থাপন করা যায়, তাহলে আমরা একদিক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে পারব, অন্যদিকে বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব, যা দেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়া এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) তৈরি করা সম্ভব হবে। এতে করে যেমন নতুন উদ্যোক্তাদের উঠে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে, সেই সঙ্গে বিদ্যমান ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তারাও তাদের ব্যবসা বাড়ানোর সুযোগ পাবেন। আমদানি বিকল্প শিল্প বা ইম্পোর্ট সাবস্টিউট ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করলে আমাদের ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আমরা কোন কোন পণ্য আমদানি করি তার তালিকা তৈরি করতে পারি। পাশাপাশি সেগুলোর বার্ষিক মূল্যের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কোন কোন পণ্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে শুরু করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, স্পেয়ার পার্টস আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। একটু উদ্যোগ নিলে দেশেই অনেক স্পেয়ার পার্টস বানানো যাবে। গাজীপুরের 'বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি'-কে যদি আপগ্রেড করা যায় তাহলে নতুন নতুন যন্ত্রাংশ বানানো সম্ভব এবং এটি করার জন্য অবকাঠামো তৈরি আছে। এছাড়া যদি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিশেষ সহায়তা দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে তারাও সেক্ষেত্রে যন্ত্রাংশ তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান খাত রেমিট্যান্স। রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে করণীয় কী কুতুবউদ্দিন আহমেদ: রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে আমরা তিন রকমের রেট দেখতে পাইড়১. সরকারি রেট ২. প্রণোদনাসহ সরকারি রেটড়শুধু প্রবাসীদের জন্য এবং ৩. কার্ব মার্কেটের রেট। তিনটি রেটই প্রচলিত। ইনসেনটিভ দেয়ার পর যে রেটটি পাওয়া যায় তার থেকে কার্ব মার্কেটের রেট যদি বেশি হয় তাহলে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানোর প্রবণতা থাকবেই। হুন্ডিতে সবসময়ই ঝুঁকি থাকে। তাই এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক বা এনবিআরের একটা সুচিন্তিত পলিসি ঠিক করতে হবে। যেই ব্যাংকগুলোয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের ফান্ড আসে, ওই জায়গাগুলোয় ব্যাংকগুলোর মানি এক্সচেঞ্জ রয়েছে, তারা যদি সেখানে তাদের উপস্থিতি ও সম্পৃক্ততা বাড়ায় তাহলে রেমিট্যান্স যোদ্ধারা কোনো ঝুঁকি ছাড়াই অফিশিয়াল চ্যানেলে টাকা পাঠাতে উদ্বুদ্ধ হবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈদেশিক বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদিও বর্তমানে এর প্রবাহ কম। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে সরকারের প্রতি কোনো সুপারিশ রয়েছে

কুতুবউদ্দিন আহমেদ: দেশের বিনিয়োগ নীতিতে বারবার পরিবর্তনের কারণে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যেন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি না হন, সে ব্যাপারে সরকারের উচিত প্রাথমিকভাবে প্রদত্ত প্রণোদনাগুলোর সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটি প্রয়োজন সেটি হলো বিদেশী যারা এরই মধ্যে বিনিয়োগ করছেন আমাদের দেশীয় খাতগুলোয়, তাদের সঙ্গেই বিস্তারিত সংলাপে অংশ নিয়ে তাদের চাহিদাগুলো শোনা, যেন নীতিমালার যথাযথ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের বিনিয়োগের রাস্তাকে আরো সহজ করে তোলা যায়। এক্ষেত্রে ভারত, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের উদাহরণ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সেসব দেশে বিদেশী বিনিয়োগ করা সহজতর। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের একটি দীর্ঘদিনের দাবি হলো নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে সহজীকরণ, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলো সরলীকরণ এবং একক সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ সমর্থনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোয় ই-গভর্ন্যান্স সিস্টেম দক্ষ ও দ্রুত হওয়া জরুরি। বাংলাদেশের উচিত উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের ব্যবসায়িক সহযোগীদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে (এফটিএ) অংশ নেয়া, যা পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (এফডিআই) প্রবাহ বাড়াবে। পাশাপাশি দেশীয় এবং বহির্মুখী টেক্সটাইল-পোশাক শিল্পের প্রসারের জন্য গৃহীত উদ্যোগগুলোকে আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে উৎসাহিত করা দরকার।

১৫ আগস্টসহ জাতীয় ৮ দিবস

জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল দিবস।

এছাড়া বাতিলের তালিকায় রয়েছে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস, ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হেঁটে হেঁটে

পরিশ্রম করতে হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারকে। দায়িত্বগ্রহণের দুই মাস শেষ হয়েছে এই সরকারের। এর মধ্যে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে তারা। জাতিসংঘ অধিবেশনে গিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস জো বাইডেনসহ বেশ কয়েকজন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে আশার আলো দেখাচ্ছেন তিনি।

ভুটানের সঙ্গে শক্তিশালী

প্রশংসা করেন। ভুটান ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে। তিব্বত, নেপাল ও ভুটানে বাংলাদেশি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিতরা কীভাবে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছেন তারও বর্ণনা দিয়েছেন রাষ্ট্রদূত কুয়েনসিল। এছাড়াও তিনি অষ্টম শতাব্দীর সন্ন্যাসী শান্তরক্ষিতকে নিয়েও কথা বলেছেন। যিনি ছিলেন অতীশ দীপঙ্করের পূর্বপুরুষ এবং দশম শতাব্দীর সন্ন্যাসী যিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। দুজনেরই জন্ম বাংলাদেশের আধুনিক মুন্সীগঞ্জ জেলায়। ভুটানের রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৫ শতকের প্রথম দিকে, বানারত্ন, যিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি ভুটান সফর করেছিলেন এবং সেখানে একটি বুদ্ধের মূর্তি এবং একটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। তিনি এখনও রাজ্যের মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব ও মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ইশরাত জাহান।

কুড়িগ্রাম সীমান্তে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ৮ বাংলাদেশি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত থেকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে আট বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। রৌমারী থানার ওসি মামুনুর রশীদ বলেন, গত মঙ্গলবার ভোররাতে মোল্লার চর সীমান্তের পিলার ১০৬১-৩ এস এর ফকিরপাড়া এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। আটকরা হলেন- বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ উপজেলার মধ্য বরিশাল গ্রামের চাঁন মিয়া (৫৬), সন্ন্যাসী গ্রামের জামাল মল্লিক (৬৮), হুগতপাতি গ্রামের জাকারিয়া শিকদার (১৮), পলিটিক্স গ্রামের রেজাউল শিকদার (২০), গাবতলা গ্রামের নুরুল ইসলাম (৪৩), শরণখোলা উপজেলার উত্তর তাফালবাড়ী গ্রামের রাসেল (৩২), কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার খাটিয়ামারী গ্রামের ফরহাদ (৩৫) ও জাকিরুল হক (৪৫)। মোল্লারচর বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার নায়েক সুবেদার সিরাজুল ইসলাম বলেন, তারা ভারত থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। রৌমারী থানার ওসি মামুনুর রশিদ বলেন, বিজিবি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। গতকাল বুধবার তাদেরকে আদালতে পাঠানো হবে। জানা গেছে, আটকরা কয়েক মাস আগে কাজের সন্ধানে দালালদের মাধমে অবৈধভাবে ভারতে যান।

নাটোরে বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলায় বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার হলুদঘর এলাকায় শিশুটি মারা যায় বলে জানান নলডাঙ্গা থানার ওসি মো. মোস্তাফিজুর রহমান। মারা যাওয়া আড়াই বছরের শিশু মো. আব্দুল্লাহ ওই এলাকার মো. সোহেল রানা মরুর ছেলে। নলডাঙ্গা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, সকালে শিশুটি বাড়ির আঙ্গিনায় খেলা করছিল। হঠাৎ তাকে দেখতে না পাওয়ায় খুঁজতে শুরু করেন স্বজনরা। পরে বাড়ির পাশের পুকুর থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করেন স্বজনরা। ধারণা করা হচ্ছে খেলতে খেলতে সবার অগোচরে পুকুরের পানিতে পড়ে শিশুটির মৃত্যু হয়। ওসি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, স্বজনদের আবেদনে শিশুটির মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান ওই পুলিশ কর্মকর্তা।

নারায়ণগঞ্জে আজমেরী ওসমানের সহযোগী 'পাগলা হামিদ' গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের ফুতল্লায় আজমেরী ওসমানের সহযোগী আবদুল হামিদ ওরফে 'পাগলা হামিদকে' গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে ফতুল্লার শাসনগাঁও এলাকায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে থাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরীফুল ইসলাম। তিনি বলেন, হামিদ আমাদের টার্গেটে ছিল। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সশস্ত্র হামলার অভিযোগে মামলা রয়েছে। প্রাথমিকভাবে তাকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের আলোচিত ত্বকী হত্যা মামলায় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগ ওঠা আজমেরী ওসমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আবদুল হামিদ। আজমেরী জাতীয় পার্টির প্রয়াত সংসদ সদস্য নাসিম ওসমানের ছেলে এবং আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের ভাতিজা। জানা যায়, 'পাগলা হামিদ' একসময় শামীম ওসমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাইফউল্লাহ বাদলের গাড়িচালক ছিলেন। পরে আজমেরী ওসমানের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। শহরে আজমেরী ওসমানের মহড়ায় সবসময় তার গাড়িতে হামিদকে দেখা যেত। আজমেরীর প্রভাবে ফতুল্লার শাসনগাঁও এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব ছিল হামিদের। বিসিক শিল্পাঞ্চলে চাঁদাবাজি ও ঝুট সন্ত্রাসের বড় নিয়ন্ত্রণ ছিল তার হাতে। হত্যা, মাদক ব্যবসা, ভূমিদস্যুতাসহ নানা অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

নতুন বাংলাদেশে আ.লীগ নিষিদ্ধ

আওয়ামী লীগ অতীতের মতো ২১ বছর ক্ষমতায় এসে ফের ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা কায়েম করে দেশকে ধ্বংস করেছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আওয়ামী লীগের মতো আর কোনো ফ্যাসিবাদ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। পথসভায় গণঅধিকার পরিষদ গাজীপুরের আহ্বায়ক পাঠান আজহার, পরিষদের নেতা মনির মোল্লা, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনের দিন তারিখ ঠিক করে

সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। দুদু বলেন, যারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেছেন তাদের হাতে বেশি সময় আছে বলে আমার মনে হয় না। যারা ভারতে পালিয়ে গিয়েছে তারা বাদে আমি, আমার দল, আমার নেতা এবং এদেশে ছোট বড় যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তারা সমর্থন দিয়েছে এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার, আইন-শৃঙ্খলা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভোট এবং ভাতের অধিকারের প্রতিষ্ঠা হবে এই স্বপ্ন নিয়ে এদেশের জনগণ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগকে পরাজিত করেছে। ভাত এবং ভোটের অধিকার এদেশের মানুষের জন্মগত অধিকার। তিনি বলেন, যারা নির্বিচারে ছাত্র, শ্রমিক, মেহনতি মানুষদেরকে হত্যা করেছে সেইসব হত্যাকারীদেরকে অনতিবিলম্বে বিচারের আওতায় আনতে হবে। এই সরকার জাতিকে আশ্বাস দিয়েছিল। বিচার করবে। শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারে এত বড় বড় চোর হবে এটা কেউ বিশ্বাস করেনি মন্তব্য করে কৃষকদলের সাবেক এই আহবায়ক বলেন, যাকে জাতির পিতা দাবি করা হয়। তার পরিবারে এত বড় বড় চোর তৈরি হবে এটা দেশের মানুষ আশা করে নাই। তার (শেখ মুজিবুর রহমানের) দুটি কন্যা সন্তান বেঁচে আছে। এই দুই পরিবারের একটা সন্তান নাই যারা টাকা চুরি করে নাই। সেই টাকা ভারত অস্ট্রেলিয়া লন্ডন সহ এমন কোনো জায়গা নাই যে পাচার করে নাই। সেই টাকা ফেরত আনতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পাচারকৃত টাকা ফেরত আনার কাজ শুরু করেন। যারা গণহত্যা চালিয়েছে তাদের বিচার কাজ শুরু করেন। আপনারা শুরু করেন বাকি কাজ পরবর্তী সময় যারা নির্বাচিত সরকার আসবে তারা শেষ করবে। কথায় আছে সময়ে ১ ফর অসময়ে ১০ ফর। সময়ের কাজ সময় করতে হবে। বিএনপির এই নেতা বলেন, ডক্টর ইউনুস অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। দেশে-বিদেশে তার অনেক প্রশংসা আছে। দেশের কাজ তিনি যে হাতে পেয়েছেন আমি বিশ্বাসী তিনি এটা শেষ করতে পারবেন। এইজন্যে আমরা ওনাকে সমর্থন করেছি। কিন্তু কোন জিনিস অনন্তকাল পর্যন্ত চলতে পারে না। তার একটা সময় সীমা আছে। নির্দিষ্ট গণ্ডি আছে তার মধ্যে শেষ করতে হবে। যদি শেষ করতে না পারেন তাহলে এদেশের জনগণ গত ১৬ বছর ধরে ভাত ভোট এবং গণতন্ত্রের জন্য যে আন্দোলন চালিয়েছে সেটা চলতে থাকবে। দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ লেবার পার্টির প্রেসিডেন্ট লায়ন ফারুক রহমান, জাগপার সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান, সাবেক এমপি জ্যোতি, কৃষক দল নেতা এস কে সাদী সহ প্রমুখ।

পতনমুখী ডিএসইতে ৯ মাসের মধ্যে

সূচক ১৫.৭৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯৪৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৫টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৫৩টি কোম্পানির, কমেছে ৩০০টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪২টির। ডিএসইতে এদিন মোট ২৯৬ কোটি ৩৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩১৮ কোটি ৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। এর আগে চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি ২৯২ কোটি ১৪ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছিল। সে হিসেবে ডিএসইতে গত ৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন লেনদেন হয়েছে। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক ৪১.১৮ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৯ হাজার ১০২ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৭১.৫৬ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৯৭৬ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ৬.৪১ পয়েন্ট কমে ৯৬৯ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৩৮.০৭ পয়েন্ট কমে ১২ হাজার ২০৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ২০৯টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৪৫টি কোম্পানির, কমেছে ১৪০টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৪টির। দিনশেষে সিএসইতে ৭ কোটি ৯৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৮ কোটি ২০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

লেবাননে আতঙ্কে দিন কাটছে

হোক। অপরদিকে ঋণ করে দেশছাড়া বেশির ভাগ বাংলাদেশি নিরাপদে থেকে কাজ করতে চান। তবে আতঙ্ক সবার মাঝেই রয়েছে। লেবাননে অবস্থানরত অন্তত ১০ বাংলাদেশি প্রবাসীর সঙ্গে কথা হয় বাংলা ট্রিবিউনের। তাদের একজন বৈরুত শহরের পাশের শহর সেমুনের বাসিন্দা বাংলাদেশের মো. ফরহাদ। তিনি কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার বড় শালঘর ইউনিয়নের অনন্তপুর গ্রামের মো. হোসেনের ছেলে। ফরহাদ জানান, লেবাননে ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে দুশ্চিন্তায় রাত কাটে তার ও তার সঙ্গী বাংলাদেশিদের। সবার মাঝে আতঙ্ক, কেউ কাজ হারিয়েছেন, কেউ ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না। মো. ফরহাদ বলেন, 'বৈরুতের পাশের সেমুনসহ তারাবুলস, জুনি, আলাইসহ কয়েকটি এলাকায় এখন পর্যন্ত কোনও হামলা হয়নি। তবে আশপাশের সব শহরে একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। যেসব বাংলাদেশি আশপাশের শহরগুলোয় অবস্থান করছিলেন, তারা স্থান পরিবর্তন করে নিরাপদ আশ্রয়ে গেছেন; যাদের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ কাজ হারিয়েছেন। তবে দুশ্চিন্তা থাকলেও ফরহাদরা প্রত্যাশা করছেন এই সংকট শিগগিরই কেটে যাবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার লেবানন প্রবাসীদের দেশে আনার জন্য কাজ শুরু করেছে। যদি সংকট দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে বাংলাদেশিদের নিরাপদে দেশে নেওয়ার দাবি করেছেন এই প্রবাসী বাংলাদেশি। পূর্ব লেবাননের জাহলে জেলার আসতুরা এলাকার বাসিন্দা বাংলাদেশের নিজাম উদ্দিন। এক যুগের বেশি আগে লেবানন গিয়েছেন তিনি। তার জেলা জাহলের বিভিন্ন এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটলেও তার এলাকা আসতুরায় এখনও কোনও হামলা হয়নি। তবে তার বাসস্থান থেকে এক ঘণ্টা দূরের এলাকায় হামলা হয়েছে। এ ছাড়া রাজধানী শহর বৈরুতের দাহি, জুনুবসহ পাশের বিভিন্ন শহরে হামলা হচ্ছে। নিজাম বলেন, 'দিনে আকাশে কালো ধোঁয়া দেখলে বুঝি হামলা শুরু হয়েছে। কালো ধোঁয়ায় পুরো আকাশ ছেয়ে যায়। তবে আমি এখনও নিরাপদ থেকে কাজ করছি। আমার এলাকায় এখনও কোনও হামলার ঘটনা ঘটেনি। তবে আমি সবার কাছে দোয়া চাই।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে লেবাননে অবস্থানরত কয়েকজন বলেন, 'আমরা একটা বিষয় লক্ষ করছি, যেসব এলাকায় সাধারণ লেবাননের নাগরিকরা আছে, সেসব এলাকায় হামলা হচ্ছে না। কিন্তু যেসব এলাকায় হিজবুল্লাহ আছে, সেসব এলাকায় প্রতিনিয়ত হামলা হচ্ছে। তাই যারা বাংলাদেশি আছেন, তারা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারছেন কোথায় অবস্থান নিতে হবে। এভাবে কিছুটা নিরাপদ থাকা যায়। আমরা বাংলাদেশিদের ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপ ও পেজের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ রাখছি।' 'লেবাননপ্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর সভাপতি আব্দুল করিম বলেন, 'দুই যুগের বেশি সময় ধরে লেবাননে থাকি। এর আগে এমন হামলা দেখিনি আর। আকাশ দিয়ে ড্রোন ও বিমান উড়ে যায়। ভয়ে ভয়ে থাকি। কয়েক দিন আগে আমার বাসার পাশেই হামলা হয়েছে। এ ঘটনার পর থেকে অনেক ভয় হয়। তিনি বলেন, শুধু আমি নই, সব বাংলাদেশিই ভয়ে আছেন। অনেকে দেশে যেতে চাচ্ছেন। কিন্তু যারা ঋণ করে এ দেশে এসেছে, তাদের অবস্থা খারাপ। কাজও পাচ্ছেন না; দেশে টাকাও পাঠাতে পারছেন না। এত ঋণ নিয়ে তারা দেশেও যেতে চাচ্ছেন না। যারা দেশে যেতে চান, দূতাবাস থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' এর আগে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা শুরু হয়। এরপর থেকে লেবানন সীমান্তে হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। গত ১৭ সেপ্টেম্বর লেবাননে বিমান হামলা শুরু করে দখলদার ইসরায়েল। ৩০ সেপ্টেম্বর লেবাননের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে ঢুকে স্থল হামলা শুরু করে ইসরায়েলি সেনারা। রাজধানী বৈরুতসহ দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত রয়েছে। এতে লেবাননে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষ।

নিষিদ্ধ পলিথিনে ভাসছে দেশ

এতে কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে ফলন কমে যাচ্ছে। বাজারে মুদি দোকান থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, শাকসবজি, ডিম, তরকারি, ফল, মিষ্টিসহ যে কোনো বিক্রীত পণ্য ভরে দেওয়া হচ্ছে পলিথিনের ব্যাগে। এতে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ, ক্ষতি হচ্ছে কৃষিজমির। পরিবেশ সংরক্ষণে ২২ বছর আগে ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে সরকার। এ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী পলিথিনে তৈরি সব ধরনের শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রি ও বিক্রির জন্য প্রদর্শন, মজুত-বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এর ব্যত্যয় হলে জেল-জরিমানার বিধান রয়েছে। অথচ এ আইন লঙ্ঘন করেই প্রশাসনের নাকের ডগায় বাজারগুলোয় অবলীলায় বিক্রি হচ্ছে পলিথিন ব্যাগ। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সারা দেশে অবৈধ পলিথিন তৈরির কারখানা রয়েছে কমপক্ষে ৩ হাজার। এর মধ্যে পুরান ঢাকা এবং বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে রয়েছে ৭ শতাধিক কারখানা। এসব কারখানায় দৈনিক ১ কোটি ৪০ লাখ পলিথিন ব্যাগ উৎপাদিত হচ্ছে। পলিথিন মাটিতে মিশে যেতে লাগে ২০০ থেকে ৪০০ বছর। প্লাস্টিক পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ক্যারিব্যাগ বা পলিব্যাগ। হিসাবমতে, গড়ে জনপ্রতি বছরে ব্যাগ বানানো হচ্ছে ৭০০টি এবং একটি ব্যাগ গড়ে সর্বোচ্চ ১২ মিনিট ব্যবহারের পরই প্রকৃতিতে স্থান নেয়। বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (বাপা) হিসাব অনুযায়ী, শুধু ঢাকাতেই প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি পলিথিন ব্যাগ জমা হয়। প্রয়োজন কঠোর নজরদারি, সমন্বিত তৎপরতা : সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরিবেশবিরোধী প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যবহার কমিয়ে আনতে মাঠ পর্যায়ে কঠোর মনিটরিং, সমন্বিত তৎপরতা এবং ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার। পাশাপাশি দ্রুত পচনশীল কাগজের ঠোঙা, কাগজ ও চটের ব্যাগের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। এটা করা না গেলে পলিথিনের নেটওয়ার্ক ঠেকানো যাবে না। কারণ পলিথিন হচ্ছে সহজপ্রাপ্য ও সাশ্রয়ী উপকরণ। এর আগে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের সময় (২০০১-২০০৬) তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ বাজারগুলো পলিথিনমুক্ত করেছিলেন। ২২ বছর আগে শুরু করা শাজাহান সিরাজের সে উদ্যোগ অনেক দিন টিকে ছিল সাফল্যের সঙ্গে। তবে পলিথিন মুক্তির স্বপ্ন দ্বারপ্রান্তে গিয়ে তাঁর সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা আর বাস্তবায়ন হয়নি। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরও বাজারে তেমন পলিথিন দেখা যায়নি। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের শুরুর দিকেও পলিথিন ব্যবসায়ীরা বাজার ঢুকতে পারেননি। পরে ধীরে ধীরে বিগত সরকারের শিথিল নীতির কারণে পলিথিনের সয়লাব হয় ওই বাজার। অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান দায়িত্ব নেওয়ার পর প্লাস্টিক পলিথিন ব্যবহার বন্ধে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। এর মধ্যে ১ অক্টোবর থেকে সুপার শপে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে ১ নভেম্বর থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে বাজারে পলিথিনের ব্যবহার। কাগজ ও চটের ব্যাগ সহজলভ্য করতে হবে : পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগ ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বাজার থেকে তুলে দিতে হলে বিকল্প উৎসগুলো সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করতে হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পলিথিননির্ভরতার বড় কারণ তা সাশ্রয়ী, সহজলভ্য। এ সহজলভ্যতা রোধ করতে হলে পলিথিন উৎপাদন কারখানাগুলো বন্ধ করতে হবে। এজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ঋণের মাধ্যমে স্বল্পপুঁজির ছোট ছোট ব্যাগ উদ্যোক্তা গড়ে তোলায় উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণত পলিথিনের উৎপাদন কারখানায় ব্যবহার হয় কোটি কোটি টাকার পুঁজি, বিপুল জনবল কম। ব্যাগ তৈরির ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি হলে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এর মধ্য দিয়ে কাগজের ব্যাগ, চটের ব্যাগ কম মূল্যে ক্রেতাদের হাতে পৌঁছানো সহজতর করতে হবে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পলিথিনের বিকল্প হিসেবে কাগজ ও চটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে মনোযোগ দিতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প থেকে ছোট ছোট উদ্যোক্তা তৈরি করা যায়। বাজারে পলিথিনের জোগান বন্ধ হলে এবং কাগজ ও চটের ব্যাগের চাহিদা বাড়লে অনেকেই উদ্যোক্তা হতে এগিয়ে আসবেন। পরিবেশ সংরক্ষণে যুগান্তকারী সুযোগ : দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে তিন দশক ধরে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর সামনে এখন দেশ ও জাতির জন্য একটি টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির বড় সুযোগ। পরিবেশপ্রেমীরা বলছেন, প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ রোধের মধ্য দিয়ে তিনি সে কাজটিই শুরু করেছেন। পাশাপাশি নদ-নদীর দূষণ ও দখল রোধেও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন। অরাজনৈতিক সরকারের বড় সুবিধা এই, তাদের দলীয় নেতা-কর্মীদের তুষ্ট করার মতো কোনো দায় থাকে না। এ প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণে সবচেয়ে বড় অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। অন্য মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের মতো জাতির এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সফল করতে পারেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কাসেম পলিথিনের টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে বলেন, 'বিকল্প হিসেবে পাট, কাপড় ও কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। তা ছাড়া জাপানের মতো দীর্ঘস্থায়ী ইকো ব্যাগের ব্যবহার চালু করা যেতে পারে, যেগুলো ধুয়ে ধুয়ে ব্যবহার করা যায় এমন উপাদান (তুলা, পাট ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিন আর (রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল) কৌশল অবলম্বন করলে সুফল পাওয়া যাবে।'

বিপুল পরিমাণ আমদানির পরও

কাঁচা মরিচ কিনতে আসা ফজলুর রহমান বলেন, 'এক সপ্তাহ আগেও মরিচ কিনেছিলাম ৯০ টাকা কেজি। আজ (গতকাল) দেখছি ৩৫০ টাকা কেজি। এভাবে চললে আমরা চলবো কী করে?' কাঁচা মরিচ কিনতে আসা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকার বাসিন্দা। শুনছি এবং দেখছি, এই বন্দরে প্রচুর কাঁচামরিচ আমদানি হচ্ছে। সেই হিসেবে তো ১০০ টাকার নিচে দাম হওয়া দরকার। অথচ এখনও আমাদের ৩৫০-৪০০ টাকা কেজির ওপরে কাঁচামরিচ কিনে খেতে হচ্ছে।' বেনাপোল বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী রাশেদ আলী বলেন, 'বেশি দামে মরিচ কিনতে হচ্ছে, তাই বেশি দামে বিক্রি করছি। সব সবজি এবং পেঁয়াজের দামও আকাশ ছোঁয়া। তবে পূজার কারণে পোর্ট বন্ধ থাকায় বাজারে বড় বড় ব্যবসায়ীরা বস্তা বস্তা কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ মজুত করেছিল, দাম বেশি পাওয়ার আশায়।' আমদানি স্বাভাবিক হলে আবার দাম কমে যাবে। বেনাপোল বন্দরের পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ আমদানিকারক রফিকুল ইসলাম রয়েল বলেন, 'পেঁয়াজে তেমন পড়তা না থাকায় এখন কাঁচা মরিচ আমদানি করছি। বর্তমান কাঁচা মরিচ আমদানি অনেক বেশি হচ্ছে। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টা শিগগিরই কেটে যাবে। গত দুই দিনে ৬২ গাড়ি কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে এই বন্দর দিয়ে।' জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের শার্শা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত ইয়াসিন জানিয়েছেন, তারা নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করছেন। ক্রয়-বিক্রয় রশিদ, মূল্য তালিকা, বাড়তি দামে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে কিনা- সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মরিচের দামে কোনো কারসাজি হচ্ছে কিনা তাও যাচাই করা হবে।

৭ মার্চ, ১৫ আগস্টসহ আট জাতীয়

হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী, ৮ আগস্ট শেখ হাসিনার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, ১৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছিল। এ ছাড়া বাতিলের তালিকায় রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস, ১২ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও মৃত্যু দিন ১৭ মার্চ ও ১৫ আগস্ট ছিল সাধারণ ছুটি। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৫ আগস্টের ছুটি বাতিল করেছিল। তবে দিবস বাতিলের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত সে সময় জানানো হয়নি।

লেবাননে ৩ দিনে ৩৪০ বার বিমান ও

বিমান হামলা শুরু করেছে। একই সময়ে স্থল অভিযানও চালাচ্ছে। লেবাননে গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় দেড় হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহতের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ১২ লাখ মানুষ।

দুর্নীতি মামলায় ডাক বিভাগের

পরবর্তীকালে তদন্তকাজে বিঘ্ন সৃষ্টিসহ সাক্ষ্য-প্রমাণ বিনষ্টের অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায়, মামলাটির সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসামির জামিন না মঞ্জুর করে তাকে জেল হাজতে আটক রাখার আবেদন করা হয়। এর আগে গত বেলা সাড়ে ১২টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে দুদক। মামলার অভিযোগে বলা হয়, আসামিরা অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে 'পোস্ট-ই-সেন্টার ফর রুর‌্যাল কমিউনিটি' শীর্ষক প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ১৫ কোটি ১১ লাখ ৪২ হাজার টাকায় ৫০০টি 'এইচপি সার্ভার এবং ইউপিএস ক্রয় করেন। কিন্তু তা ব্যবহার না করে সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ২৩ ধারায় সরকারি অর্থের অপব্যবহার করেন। ১৫ কোটি টাকার সার্ভার ও ইউপিএস কেনায় অনিয়ম করার অভিযোগে গত ২০ আগস্ট সুধাংশু শেখর ভদ্রসহ দুই জনের নামে মামলা করে দুদক। এর আগে দুর্নীতি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ২০২০ সালে সুধাংশু শেখর ভদ্রকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। ওই সময় তাকে অপসারণের সুপারিশ করেছিল ডাক ও টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

হাই কোর্ট ঘেরাওয়ে শিক্ষার্থীরা

করে 'বৈষম্যবিরোধী আইনজীবী সমাজ'। এ সময় কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। এ ছাড়া সারাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নিয়োগ হওয়া পিপি, এপিপিদের অপসারণ দাবি করেন আইনজীবীরা। সেখানে 'বৈষম্য ও গণহত্যা বিরোধী আইনজীবী সমাজের' ব্যানারে সমাবেশে বক্তব্য দেন অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান, আয়েশা আক্তার, অ্যাডভোকেট এস এম নুরে এরশাদ সিদ্দিকীসহ আরও কয়েকজন আইনজীবী। এস এম নুরে এরশাদ সিদ্দিকী বলেন, ২০০৯ সালের পর নিয়োগ হওয়া বিচারপতিদের পদত্যাগ করতে হবে। তা না হলে অবিলম্বে তাদের অপসারণ করতে হবে। আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে মিছিলও করেন। মিছিলটি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে এনেক্স ভবন হয়ে মূল ভবন পর্যন্ত যায়। পরে আবার একই পথে ফিরে এনেক্স ভবনের সামনে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। এর আগে বেলা ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে থেকে যাত্রা করে ছাত্রদের মিছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র হল ঘুরে মিছিলটি কলাভবনের সামনে দিয়ে আবার রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে আসে। পরে বেলা ১২টার দিকে সেখান থেকে মিছিল বের করে বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তা দিয়ে হাই কোর্টের দিকে যান তারা। মিছিল থেকে 'দড়ি লাগলে দড়ি নে, লড়াই করো, হাই কোর্ট ঘেরাও করো', 'আওয়ামী লীগের বিচারক, হুঁশিয়ার সাবধান', 'হাসিনার বিচারক, হুঁশিয়ার সাবধান', 'আবু সাঈদ, মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ' এমন নানা ধরনের স্লোগান দেওয়া হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ফেইসবুকে হাই কোর্ট ঘেরাও কর্মসূচির ঘোষণা দেন।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার

নিউমার্কেট থানার সাব ইন্সপেক্টর মো. তহিদুল ইসলাম। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আদেশ দেন। এরপর তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলন চলাকালে গত ৪ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শহীদ বাকি সড়কের খিলগাঁও পল্লীমা স্কুলের সামনে ছাত্রজনতা অবস্থান নিয়ে মিছিল করছিল। পুলিশের যৌথ বাহিনী ইট-পাটকেল, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট, ছররা গুলি ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। পুলিশের ছোড়া গুলিতে সোহেল আহত হন। অপরদিকে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কর্নেল (অব.) মো. তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরীকে ২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর এলিফ্যান্ট রোডের বাসা থেকে সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা তুলে নিয়ে যায়। দুই দিন গুম করে রাখার পর ২৯ ডিসেম্বর তাকে দুটি ভুয়া মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে জামিন পেয়ে থানায় অভিযোগ করতে গেলে, তার সাধারণ ডায়েরি (জিডি) নথিভুক্ত করা হয়নি।

বিপুল পরিমাণ আমদানির পরও

গতকাল তা বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৪০০ টাকা কেজি দরে। এদিকে, গত দুই দিনে এ বন্দরে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কাঁচা মরিচের আমদানি। সোমবার একদিনে ৫০ ট্রাকে ৫৮১ টন ৯৭০ কেজি কাঁচা মরিচ আমদানি হয়। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১২ ট্রাকে ১৪৪ টন কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে। কেনা থেকে শুরু করে শুল্ককর মিলিয়ে আমদানি করা এই মরিচের কেজিপ্রতি খরচ পড়েছে ৯৬-১০০ টাকা। অথচ যশোরের শার্শা উপজেলার বিভিন্ন বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে ৩৮০-৪০০ টাকা কেজি। তবে বন্দর বন্ধ হওয়ায় মরিচের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন সাধারণ বিক্রেতারা। বেনাপোল চেকপোস্ট বাজারে কাঁচা মরিচ কিনতে আসা ফজলুর রহমান বলেন, 'এক সপ্তাহ আগেও মরিচ কিনেছিলাম ৯০ টাকা কেজি। আজ (গতকাল) দেখছি ৩৫০ টাকা কেজি। এভাবে চললে আমরা চলবো কী করে?' কাঁচা মরিচ কিনতে আসা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা বেনাপোল স্থলবন্দর এলাকার বাসিন্দা। শুনছি এবং দেখছি, এই বন্দরে প্রচুর কাঁচামরিচ আমদানি হচ্ছে। সেই হিসেবে তো ১০০ টাকার নিচে দাম হওয়া দরকার। অথচ এখনও আমাদের ৩৫০-৪০০ টাকা কেজির ওপরে কাঁচামরিচ কিনে খেতে হচ্ছে।' বেনাপোল বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী রাশেদ আলী বলেন, 'বেশি দামে মরিচ কিনতে হচ্ছে, তাই বেশি দামে বিক্রি করছি। সব সবজি এবং পেঁয়াজের দামও আকাশ ছোঁয়া। তবে পূজার কারণে পোর্ট বন্ধ থাকায় বাজারে বড় বড় ব্যবসায়ীরা বস্তা বস্তা কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ মজুত করেছিল, দাম বেশি পাওয়ার আশায়।' আমদানি স্বাভাবিক হলে আবার দাম কমে যাবে। বেনাপোল বন্দরের পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ আমদানিকারক রফিকুল ইসলাম রয়েল বলেন, 'পেঁয়াজে তেমন পড়তা না থাকায় এখন কাঁচা মরিচ আমদানি করছি। বর্তমান কাঁচা মরিচ আমদানি অনেক বেশি হচ্ছে। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টা শিগগিরই কেটে যাবে। গত দুই দিনে ৬২ গাড়ি কাঁচা মরিচ আমদানি হয়েছে এই বন্দর দিয়ে।' জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের শার্শা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত ইয়াসিন জানিয়েছেন, তারা নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করছেন। ক্রয়-বিক্রয় রশিদ, মূল্য তালিকা, বাড়তি দামে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে কিনা- সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মরিচের দামে কোনো কারসাজি হচ্ছে কিনা তাও যাচাই করা হবে।

নিবন্ধন-প্রতীক ফিরে পেতে আপিলে

করার অধিকার, দল গঠন করার অধিকার, এটা সব ব্যক্তির আছে। দ্বিতীয়ত, জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে এমন একজন ব্যক্তির (সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরী) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, যার দলের গঠনতন্ত্র যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র তিনি যে কারণে দূষিত বলছেন, তার থেকে তার দলের গঠনতন্ত্র অনেক বেশি দূষিত। তার দল অর্থাৎ তরিকত ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তারা আসলে কোনোভাবেই তাদের জায়গা থেকে জামায়াতের গঠনতন্ত্র চ্যালেঞ্জ করার এখতিয়ার রাখে না। কারণ তিন জন বিচারপতির মধ্যে একজন বিচারপতি রায়ে উল্লেখ করেছেন, রিটকারী সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরীর এ ধরনের রিট করার লোকাস স্ট্যান্ডি (এখতিয়ার) নেই। তিনি জামায়াতের নিবন্ধন নিয়ে কথা বলতে পারেন না। কারণ তার নিজের দলের গঠনতন্ত্র ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। তৃতীয়ত, জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন জামায়াতকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে গঠনতন্ত্রের কিছু জায়গায় সংশোধন করতে বলেছে। সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় নিবন্ধন বাতিলের রায় হয়েছে, তাহলে তো দলটিকে গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে দেওয়া হলো না। বরং নির্বাচন কমিশনের কাজের মধ্যে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে কমিশনের কাজকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। চতুর্থত, ১৯৯২ সালের আইনে বলা হয়েছে, যখন সংবিধান কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয় তাহলে সংবিধান কর্তৃক যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেটা প্রাধান্য পাবে। সংবিধানে বলা হয়েছে, সংগঠন করা, দল গঠন করা এটা একটা সাংবিধানিক অধিকার। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে কোনো এক জায়গায় যদি রেস্ট্রিকশন থেকে থাকে, সেই রেস্ট্রিকশনকে অবশ্যই স্ট্রিকলি দেখার সুযোগ নেই। পঞ্চমত, এটা একটা সার্টিফায়েড আপিল। সার্টিফায়েড আপিল মানে হলো, হাইকোর্ট ডিভিশন যখন মামলাটা নিষ্পত্তি করেছে, তখন হাইকোর্ট ডিভিশন নিজেই সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছেন, এই মামলায় সংবিধানের জটিল ব্যাখ্যা জড়িত। জটিল ব্যাখ্যা জড়িত হওয়ার কারণে সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি আপিল হবে। লিভ টু আপিল হওয়ার সুযোগ নেই। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে হাইকোর্ট ডিভিশন স্বীকার করছেন এই মামলাটি হলো এমন এক মামলা যে মামলায় সংবিধানের বিস্তর ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ হাইকোর্ট নিজেই স্বীকার করেছেন এটা সুপ্রিম কোর্টে পূর্ণাঙ্গ সেটেলড হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু পূর্ণাঙ্গভাবে সেটেলড হয়নি। কারো সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিতে হলে এভাবে তো কেড়ে নেওয়া যায় না। দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লার পক্ষে যেসব যুক্তি তুলে ধরা হবে আপিল শুনানিতে জামায়াতের দলীয় নির্বাচনী প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পেতে কয়েকটি আইনি যুক্তি তুলে ধরবেন দলটির আইনজীবীরা। এ বিষয়ে জামায়াতের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, আপিল বিভাগে শুনানিতে আমরা বলব, প্রতীক বরাদ্দের দায়িত্ব তো সুপ্রিম কোর্টের না। কোনো প্রতীক সুপ্রিম কোর্ট বরাদ্দ করতে পারেন না। প্রতীক বরাদ্দ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রতিটি দলকে বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ থেকে নয়, কয়েক যুগ থেকে জামায়াতের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা। জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত দাঁড়িপাল্লাই দলটির প্রতীক। এই প্রতীক এখন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যদি আমাদের আপিল অ্যালাউ হয়, আপিল বিভাগ আপিল অ্যালাউ করেন, তাহলে নিশ্চয়ই প্রতীকসহ অ্যালাউ করবেন। তিনি বলেন, একটি কথা বলা হয় দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বরাদ্দ না দিতে সুপ্রিম কোর্টের ফুলকোর্ট সভার একটি রেজুলেশন আছে। রেজুলেশনের কপি আমরা সংগ্রহ করেছি। পড়ে দেখেছি, রেজুলেশনের মধ্যে যা আছে সেটা কোনো বিচারিক সিদ্ধান্ত না। এটা হলো প্রশাসনিক। উনারা বলছেন, দাঁড়িপাল্লা প্রতীক হিসেবে বরাদ্দ সমীচীন নয়। কেন সমীচীন নয়, কারণ সুপ্রিম কোর্টের সামনে দাঁড়িপাল্লা ঝুলানো আছে। এ কারণে কোনো পার্টির ব্যবহার করাটা সমীচীন নয়। এটা একটা মতামত মাত্র। এর আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এটা সুপ্রিম কোর্টের কোনো সিদ্ধান্ত নয়। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। হাইকোর্ট বিভাগও প্রতীকের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি। এই যুক্তিগুলো আমরা আপিল বিভাগে উপস্থাপন করব। অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেন, আপিল শুনানির জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। আদালতে আমাদের আইনি যুক্তিগুলো লিখিতভাবে দাখিল করব। পাশাপাশি শুনানিকালে আরও নানা যুক্তি, ব্যাখ্যা তুলে ধরা হবে। পেছনে ফিরে দেখা এক রিট আবেদন নিষ্পত্তি করে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। এরপর ২০১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পরে হাইকোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জামায়াতে ইসলামী। তবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল শুনানিতে জামায়াতের মূল আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় গত বছরের নভেম্বরে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির আপিল বিভাগ 'ডিসমিস ফর ডিফল্ট' বলে আপিল খারিজের আদেশ দেন। ফলে রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল থাকে। গত ১ সেপ্টেম্বর এ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে মামলা পুনরুজ্জীবনের আবেদন করে জামায়াত।

এদিকে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে গত ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে শেখ হাসিনার সরকার। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ১৮(১) ধারায় জামায়াত, ছাত্রশিবিরসহ তাদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে। তবে গত ২৮ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিলের প্রেক্ষাপট ২০০৮ সালে জামায়াতে ইসলামীকে সাময়িক নিবন্ধন দেওয়ার পরের বছর বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরী, জাকের পার্টির তৎকালীন মহাসচিব মুন্সি আবদুল লতিফ, সম্মিলিত ইসলামী জোটের প্রেসিডেন্ট মাওলানা জিয়াউল হাসানসহ ২৫ জন জামায়াতের নিবন্ধনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করেন। রিটে জামায়াতের তৎকালীন আমির মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, নির্বাচন কমিশনসহ চারজনকে বিবাদী করা হয়। তারা জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলের আর্জি জানান।

এ রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক (পরে প্রধান বিচারপতি) ও বিচারপতি মো. আবদুল হাইয়ের হাইকোর্ট বেঞ্চ ২০০৯ সালের ২৭ জানুয়ারি রুল জারি করেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়। রুলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন কেন আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৯০ (বি) (১) (বি) (২) ও ৯০ (সি) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়।

নিবন্ধন নিয়ে রুল জারির পর ওই বছরের ডিসেম্বরে একবার, ২০১০ সালের জুলাই ও নভেম্বরে দুবার এবং ২০১২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে দুবার জামায়াত তাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়। এতে দলের নাম 'জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ' পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' করাসহ বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়।

পরে ২০১৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আবেদনকারীরা এ রুল শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠনে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করেন। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ৫ মার্চ আবেদনটি বিচারপতি এম মোয়াজ্জাম হোসেনের নেতৃত্বাধীন দ্বৈত বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানো হয়। ১০ মার্চ সাংবিধানিক ও আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকায় বৃহত্তর বেঞ্চে শুনানির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে আবেদনটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানোর আদেশ দেন দ্বৈত বেঞ্চ। ওইদিন প্রধান বিচারপতি তিন বিচারপতির সমন্বয়ে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করে দেন। ২০১৩ সালের ১২ জুন ওই রুলের শুনানি শেষ হলে যেকোনো দিন রায় দেবেন বলে জানিয়ে অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখেন হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ। পরে জামায়াতকে দেওয়া নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিবন্ধন ২০১৩ সালের ১ আগস্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে অবৈধ বলে রায় দেন বিচারপতি এম মোয়াজ্জাম হোসেন, বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি কাজী রেজা-উল-হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ। সে সময় সংক্ষিপ্ত রায়ে আদালত বলেন, এ নিবন্ধন দেওয়া আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত। একইসঙ্গে আদালত জামায়াতে ইসলামীকে আপিল করারও অনুমোদন দিয়ে দেন। তবে এ রায়ের স্থগিতাদেশ চেয়ে জামায়াতের করা আবেদন একই বছরের ৫ আগস্ট খারিজ করে দেন আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী। পরে একই বছরের ২ নভেম্বর পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হলে জামায়াতে ইসলামী আপিল করে। ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, ২০১৩ সালে হাইকোর্টের ওই রায়ের পর দশম সংসদ নির্বাচনে দলটির অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। আবার বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ হিসেবে তারা ভোটও বর্জন করে। তবে সেসময় নিবন্ধনও বাতিলের কোনো কার্যক্রম শুরু করা হয়নি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কেএম নূরুল হুদার কমিশন দলটির নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। তৎকালীন ইসি সচিব মো. হেলালুদ্দীন আহমদের ২০১৮ সালের ২৮ অক্টোবর স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ২০০৮ সালের ৪ নভেম্বর দলটিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী নিবন্ধন দেওয়া হয়েছিল। দলটি নিবন্ধন নম্বর পেয়েছিল ১৪। কিন্তু একটি মামলার রায়ে হাইকোর্ট ২০১৩ সালে দলটির নিবন্ধন প্রক্রিয়া অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেন। তাই নির্বাচন কমিশন দলটির নিবন্ধন বাতিল করল।

নানান জায়গায় পতিত স্বৈরশাসকের

আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে সুপরামর্শ দিতে পারতাম। কিন্তু তারা শুনছেন না। পরামর্শ নিতে অসুবিধা কোথায় তিনি বলেন, বিএনপি জনগণ কর্তৃক সৃষ্টি। তাই জনগণের যখন বিপদে পড়ে, অশান্তিতে থাকে তখনই বিএনপি তাদের পাশে দাঁড়ায়। কিছুদিন আগে বন্যার সময় আমরা সাধ্য অনুযায়ী বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। ডেঙ্গু প্রতিরোধেও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এখনো বিএনপি কাজ করে যাচ্ছে। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মাহফুজ কবির মুক্তার সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, ছাত্রদলের ঢাকা মহানগর আগের সভাপতি খালিদ হাসান জ্যাকি, প্রচার দলের সাধারণ সম্পাদক আকবর হোসেন প্রমুখ। লিফলেট বিতরণকালে প্রচার দলের সিনিয়র সহ সভাপতি আল আমিন খান, সহসভাপতি রুহুল আমিন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওয়াকিদুজ্জামান ডাবলু, সাহিত্য ও প্রকাশনা প্রকাশনা রুহুল আমিন, সহ অর্থ সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমেদসহ ধানমন্ডি, কলাবাগান, নিউমার্কেট এবং হাজারীবাগ থানা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পোশাক শ্রমিকদের জন্য পেনশন

স্বল্প মূল্যে টিসিবির পণ্য সরবরাহ শুরু করেছি। টিসিবির পণ্য বিক্রয় কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে আরো বৃদ্ধি করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ. এম সফিকুজ্জামান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোস্তফা ইকবাল, বিজিএমইএ'র সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

বেবি পাউডার থেকে ক্যান্সার, বড়সড়

বেবি পাউডার বিক্রি হচ্ছে। অর্থাৎ এক শতাব্দী ধরে এই পণ্য তারা প্রস্তুত করে আসছে। কিন্তু আমেরিকার ৩৫ হাজার মহিলা জরায়ুর ক্যানসারের জন্য ওই সংস্থাকে দায়ি করে মামলা দায়ের করার পর থেকেই মার্কিন মুলুকে ক্রমেই কমতে শুরু করে পাউডারটির চাহিদা। সেই থেকে পরিস্থিতি ক্রমেই প্রতিকূল হয়েছে। এবার ফের বড় অঙ্কের জরিমানার মুখে পড়ায় অস্বস্তি যে আরও বাড়লো তা নিশ্চিত। এখনও পর্যন্ত ৬২ হাজার মামলা দায়ের হয়েছে সংস্থার পাউডারের কারণে, যার বেশিরভাগই ওভারিয়ান ও অন্যান্য গাইনোলজিক্যাল ক্যানসারের মামলা। ইতিমধ্যেই প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার জরিমানা গুনতে হয়েছে সংস্থাটিকে। জনসন অ্যান্ড জনসন ২০২০ সালে মার্কিন বাজার থেকে তার ট্যাল্ক-ভিত্তিক পণ্যগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

খুলনার সাবেক এমপি রশীদুজ্জামান মোড়ল গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার পতনের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের এমপি-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারের ধারাবাহিকতায় এবার খুলনা-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রশীদুজ্জামান মোড়লকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। র?াবের আইন ও গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়েছে, সহিংসতা ও বিস্ফোরকের ৩ মামলায়, গতকাল বুধবার ভোরে পটুয়াখালীর মহিপুর এলাকা থেকে র?াবের যৌথ অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কপিলমুনি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রশীদুজ্জামান ২০০৯ সালে পাইকগাছা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালে উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করেছিলেন রশীদুজ্জামান। কিন্তু ওই ভোটে তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-৬ আসন (কয়রা-পাইকগাছা) থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। গণ আন্দোলনের মুখে গত ৫ অগাস্ট দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এর তিন দিন পর ৮ অগাস্ট মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর একে একে গ্রেপ্তার হচ্ছেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ শীর্ষ পর্যায়ের নেতা ও প্রভাবশালী সংসদ সদস্যরা।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে শ্রমিকদের অবরোধ, যান চলাচল বিঘ্নিত ৩ ঘণ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় বেতন বৃদ্ধিসহ ২১ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। তাদের অবরোধে প্রায় তিন ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। গতকাল বুধবার বেলা ১১টায় পুলিশের হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নিলে মহাসড়কে স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন গজারিয়া থানার ওসি মাহবুবুর রহমান। এর আগে সকাল ৮টায় উপজেলার ভিটিকান্দিতে জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধিসহ ২১ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। তারা প্রতিষ্ঠানটির সামনের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বিক্ষোভ করলে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে। পরে বেলা সাড়ে ১০টার দিকে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। পরে পুলিশের আশ্বাসের ভিত্তিতে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে কারখানার ভিতরে চলে যায়। ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, শ্রমিকরা কারখানায় ফেরার পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়। এ সময় শ্রমিকদের ২১ দফার মধ্যে ২০ দফা মেনে নেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। এছাড়া অপর দফা বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে আপাতত ১ হাজার টাকা বেতন বৃদ্ধি করে সর্বনিম্ন বেতন ৯ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা করা হয়। এবং পরবর্তীতে আলোচনা করে বেতনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান হয়।

ডাকের সাবেক ডিজি শুধাংশু গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : একটি প্রকল্পের আওতায় ১৫ কোটি টাকার সার্ভার ও ইউপিএস কেনার অর্থ নয়-ছয় করার অভিযোগে দুদকের মামলায় ডাক বিভাগের সাবেক মহাপরিচালক সুধাংশু শেখর ভদ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুদকের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম জানান, গত মঙ্গলবার রাতে ডাকের সাবেক ডিজিকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুদকের সহকারী পরিচারক মো. আবুল কালাম আজাদ গত ২০ অগাস্ট সুধাংশু শেখর ভদ্রের বিরুদ্ধে ওই মামলা দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, পোস্ট-ই-সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫ কোটি ১১ লাখ ৪২ হাজার টাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান টেলিফোন শিল্প সংস্থা থেকে ৫০০টি এইচপি সার্ভার এবং উইনার ইউপিএসসহ অন্যান্য ইলেট্রেনিক সামগ্রী কেনা হয়। পরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডাকঘরগুলোতে বিতরণ করা হয় সেসব সরঞ্জাম। "প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত এসসব যন্ত্রের কোনটিই ব্যবহারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেশিন ও যন্ত্রাংশ প্যাকেটজাত অবস্থাতেই পড়ে ছিল। এসব মেশিন কী কাজে ব্যবহার করা হবে তার কোনো নির্দেশনা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ না দেওয়ায় যন্ত্রগুলো কোনো কাজে আসেনি। এসব কারণে সুধাংশের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ২৩ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি সরকারি অর্থের অপব্যবহার করে দণ্ডবিধির ৪০৯/১০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বলে এজাহারে অভিযোগ করা হয়েছে। দুর্নীতি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ২০২০ সালে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল সুধাংশু শেখর ভদ্রকে।

গোপালগঞ্জে বর্তমান ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সমর্থদের সংঘর্ষ, আহত ১৫

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় দুই চেয়াম্যানের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের কুসুমদিয়া গ্রামে ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষ হয় বলে কাশিয়ানী থানার ওসি মো. শফিউদ্দিন খান জানান। তিনি বলেন, "সাজাইল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও কাশিয়ানী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী জাহাঙ্গীর আলম এবং বর্তমান চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম সেলিমের মধ্যে এলাকায় অধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধ চলে আসছিল। ওই শত্রুতার জের ধরে দুই চেয়ারম্যানের সমর্থকরা প্রথমে বাকবিতণ্ডায় জড়ায়। "এক পর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র ঢাল, সড়কি, রামদা নিয়ে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। খবর পেয়ে এক ঘণ্টা পর কাশিয়ানী থানা পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি

এডিসবাহিত রোগ ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দিন দিন ভয়ংকর হয়ে উঠছে। একইসঙ্গে বাড়ছে এ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা। হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর চাপ। রাজধানীসহ সারা দেশে থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ায় নির্মাণাধীন ভবন, বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে চলমান উন্নয়ন কাজ, ডাবের খোসা, একবার ব্যবহার করা প্লাস্টিক সামগ্রীতে পানি জমা হচ্ছে। তাছাড়া ফুলের টব, এসিসহ বিভিন্ন পাত্রে পানি জমিয়ে রাখা হচ্ছে। এসব জমা পানিতে এডিস মশা বংশবিস্তারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ পাচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এলাকা হয়ে উঠছে ডেঙ্গুর হটস্পট। চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ২১ হাজার ৯৭ জন। এর মধ্যে ডিএসসিসি এলাকায় ৫ হাজার ১৯৫ জন, চট্টগ্রামে ৪ হাজার ৯৩৪, ডিএনসিসি এলাকায় ৩ হাজার ৬৯৩, বরিশালে ১ হাজার ৯৯২ এবং খুলনায় ১ হাজার ৪৪১ জন আক্রান্ত হয়েছে। গত বছর ডেঙ্গুতে দেশে রেকর্ডসংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরে প্রায় সারা বছরই ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এর ফলে মৌসুমের শুরু থেকেই নড়েচড়ে বসে মশক নিধনের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকদের নিয়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান, মসজিদে নামাজের পর ইমামের সচেতনতামূলক বয়ান, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কমিটি করে সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার এবং লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ানোসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া মূল কার্যক্রম হিসেবে সকাল-বিকেল মশা মারার ওষুধ ছিটানো হয়। কিন্তু এবার জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে সরকার পতনের পর গা-ঢাকা দেন জনপ্রতিনিধিরা। ঢাকার দুই মেয়রের চেয়ারে প্রশাসক বসানো হলেও ১২৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে শতাধিক কাউন্সিলর এখনো এলাকায় ফেরেননি। ছয়জন সংরক্ষিত কাউন্সিলরসহ ১৬ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর বর্তমানে মাঠে রয়েছেন। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে মশক নিধন কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে বারবার এডিস মশা নিধনে কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হলেও মাঠপর্যায়ে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। প্রশাসনিক স্থবিরতার সুযোগে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও এক ধরনের গা-ছাড়া ভাব চলে এসেছে। জলাশয়, লেক বা ঝোপঝাড়ে মশার লার্ভা নিধনে কোনো কার্যক্রম হচ্ছে না। এমনকি সচেতনতামূলক কোনো কাজও করছে না সিটি করপোরেশন। ফলে আগামী মাসে ডেঙ্গু পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। তাই মশকনিধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আঞ্চলিক নেতা-কর্মীদের যুক্ত করা যেতে পারে। তবে উদ্যোগটা নিতে হবে সিটি করপোরেশনকেই। প্রতিটি এলাকায় প্রয়োজনীয় ওষুধ ছিটানোর পাশাপাশি বাড়িঘর ও আঙিনা এমনভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, যাতে সেখানে এডিস মশা জন্ম নিতে না পারে। খালসহ অন্যান্য জলাশয় পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে নাগরিক সচেতনতাও জরুরি। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা এবং জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

> মশকনিধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সব শ্রেণি ও পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আঞ্চলিক নেতা-কর্মীদের যুক্ত করা যেতে পারে। তবে উদ্যোগটা নিতে হবে সিটি করপোরেশনকেই। প্রতিটি এলাকায় প্রয়োজনীয় ওষুধ ছিটানোর পাশাপাশি বাড়িঘর ও আঙিনা এমনভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, যাতে সেখানে এডিস মশা জন্ম নিতে না পারে। খালসহ অন্যান্য জলাশয় পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিতে হবে

দুর্ঘটনা রোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বেড়ে যায় কর্মজীবী মানুষের ব্যস্ততা। আর এই ব্যস্ততা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি বেড়ে যায় গাড়ি, জ্যাম আর সড়ক দুর্ঘটনা। অনেকে মানছে না ট্র্যাফিক আইন। হরহামেশাই ঘটছে দুর্ঘটনা, প্রাণ হারাচ্ছেন চালক ও আরোহী। তাই একটুখানি সচেতনতাই পারে আপনাকে দুর্ঘটনা এবং আইনি ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখতে। দেশে সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো কমবেশি সবারই জানা। চালকের অসতর্কতা, অসচেতনতা, বেপরোয়া বা অনিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালনা, ত্রুটিপূর্ণ রাস্তা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। অনেকে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বেপরোয়া গাড়ি চালাতে চেষ্টা করেন। যার ফল হয় ভয়াবহ। প্রাণহানি ঠেকাতে সাবধানে গাড়ি চালাতে হবে। মনে রাখবেন একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। বিশ্লেষকরা বলছেন, অল্প দক্ষ বা অদক্ষ চালক দিয়ে গাড়ি চালানোই সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ। বেপরোয়া গাড়ি চালাতে গিয়ে যাতে জীবনহানি না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। পরিবার সবসময়ই চায় আপনি এবং আপনার প্রিয় গাড়ি দুটোই থাকুক নিরাপদ। এ ছাড়া চালকরা অনেক সময় ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অবস্থায় গাড়ি চালায়, যার ফলে একসময় নিজের অজান্তেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। তাই চালকদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। কোনোভাবেই অসুস্থ বা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো যাবে না। প্রত্যেক মানুষেরই পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম প্রয়োজন। দেশে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ ওভারটেকিং প্রবণতা। সাধারণত রাস্তায় ধীরগতির গাড়িগুলোকে ওভারটেকিংয়ের প্রয়োজন পড়ে। এ সময় হর্ন বাজিয়ে সামনের গাড়িকে সংকেত দিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় সংকেত না দিয়ে একজন আরেকজনকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে, যার ফলে সামনের দিক থেকে আসা গাড়ি বের হতে না পেরে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাই সঠিক নিয়ম মেনে সতর্কতার সঙ্গে ওভারটেক করা উচিত। গাড়িতে চড়ে অনেক যাত্রী আছেন যারা ভাড়া ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলা থেকে শুরু করে হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যান- এটি কোনোভাবেই ঠিক নয়। গাড়ি চলানোর সময় কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অনেক সময় প্রতিযোগিতা করে অনেক ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে থাকেন। এটি সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। তাই ঠা-া মাথায় গাড়ি চালাতে হবে। আর মনে রাখতে হবে আপনি গাড়ি চালানোর প্রতিযোগিতায় নামেননি, নিরাপদে নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে গাড়ি চালাচ্ছেন। ট্র্যাফিক আইন অমান্য করার কারণেও সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। তাই আমাদের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে। সড়ক-মহাসড়কগুলোকে ডিজিটাল নজরদারির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

> গাড়ি চলানোর সময় কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অনেক সময় প্রতিযোগিতা করে অনেক ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে থাকেন। এটি সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। তাই ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ি চালাতে হবে। আর মনে রাখতে হবে আপনি গাড়ি চালানোর প্রতিযোগিতায় নামেননি, নিরাপদে নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে গাড়ি চালাচ্ছেন

অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে সংস্কার কোথায়?

ড. কাজী মারুফুল ইসলাম

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, এক দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য কমেছে। জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যেও একটি গুরুতর সমস্যা প্রকাশ পেয়েছেড়আয় ও সম্পদ বৈষম্য। বৈষম্যের এই বাস্তবতা শুধু শহর ও গ্রাম কিংবা ঢাকার সাথে ঢাকার বাইরের এলাকাই সীমাবদ্ধ নয়। এটি আজ নারী শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরও প্রবলভাবে দৃশ্যমান। এছাড়া, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দারা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার। বাংলাদেশে আয় বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, জিনি সহগ (এরহর পড়বভভরপরবহঃ) নামে পরিচিত বৈষম্য সূচক ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। ২০০৯ সালে এই সূচক ছিল ৩২.৪, যা ২০২৩ সালে বেড়ে হয়েছে ৪৩.০। অর্থাৎ, সমাজের সবচেয়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়ের ব্যবধান বাড়ছে।

শহর ও গ্রামবাসীর মধ্যে আয় বৈষম্য বিশেষভাবে দৃশ্যমান। গ্রামীণ অঞ্চলে কর্মসংস্থানের ঘাটতি এবং কৃষি উৎপাদনে স্থবিরতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গ্রামের মানুষ শহরে আসছে, কিন্তু শহরেও তারা আশানুরূপ কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। কৃষি খাতের শ্রমিকরা এ বৈষম্যের শিকার সবচেয়ে বেশি। কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর বিষয়ে পরিকল্পনার অভাবে তারা আয় বৈষম্যে পড়ছে। নারীদের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ। অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করা নারী শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য এখনো চরম পর্যায়ে রয়ে গেছে। শ্রমবাজারে তাদের মজুরি প্রায় ২০-৩০ শতাংশ কম। অনেক নারী শ্রমিক কঠোর পরিশ্রম করেও তাদের ন্যায্য মজুরি পান না, যা বৈষম্যকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে শ্রমজীবী মানুষেরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের অনেকেই এখনো সেই ক্ষতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ওখঙ) একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কোভিডের পর প্রায় ৪০ শতাংশ শ্রমিক তাদের আগের অবস্থানে ফিরে যেতে পারেনি। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়ে আরও বড় আকারে বৈষম্য বেড়ে গেছে। তৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপ ছিল ধীর ও অপর্যাপ্ত। ফলে, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় এই মানুষগুলো বৈষম্যের চক্রে বন্দি থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠীও বৈষম্যের বড় শিকার। জনসংখ্যা দ্রুত বয়স্ক হয়ে পড়ছে, কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র বয়স্কদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারছে না। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বয়স্ক, যারা অবসরকালীন সুরক্ষা বা পেনশনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সমাজে এই প্রবীণ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও বৈষম্য প্রকট। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম হওয়ায় তারা সমাজে আরও পিছিয়ে পড়ছে। পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবে এবং নীতি সহায়তার ঘাটতির কারণে তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থ অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ব্যয় হয়েছে। কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগের প্রতিফলন দেখা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, মেগা প্রকল্পগুলোয় বিপুল অর্থ ব্যয় করা হলেও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে খুব কম। বাংলাদেশে ক্রনি ক্যাপিটালিজমের (ঈৎড়হু ঈধঢ়রঃধষরংস) বিকাশ কয়েক বছরে বৈষম্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দলীয় নেতা এবং তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের মধ্যেই সম্পদের পুঞ্জীভবন হয়েছে। এই অর্থনীতির মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য খুব কমই সুযোগ তৈরি হয়েছে, যার ফলে শ্রমিকশ্রেণি এবং নিম্নবিত্ত মানুষ সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছে। উপরন্তু, সম্পদ পাচার করে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং দুর্নীতি বৈষম্যকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং পাহাড়ি অঞ্চলে বৈষম্য আরও প্রকট। পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিরতা এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে সেখানে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পিছিয়ে পড়েছে। এতে করে পাহাড়ের আদিবাসী জনগণ আরও বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছে, যা তাদের জীবনমানের উন্নয়নে বড় বাঁধা সৃষ্টি করেছে।

২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেশের রাজনীতিতে যে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে, তা জনগণের মধ্যে নতুনভাবে সংস্কার নিয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। জুলাই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল বৈষম্য নিরসন। দেশের মানুষ এখন ন্যায়সঙ্গত সমাজ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, শোষণমুক্ত অর্থনীতি এবং একটি টেকসই উন্নয়নের জন্য সংস্কার চায়। এক দশকে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, দুর্নীতি এবং অর্থনীতিতে অসামঞ্জস্য দেশকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যেখানে দ্রুত ও কার্যকর সংস্কার ছাড়া অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন হবে। তবে, এই সংস্কার আলোচনা যতটা রাজনীতি এবং শাসনব্যবস্থা নিয়ে হচ্ছে, ততটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে হচ্ছে না। অথচ, দেশের মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যথাযথ সংস্কার আনা অত্যাবশ্যক। বস্তুত, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কার ছাড়া সমাজ ও রাজনীতিতে প্রত্যাশিত সংস্কার বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত নেই বলেই চলে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনে কিছু সংস্কার অবশ্যই করতে হবে যা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- ১. মজুরি বৈষম্য কমানো: নারী শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সরকারকে একটি ন্যূনতম মজুরি কাঠামো তৈরি করতে হবে যা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত হবে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে মজুরির বৈষম্য দূর করবে। ২. শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায্য মজুরি: বাংলাদেশে শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম।

ন্যায্য মজুরির নিশ্চয়তা ও শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার আনা দরকার। শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যক্রমকে বাধা না দিয়ে শ্রমিকদের দাবি বিবেচনার জন্য একটি সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। ৩. কর ব্যবস্থার সংস্কার: বর্তমানে দেশে কর ব্যবস্থা ধনীদের পক্ষে ঝুঁকে আছে। বৈষম্য কমাতে বর্তমান কর ব্যবস্থার সংস্কার দরকার। বিশেষ করে আয় করের পরিধি বৃদ্ধি করা দরকার, কর প্রশাসনে দুর্নীতি নির্মূল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৪. অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে কর্মসংস্থান: সরকারি অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্পগুলোয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা দরকার। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ যেমন হয়েছে, তেমনি অন্যান্য সেক্টরে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং শ্রমঘন শিল্প স্থাপনের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ৫. আদিবাসীদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা: সমতলের আদিবাসী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে। সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকল্প নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৬. বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা: বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা প্রয়োজন। পেনশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া উচিত যাতে প্রবীণ জনগণ অর্থনৈতিকভাবে নিরাপদ থাকেন। ৭. প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ বাড়ানো দরকার। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি এবং নীতি সহায়তা প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। ৮. দুর্নীতি দমন: দুর্নীতির বিস্তার বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা; অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রসারেও ভূমিকা রাখে। সম্পদ পাচার ও দুর্নীতি রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও, বৈষম্য বৃদ্ধি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। শ্রমিক আন্দোলন থেকে শুরু করে আদিবাসীদের দাবি, প্রত্যেকেই একটি শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চায়। বৈষম্য নিরসনে জরুরি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। জনগণের এই নতুন চাহিদা পূরণে সঠিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে, বাংলাদেশ একটি ন্যায্য, টেকসই ও শোষণমুক্ত অর্থনীতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

লেখক : অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> দুর্নীতির বিস্তার বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা; অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রসারেও ভূমিকা রাখে। সম্পদ পাচার ও দুর্নীতি রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্ত্বেও, বৈষম্য বৃদ্ধি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। শ্রমিক আন্দোলন থেকে শুরু করে আদিবাসীদের দাবি, প্রত্যেকেই একটি শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চায়। বৈষম্য নিরসনে জরুরি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি

শৈশবের অভিজ্ঞতায় তারুণ্যের অপরাধ পরিত্রাণের উপায় কী?

ড. মো. বশীর উদ্দীন খান

শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, এ নিয়ে কারও ভিন্নমত থাকার সুযোগ নেই। শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধুমাত্র একটি প্রজন্মকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারলে দেশ তার সুন্দর ভবিষ্যতে সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ শৈশব মানুষের জীবনের সেই সময়, যেখানে বিনিয়োগের ফল জাতি দীর্ঘমেয়াদে ভোগ করে। বাংলাদেশের শিশু আইন, ২০১৩ অনুসারে ১৮ (আঠারো) বছরের নিচের সব ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে 'কিশোর' বলতে ১৪ (চৌদ্দ) থেকে অনধিক ১৮ (আঠারো) বৎসর পর্যন্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের আইন অনুসারে কিশোরদেরও শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। আর জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুসারে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ব্যক্তিদের তরুণ বা যুব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'শিশু' বলতে আমি তাই কিশোরদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছি। যেহেতু শিশুকাল শেষেই তারুণ্যের সূচনা হয়, কাজেই তারুণ্যের অপরাধের পেছনের কারণ খুঁজতে হলে শৈশবে অপরাধ প্রবণতা কীভাবে গড়ে ওঠে সেটি বোঝা জরুরি।

শিশুদের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রা কেমন হবে সেটা তাদের পারিবারিক কাঠামো, জীবন দর্শন, পরিবেশ, প্রতিবেশ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বন্ধু নির্বাচনসহ নানা প্রভাবকের ওপর নির্ভরশীল। যদি কোনো কারণে বাল্যকালেই শিশু কিংবা কিশোরদের যথাযথভাবে দিকনির্দেশনা না দেওয়া হয় কিংবা নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে তাদের মধ্যে বিচ্যুত আচরণের প্রকাশ ঘটতে পারে। অনেক সময় এমন আচরণ তরুণ বয়স পর্যন্ত কিংবা অনেক সময় পুরো জীবনব্যাপী থেকে যেতে পারে। তরুণ কিংবা প্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধ প্রবণতা বুঝতে হলে তাই আমাদের তাদের শৈশব বোঝা জরুরি। আমরা যদি শিশু-কিশোরদের বিপথগামী আচরণের পেছনের ঝুঁকিপূর্ণ কারণগুলো সম্পর্কে সচেতন হই এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি, তবে তাদের অপরাধ প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব। আর তরুণ বয়স পর্যন্ত যদি মানুষ অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে তবে পরবর্তী জীবনে সেটি বহাল থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। অর্থাৎ ভবিষ্যতেও অপরাধের পথে পা বাড়ানোর আশঙ্কা অনেকটাই কমে যায়।

পরিবারের ধরন, স্থানীয় এলাকার পরিবেশ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাঠামো এবং সঙ্গীদের প্রভাব অপ্রাপ্তবয়স্কদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এর পাশাপাশি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলোও তাদের মানসিকতার গঠন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। সামাজিক কাঠামোর বাহিরে শিশুদের লৈঙ্গিক পার্থক্য, জিনগত বৈচিত্র্য এবং জৈবিক নানা বৈশিষ্ট্যও তাদের মানসিক বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে। গবেষণায় দেখা গেছে, পারিবারিক পরিসরে শিশু কোনো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হলে তাদের অপরাধ প্রবণতা বাড়তে পারে। শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন, আবেগগত অবহেলা, পিতামাতার বিচ্ছেদ, পারিবারিক সহিংসতা, পরিবারের কারও মাদকাসক্তি বা মানসিক অসুস্থতা, এমনকি কারাগারে অন্তরীণ হওয়াড়এ ধরনের পারিবারিক সমস্যাগুলোর সাথে শিশুদের বিচ্যুত আচরণের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অভিভাবকদের দুর্বলতা কিংবা বাবা-মা হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে বিচ্যুত আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শিশুরা যদি পারিবারিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয় তবে তাদের মধ্যে বিচ্যুত আচরণের প্রকাশ ঘটে যা তাদের অন্য বিচ্যুত শিশু-কিশোরদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করে। পারস্পরিক এই ধরনের মিথস্ক্রিয়া তাদের একটি অপরাধমূলক উপসংস্কৃতিতে আবদ্ধ করে ফেলে।

ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। এর সাথে আরও যুক্ত হয় স্থানিক নানা বৈশিষ্ট্যের প্রভাব। যদি তাদের সঠিক সামাজিকীকরণ না হয় এবং তারা নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোয় না থাকে তবে তাদের বিচ্যুত আচরণ আরও বেশি হয়। যেসব এলাকায় ভ্রাম্যমাণ মানুষের যাতায়াত বেশি, নাগরিক সুবিধার অভাব, অধিক দরিদ্র লোকের বসবাস, সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি এবং মাদকের সহজলভ্যতা রয়েছে সেসব এলাকা অন্য এলাকার তুলনায় বেশি অপরাধপ্রবণ হয়। এই ধরনের এলাকায় বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে তাই বিচ্যুত আচরণের সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় অধিক হয়।

উদাহরণস্বরূপ, শহরের বস্তি এলাকাগুলোর কথা বলা যেতে পারে, যেখানে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কিশোর গ্যাং বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পারিবারিক এবং আর্থসামাজিক নানা সমস্যা এই এলাকাগুলোর অপরাধপ্রবণ বৈশিষ্ট্যকে আরও তীব্র করে তোলে এবং সেখানকার কিশোর-তরুণদের অধিক মাত্রায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করে। শিশু-কিশোরদের করা বিচ্যুত আচরণ কিংবা অপরাধের মধ্যে কম গুরুতর থেকে অধিক গুরুতর নানা ধরণের কর্মকাণ্ড রয়েছে। মিথ্যা বলা, স্কুল পালানো, ছোটখাটো চুরি, অবাধ্যতা, অন্যকে বিরক্ত করা, সম্পত্তির ক্ষতি করা, ধূমপান, মাদক সেবন, অশ্লীল ভিডিও দেখা, মারামারি, আইন ভঙ্গ, গ্যাং সদস্য হওয়া, যানবাহন চুরি, অস্ত্র ব্যবহার, ছিনতাই, যৌন হেনস্থা, নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে এসব অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা জড়িত বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এসব কম বয়সী ছেলেমেয়েদের এসব বিচ্যুত আচরণ থেকে দূরে রাখার উপায় কী? এর উত্তর অল্প কথায় দেওয়া বেশ কঠিন। কারণ শিশু-কিশোরদের অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। এগুলোর মিথস্ক্রিয়া এবং পরিবার থেকে পাওয়া তাদের প্রাথমিক আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত হয়ে বিভিন্ন কমবয়সী শিশু-কিশোরদের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করে। অনেক সময় এই মিথস্ক্রিয়া তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা জাগিয়ে তোলে।

শিশু-কিশোরদের বিচ্যুত আচরণ প্রতিরোধ করতে পারিবারিক সচেতনতা, বিদ্যালয়কেন্দ্রিক উদ্যোগ এবং সামাজিক প্রচেষ্টাসহ বহুমুখী এবং সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। বিভিন্ন গবেষণায় এ বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা উঠে এসেছে। শুরু থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ বাচ্চাদের শনাক্ত করার মাধ্যমে প্রাথমিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। শিশুদের রাগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল শেখানো এবং সামাজিক দক্ষতা উন্নত করার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় দেখা যায়, প্রাথমিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে খুব কার্যকরভাবে শিশু-কিশোরদের অপরাধ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যালয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে উদ্যোগ নেওয়া হলে এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা হলে শিশুদের বিচ্যুত আচরণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিক্ষার্থীদের ওপর পিতামাতার সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করা যেতে পারে।

তবে শিশুদের বিচ্যুত আচরণ এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে তাদের পারিবারিক পরিসরে অভিভাবকদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। অভিভাবকরা যদি শিশুদের জন্য নিরাপদ এবং সহানুভূতিশীল শৈশব নিশ্চিত করতে পারেন, তবে তা শিশুদের অপরাধ থেকে দূরে রাখার একটি শক্তিশালী উপায় হতে পারে। প্রতিবেশীদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে তাদের মধ্যে সামাজিক মূলধন তৈরি হয় যা শিশুদের অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখতে সহায়ক হয়। এর পাশাপাশি পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যদি ভালো সম্পর্ক থাকে, আস্থার সম্পর্ক থাকে এবং তাদের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা থাকে তবে সেগুলো অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ইতিমধ্যে যারা বিভিন্ন বিচ্যুত আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে তাদের জন্য পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাদকাসক্তদের জন্য উপযুক্ত নিরাময় কেন্দ্র কিংবা গুরুতর অপরাধে জড়িতদের জন্য পৃথক ও কার্যকরী পুনর্বাসন কেন্দ্র তাদের সমাজে পুনর্বাসন করতে সহায়ক হতে পারে।

অপরাধবিজ্ঞানের অনেক বিখ্যাত তাত্ত্বিক শিশু-কিশোরদের অপরাধ প্রবণতার পেছনের কারণগুলো পরিপার্শ্বের সাথে গভীরভাবে যুক্ত বলে মনে করেছেন। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, পারিবারিক অবহেলা এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো শিশুদের অল্প বয়স থেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক হিসেবে ভাবতে শেখায়। এই প্রেক্ষিতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা এবং পারিবারিক কাঠামো সুসংঘবদ্ধ করা হলে শিশুদের অপরাধের পথ থেকে দূরে রাখা অনেক সহজ হবে বলে অনুমান করা যায়। আর যখন শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কমবে, নিশ্চিতভাবেই সেটি তরুণদের মধ্যেও অপরাধ প্রবণতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

> মাদকাসক্তদের জন্য উপযুক্ত নিরাময় কেন্দ্র কিংবা গুরুতর অপরাধে জড়িতদের জন্য পৃথক ও কার্যকরী পুনর্বাসন কেন্দ্র তাদের সমাজে পুনর্বাসন করতে সহায়ক হতে পারে। অপরাধবিজ্ঞানের অনেক বিখ্যাত তাত্ত্বিক শিশু-কিশোরদের অপরাধ প্রবণতার পেছনের কারণগুলো পরিপার্শ্বের সাথে গভীরভাবে যুক্ত বলে মনে করেছেন। দারিদ্র্য, বঞ্চনা, পারিবারিক অবহেলা এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো শিশুদের অল্প বয়স থেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক হিসেবে ভাবতে শেখায়। এই প্রেক্ষিতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করা এবং পারিবারিক কাঠামো সুসংঘবদ্ধ করা হলে শিশুদের অপরাধের পথ থেকে দূরে রাখা অনেক সহজ হবে বলে অনুমান করা যায়। আর যখন শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কমবে, নিশ্চিতভাবেই সেটি তরুণদের মধ্যেও অপরাধ প্রবণতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

ইরানের তেল খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিল যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জেরে ইরানের পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোকেমিক্যাল খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশেষ করে ইরানের তেল পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। গত ১ অক্টোবর ইসরায়েলে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিক্রিয়ায় শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় (ইউএস ট্রেজারি) ও পররাষ্ট্র দপ্তর (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) যৌথভাবে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর নিশ্চিত করেছে। মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান বলেছেন, এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে- ইরানের জ্বালানি তেল বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের কাছে অবৈধভাবে পৌঁছে দেওয়া 'ভৌতিক জাহাজবহরের' (ঘোস্ট ফ্লিট) বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার দ্বার উন্মোচিত হলো। ফলে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হবে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের জন্য নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করা কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনকেও তারা আর সমর্থন দিতে পারবে না।

গত ১ অক্টোবরের ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে ইসরায়েল। লেবানন ও গাজায় চলমান আগ্রাসন এবং ইরানের মাটিতে হামলা চালিয়ে হামাস নেতাকে হত্যা করায় ইসরায়েলকে 'সমুচিত জবাব' দিতে ওই হামলা চালিয়েছিল তেহরান। প্রতিশোধের জন্য ইরানের তেলক্ষেত্রে হামলা না করে বরং বিকল্প কোনো উপায় ইসরায়েলের বেছে নেওয়া উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিন সূত্র থেকে রয়টার্সকে জানিয়েছে, তেলক্ষেত্রে হামলা করা থেকে ইসরায়েলকে বিরত রাখতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে দেনদরবার করছে উপসাগরীয় দেশগুলো। তাদের আশঙ্কা, এই হামলা হলে তেহরান সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোও সংঘর্ষে জড়িয়ে যাবে এবং সংঘাতের ব্যাপ্তি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাবে। তখন তাদের নিজেদের তেলক্ষেত্র ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। ইউএস ট্রেজারি প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানের পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোকেমিক্যাল খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত যেকোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে এখন থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে তারা। এছাড়াও ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানির সঙ্গে সম্পৃক্ততার জন্য ১৬টি সংস্থা ও ১৭টি জাহাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাইডেনের আমলে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা করতে সমর্থ হয়েছে ইরান। পাশাপাশি চীন তাদের গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা হয়ে উঠেছে। ফলে ইরানের তেল রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈরুত থেকে ইরানি কমান্ডারের মরদেহ উদ্ধার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্বাস নীলফরৌশনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত শুক্রবার আইআরজিসির জনসংযোগ বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে। তেহরান টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৭ সেপ্টেম্বর বৈরুতে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি হিজবুল্লাহর সদর দপ্তরে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল।

এতে গোষ্ঠীটির প্রধান হাসান নাসরুল্লাহসহ আরো কয়েকজন নেতা নিহত হন। ওই হামলায় নীলফরৌশনও নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু ইরান তা গোপন রাখে। অবশেষে তার মরদেহ উদ্ধার হওয়ায় বিষয়টি স্বীকার করল তেহরান। আইআরজিসি 'গৌরবময় জেনারেলের শাহাদাতে' সমবেদনা জানিয়ে বলেছে, নীলফরৌশনের মরদেহ জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানের জন্য ইরানে স্থানান্তর করা হবে। দাফনের তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে। গত জুলাই মাসের শেষের দিকে ইরানের রাজধানী তেহরানে হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়া গুপ্তহত্যায় নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে ইরান।

১৭ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে বোয়িং

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বোয়িং। বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন থেকে ধর্মঘট পালন করছেন প্রতিষ্ঠানটির ৩৩ হাজার শ্রমিক। সেই চাপে বিপর্যস্ত হয়ে মোট জনবলের ১৭ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করবে, যা এর মোট কর্মীর ১০ শতাংশ। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির তৈরি ৭৭৭-এক্স জেট বিমান ডেলিভারি পিছিয়ে যাবে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও নানা কারণে চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ৫০০ কোটি ডলার লসের রেকর্ড গড়ার পর এই সিদ্ধান্ত নিল প্রতিষ্ঠানটি। এদিকে, এই ঘোষণা দেওয়ার পর বোয়িংয়ে শেয়ারদর ১ দশমিক ১ শতাংশ কমেছে। বোয়িংয়ের সিইও কেলি ওর্টবার্গ কর্মীদের উদ্দেশ্যে এক বার্তায় বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলীয় শহরগুলোতে কর্মীরা যে ধর্মঘট চালাচ্ছেন তার কারণে ৭৩৭-ম্যাক্স, ৭৬৭ ও ৭৭৭ সিরিজের বিমান উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার আলোকে উল্লেখযোগ্য কর্মী কমানো প্রয়োজন। বার্তায় ওর্টবার্গ বলেন, 'আমাদের আর্থিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক কাজগুলোতে আরও মনোযোগী হতে আমরা আমাদের শ্রমশক্তির স্তরগুলো পুনর্বিন্যাস করছি। আগামী মাসগুলোতে আমরা আমাদের মোট কর্মীবাহিনীর আকার প্রায় ১০ শতাংশ কমানোর পরিকল্পনা করেছি। এই ছাঁটাইয়ের মধ্যে নির্বাহী, পরিচালক এবং কর্মচারীরাও অন্তর্ভুক্ত।' এই ব্যাপক পরিবর্তন ওর্টবার্গের সিইও হয়ে আসার পর সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত। তিনি গত আগস্টে বোয়িংয়ের সিইও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কর্মীদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক তিনি নতুন করে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করবেন। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর বোয়িং রেকর্ড ৫০০ কোটি ডলার সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে।

তামিলনাড়ুতে ট্রেন দুর্ঘনা ১৩ বগি লাইনচ্যুত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তামিলনাড়ুতে মালবাহী ট্রেনের পেছনে বাগমতী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় অন্তত ১৯ জন আহত হয়েছেন। তবে এ ঘটনায় এখনো কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। গত শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় এই দুর্ঘটনায় লাইনচ্যুত হয় অন্তত ১৩টি বগি। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় এক্সপ্রেস ট্রেনটির দুটি কামরায় আগুন ধরে যায়। আটকে পড়া যাত্রীদের গতকাল শনিবার সকালে স্পেশ্যাল ট্রেনে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। দুর্ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই ওই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ শুরু হয়েছে। ড্রোন ফুটেজ থেকে দেখা যাচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত বগিগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। এলাকার মানুষের ভিড় দুর্ঘটনার কেন্দ্রজুড়ে। শুক্রবার মাইসুরু থেকে বিহারের দ্বারভাঙার দিকে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী বাগমতী এক্সপ্রেস। থিরুভাল্লুরের কাছে কাভারাপেট্টাই স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল একটি মালগাড়ি। বাগমতী এক্সপ্রেস গতিতে এসে মালগাড়িকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দুটি ট্রেনের সংঘর্ষে আগুন জ্বলে ওঠে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রী-রা। তবে রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত কামরাগুলোর ৯৫ শতাংশ যাত্রীরাই নিরাপদে রয়েছেন। খোদ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, তিনি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনপুত্র উদয়ানিধি স্ট্যালিন স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজে গিয়ে আহত যাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন। সুস্থ যাত্রীদের পরের ট্রেনে তোলার আগে পর্যন্ত পানি, খাবার ও অন্যান্য সেবা নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

চীনে নতুন প্রজাতির মাছ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পূর্ব চীনে একটি নতুন প্রজাতির মাছ আবিষ্কার করেছেন চীনা গবেষকরা। সম্প্রতি আবিষ্কৃত রঙিন মাছটির নাম রাখা হয়েছে অপসারিচথিস ইরিডেসেনস। আবিষ্কারটি আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমিক জার্নাল জুকিজ-এর সাম্প্রতিক সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। চেচিয়াং ফরেস্ট রিসোর্স মনিটরিং সেন্টার ও আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় শাংহাই ওশান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ইয়াং চিনছুয়ানের নেতৃত্বে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। গবেষকরা জানান, এই নতুন প্রজাতির মাছটি এর নিকটতম প্রজাতির চেয়ে ১৪ শতাংশ ভিন্ন জিনগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এটি চেচিয়াং প্রদেশের ছিয়ানথাং ও ওউচিয়াং নদী এবং ইয়াংজি নদীর নিম্নাঞ্চলে পাওয়া যায়। ইয়াং জানালেন, স্রোতে বাস করা মাছটি মূলত জলচর পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য। নদীর পানি পরিশোধনেও ভূমিকা রাখে মাছটি।

ট্রাম্পকে চাপ দিতে নিজের মেডিকেল রিপোর্ট প্রকাশ করবেন কমলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডেমোক্র্যাটিক হোয়াইট হাউস প্রার্থী কমলা হ্যারিস একটি মেডিকেল রিপোর্ট প্রকাশ করবেন, যা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা নিশ্চিত করবে। তার প্রচারদল এ তথ্য জানিয়েছে। এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো, প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চাপ দেওয়া, যাতে তিনি তার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নথি প্রকাশ করেন। ৫৯ বছর বয়সী কমলার প্রচারদলের একজন উপদেষ্টা জানান, মেডিকেল রিপোর্টে উল্লেখ থাকবে, 'তিনি (কমলা) প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সফলভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তা রাখেন। রিপাবলিকান ট্রাম্প জুলাই মাসে ৮১ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হোয়াইট হাউসের প্রতিযোগিতা থেকে সরে যাওয়ার পর মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়ে উঠেছেন। বাইডেন তার বিতর্কিত পারফরম্যান্সের পর দলের মধ্যে তার নিজস্ব মানসিক তীক্ষ্ণতা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর তিনি কমলাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেন।

তবে ট্রাম্পের সুস্পষ্ট প্রাণশক্তির কারণে তার বয়স এখন পর্যন্ত ভোটের ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে কোনো প্রভাব ফেলেনি এবং ৫ নভেম্বর কমলার সঙ্গে তার ভোটযুদ্ধ চলমান রয়েছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের দল ৭৮ বছর বয়সী সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক দক্ষতার ওপর আলোকপাত করতে চায়, যিনি এখন পর্যন্ত তার চিকিৎসাসংক্রান্ত কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি। এ ছাড়া কমলার প্রচারদল একই সঙ্গে নিউ ইয়র্ক টাইমসে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সিরিজ প্রতিবেদনের দিকে নজর আকর্ষণ করেছে, যেখানে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, ট্রাম্প তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে মৌলিক তথ্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সংবাদপত্রটি ট্রাম্পের ভাষার একটি বিশ্লেষণও প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যায়, তার বক্তৃতাগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে দীর্ঘ, 'বিভ্রান্তিকর' এবং অশালীন হয়ে উঠছে, যা বিশেষজ্ঞরা মানসিক পরিবর্তনের সম্ভাব্য সংকেত হিসেবে দেখছেন। ট্রাম্প অবশ্য দাবি করে থাকেন, তিনি সম্পূর্ণ ফিট। কিন্তু তিনি তার প্রচারের জন্য কোনো পূর্ণ মেডিকেল রিপোর্ট প্রকাশ করেননি।

বিনোদন

আরও সন্তানের মা হতে চান আলিয়া

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। অনেক দিনের স্বপ্ন- ভবিষ্যতে প্রযোজকের ভূমিকাতেও দেখতে চান নিজেকে। সেই সঙ্গে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ানো তার স্বপ্ন। আর সুস্থ, সাধারণ, সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে চান তিনি। এবং আরও সন্তান দেখতে চান বলেও জানান আলিয়া ভাট। আনন্দবাজার প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ দিন সম্পর্কে থাকার পর রণবীর কাপুরকে বিয়ে করেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল গাঁটছড়া বাঁধেন এ তারকা জুটি। সে বছরেই নভেম্বরে প্রথম সন্তান রাহার আগমন আলিয়া-রণবীরের কোলে। ইতোমধ্যে রাহা ফটোসাংবাদিকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। তার যে কোনো ছবি সামাজিকমাধ্যমে মুহূর্তে ভাইরাল হয়। রণবীর ও একমাত্র কন্যা রাহাকে নিয়ে সুখের সংসার আলিয়ার। কিন্তু ভবিষ্যতে কি ফের মা হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার? সম্প্রতি এমন এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে কথা বললেন আলিয়া ভাট। অভিনেত্রী বলেন, আশা করি এখনো বহু ছবিতে কাজ করা বাকি। তবে শুধু অভিনেত্রী হিসাবেই নয়; আমি নিজেকে প্রযোজকের ভূমিকায় দেখতে চাই। তিনি বলেন, বিশ্বের নানা জায়গায় ভ্রমণের পরিকল্পনাও রয়েছে তার। এ ছাড়া আমি আমার জীবনে আরও সন্তান দেখতে চাই। সুস্থ, সাধারণ, সুখী ও শান্তিপূর্ণ একটা জীবনযাপন করতে চাই বলেও জানান এ অভিনেত্রী। আলিয়া ভাটের এমন মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়- ভবিষ্যতে রাহা বড় দিদির ভূমিকা পালন করতে চলেছে। রাহাকে নিয়েও বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে তার। নিজের প্রথম ছবি 'স্টুডেন্ট অব দি ইয়ার' কন্যাকে দেখাতে চান অভিনেত্রী। এখনই নয়, উপযুক্ত সময় এলে। আলিয়ার বলেন, এই ছবিটা বাচ্চারা দেখতে পারে। আর এটাই আমার প্রথম ছবি। যদিও ওই ছবিতে নিজের অভিনয় নিয়ে আমি তেমন গর্ববোধ করি না। কিন্তু বেশ কিছু গান রয়েছে, যেগুলো রাহার ভালো লাগবে। রণবীরের 'বর-ফি' ছবিটিও রাহাকে দেখাতে চান আলিয়া। উল্লেখ্য, বর্তমানে আলিয়া ভাট ব্যস্ত আছেন তার আসন্ন ছবি 'জিগরা'র প্রচার নিয়ে। এ ছবিটি করণ জোহরের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন তিনি। আলিয়ার ভাইয়ের চরিত্রে দেখা যাবে বেদাঙ্গ রায়নাকে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে যা বললেন শাকিব

বিনোদন ডেস্ক : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। সেখানেই অবস্থান করেন তিনি। এরপর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয়। সেই থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে চলছে সমালোচনা। এ নিয়ে শুরু হয়েছে একে অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো। সম্প্রতি বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, বন্যা, সীমান্ত হত্যাসহ বেশ কিছু ইস্যুতে মাথাচাড়া দিয়েছে এ বিদ্বেষ। এবার দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান। ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাকিবকে প্রশ্ন করা হয়, 'বাংলাদেশের সিনেমা থেকে গান দুই দেশের একটা সহজ চলাচল ছিল। সেই সময় এমন পালাবদল। ফেসবুকে ভারতবিদ্বেষী মন্তব্য কী মনে হয়, এভাবে কি সিনেমার শিল্পের উন্নতি সম্ভব? শাকিব বলেন, 'বাংলাদেশের ইলিশ মাছ তো ঠিকই যাচ্ছে। আমাদের ক্রিকেটাররা খেলতে যাচ্ছেন, বিভিন্ন কূটনৈতিক আলোচনাও হচ্ছে। প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের পরস্পরের মিলেমিশে থাকা উচিত। তেমনটাই তো দেখছি। কিছু মানুষ এখান থেকে এক কথা বললে, ওখান থেকেও কিছু মানুষ বাংলাদেশ নিয়ে কুমন্তব্য করছেন! তিনি বলেন, মানুষের আবেগের জায়গা থেকে মতামতের একটা বিভেদ থাকতে পারে। আর সম্পর্ক থাকলে ভাঙাগড়া থাকেই। কিছু দিন পর আবার ঠিক হয়ে যায়। এ অভিনেতা বলেন, এসব নিয়ে আমি একদমই চিন্তিত নই। দুই দেশের নীতিনির্ধারকরা সমস্যা থাকলে তার সমাধান খুঁজে বের করবেন। আমি মনে করি, এশিয়ান হিসেবে আমাদের মিলেমিশে থাকা উচিত। এত বড় একটা পালাবদল অর্থনীতির ওপর প্রভাব পড়েছে, সিনেমা হল ভাঙচুর হয়েছে এবং বড় তারকা হিসেবে আপনি কীভাবে দেখছেন এ পরিস্থিতি- এমন প্রশ্নের উত্তরে শাকিব বলেন, এমন একটা ঘটনার পর সব কিছু স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে সময় লাগে। আমাদের এখানকার একজন শিল্পীর ছবি যখন পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেল, তখনই ওখানকার (কলকাতা) একটি আন্দোলনের ফলে মুখ থুবড়ে পড়ল সেটা। সবখানে কমবেশি ওলট-পালট থাকে। তিনি বলেন, দেশের সংকটে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করবে, আন্দোলন করবে- এটাই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষই অনেক কিছু ভাঙে।

প্রেমে পড়েছেন মধুমিতা

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। ভারতীয় টেলিভিশনের বাংলা সিরিয়ালের বদৌলতে বাংলাদেশের দর্শকের কাছেও ব্যাপক পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের এই অভিনেত্রী। অনেক দিন ধরে কাজের খবর দিয়েই আলোচনায় ছিলেন তিনি, অভিনেত্রী এবার জানালেন তার সম্পর্কের খবর। আনন্দবাজার অনলাইনে মধুমিতা জানিয়েছেন তার নতুন প্রেমের খবর। ২০১৯ সালে পরিচালক সৌরভ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় মধুমিতার। এরপর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি সিঙ্গেলই ছিলেন। তবে এবার মধুমিতা জানালেন, দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রেম করছেন তিনি। মধুমিতার নতুন সম্পর্কের গুঞ্জন চাউর হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার পোস্ট করা ছবির সূত্র ধরে। সপ্তমীর মধ্যরাতে একটি ছবি পোস্ট করেন তিনি। যেখানে মধুমিতার হাতের ওপর রাখা আরেকটি হাত। চারপাশে নিস্তব্ধতা। অভিনেত্রী লিখেছেন, 'নতুন শুরু।' আরও একটি ছবি এলো প্রকাশ্যে, সেখানে প্রেমিকের সঙ্গে একই ফ্রেমে ধরা দিলেন। মধুমিতার পরনে কালো শাড়ি। অভিনেত্রীর সঙ্গে মিলিয়ে কালো শার্ট পরেছিলেন তার প্রেমিক। আনন্দবাজারকে মধুমিতা বলেন, 'হ্যাঁ, প্রেম করছি। তবে খুব সম্প্রতি আমাদের সম্পর্কটা শুরু হয়েছে।' তবে কি শিগগিরই চার হাত এক হবে তাদের? শুনেই অভিনেত্রী বলেন, 'সবে প্রেমের শুরুটা হয়েছে। বিয়ে নিয়ে এখনই কিছু ভাবিনি।' তবে তার প্রেমিক অভিনয়জগতের কেউ নন।

বাবুই পাখি এখন বিলুপ্তির পথে

পরিবেশ বিপর্যয় ও তালগাছ নিধন করায় আবাসস্থলসহ জীবন সংকটে বাবুই পাখি

শরীয়তপুর প্রতিনিধি : রজনীকান্ত সেনের স্বাধীনতার সুখ কবিতায় বাবুই পাখি চড়ুই পাখিকে বলেছিল 'কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়'। এক যুগ আগেও পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে আর্কষণীয় শিল্প সমৃদ্ধ বাসা নিয়ে চড়ুই পাখির সঙ্গে বড়াই করলেও এখন আর তেমন দেখা যায় না বাবুই পাখিকে। পরিবেশ বিপর্যয় ও অতিরিক্ত পরিমাণে তালগাছ নিধন করায় আবাসস্থলসহ জীবন সংকটে পড়েছে বাবুই পাখি। বিলুপ্ত প্রায় পাখিটি এখনো নারকেল গাছ, খেজুর গাছ ও তালগাছে বাসা বেঁধে কোনোরকমে বেঁচে আছে। সম্প্রতি শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাটসহ অন্যান্য উপজেলা ঘুরে বাবুই পাখির এমন জীবনচিত্র দেখা গেছে। জানা যায়, এক যুগ আগেও জেলার ফসলি মাঠসহ বিভিন্ন স্থানে কিচিরমিচির শব্দে মুখরিত থাকত বাবুই পাখি। প্রাকৃতিকভাবে ফলদ বিভিন্ন বৃক্ষ থেকে খাবার খেয়ে মনের আনন্দে তৈরি করত পশু-পাখির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় শিল্প-সমৃদ্ধ বাসা। বাবুই পাখির এমন শিল্প-সমৃদ্ধ বাসা নিয়ে প্রকৃতিপ্রেমী রজনীকান্ত সেনসহ অনেক কবি ও সাহিত্যিক রচনা করেছেন কালজয়ী গল্প-কবিতা। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশের বিপর্যয়, উজাড়সহ অতিরিক্ত পরিমাণে তালগাছ নিধন করায় জীবনসংকটে পড়েছে বাবুই পাখি।

নিখুঁত কারুকাজে বাসা তৈরি করে শিল্পের কারিগর হিসেবে পরিচিতি পাওয়া বাবুই পাখি এখন বাড়ির কোণের নারকেল গাছ, সুপারি গাছ, খেজুর গাছসহ তালগাছে বাসা বেঁধে কোনোরকমে বেঁচে আছে। আগের মতো তালপাতা পাওয়া না যাওয়ায় খেজুর ও নারকেল গাছের পাতা দিয়েও তারা এখন বাসা তৈরি করছে। বৃক্ষ নিধনের ফলে বন উজাড় হওয়ায় ঝড়বৃষ্টিতে বাসা ভেঙে গেলে অন্য গাছে আশ্রয়ও নিতে পারে না তারা। ফসলি মাঠে কিটনাশকসহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহার করায় প্রাকৃতিক খাবার সংকটে রয়েছে পাখিটি। এছাড়া শিকারিরা বাবুই পাখি শিকার বন্ধ করছে না। আবার কেউ কেউ বাসাবাড়ি সাজাতে বাবুই পাখির বাসা গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। প্রকৃতিপ্রেমীরা বলছেন, তালগাছসহ বাবুই পাখির নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও খাদ্য সংকটের সমাধান না হলে শিগগিরই পাখিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব শরীয়তপুরের সদস্য সচিব এস এম মজিবুর রহমান বলেন, বাবুই পাখি সাধারণত উঁচু গাছে বাসা বাঁধতে পছন্দ করে। বাবুই পাখি বাসা বাঁধার জন্য তালগাছ বেশি পছন্দ করে। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় তালগাছ নিধন, বন উজাড় করায় বাবুই পাখি বাসা বাঁধতে না পারায় বর্তমানে আবাসস্থল সংকটে পড়েছে। এছাড়াও প্রাকৃতিকভাবে তারা বিষমুক্ত খাবার না পাওয়ায় খাদ্য সংকটেও রয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশকে গাছ রোপণ করে পাখির নিরাপদ আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করলেই বাবুই পাখি প্রকৃতিতে টিকে থাকবে।

শরীয়তপুরে প্রতিনিয়ত তালগাছের সংখ্যাহ্রাস পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বন বিভাগ শরীয়তপুরের কর্মকর্তা মো. সালাহ উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে দুর্যোগ প্রশমনে তাল, খেজুর রোপণসহ স্বমন্বিত প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প প্রস্তাব আকারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রস্তাবটি পাস হলে আমরা শরীয়তপুরে চাহিদা অনুযায়ী তাল ও খেজুর গাছ রোপণ করব। শরীয়তপুর জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দিক বলেন, বাবুই পাখি পরিবেশের জন্য উপকারী পাখি। বাবুই পাখি ফসলি মাঠের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে জীবনধারণ করে। এছাড়াও তারা বনের ফল খায়। বাবুই পাখি দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো, পরিবেশের বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন, নির্বিচারে তালগাছ কর্তন, খাদ্যের অভাব ও অসাধু শিকারিদের ফাঁদ। যদি এসব সমস্যা না থাকত, তাহলে বাবুই পাখি স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকত, আমাদের উপকারে আসত।

তাল গাছে বাবুই পাখির বাসা

নদীতে মাছ কমায় বিপাকে জেলেরা

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি : দেশীয় প্রজাতির মাছের ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত হাওরের প্রবেশদ্বার কিশোরগঞ্জের ভৈরব। চাহিদা বাড়লেও ক্রমেই কমে আসছে এ অঞ্চলে নদ-নদীতে মাছের জোগান। ফলে বিপাকে পড়েছেন জেলেরা।

তারা বলছেন, নদীগুলোর অধিকাংশের নাব্যতা কমে গেছে। এছাড়া কারেন্ট জাল, রিং জাল, সম্প্রতি বৈদ্যুতিক শক মেশিন ব্যবহার বেড়েছে। ক্ষতিকারক এসব উপকরণে মাছ শিকার করায় বংশ বিস্তার কমে যাওয়ার পাশাপাশি হুমকির মুখে পড়ছে জীববৈচিত্র্য।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নদী তীরবর্তী নিচু জমিতে কীটনাশক ব্যবহার মাছ সংকটের অন্যতম কারণ। অবাধে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধনের কারণে মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে মাছের উৎপাদন। বিলুপ্ত হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির নদীর চিতল, বোয়াল, বায়োশ, খোকশা, কালাপাতা, দারকিনা, শোল, আইর, রিটা, পাবদা, কাজলি, পাঙাশ, মাগুর, কৈ, বাইম ইত্যাদি।

স্থানীয় বাসিন্দা সামসু মিয়া বলেন, নদীতে বৈদ্যুতিক শক মেশিনের মাধ্যমে অবাধে মাছ শিকার করছে একদল অসাধু জেলে। এছাড়া কারেন্ট জাল আর রিং জাল ব্যবহারের কারণে নদ-নদী আর খাল-বিলে এমনিতেই মাছ পাওয়া যায় না। বৈদ্যুতিক শক মেশিনে মাছ শিকার করায় পোনা, ডিমসহ অন্যান্য জলজপ্রাণিও মারা যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় মাছের জন্য হাহাকার দেখা দেবে। উপজেলার তেয়ারীরচর এলাকার মোশাররফ মিয়া বলেন, আগে শিং, কই, চিকরা, বাইমসহ নানান জাতের মাছ পাওয়া যেত। রিং জাল, কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ শিকার করায় সব ধরনের মাছই মারা হচ্ছে। মেশিন দিয়েও ছোট বড় মাছগুলো মেরে ফেলা হচ্ছে। ফলে সংকট দেখা দিয়েছে মাছের।

জেলে আব্দুল আলী বলেন, সারারাত নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরে গেলে বেশি মাছ পাওয়া যায় না। আগে রুই, কাতল, বোয়াল, মৃগেল, সিলভারসহ বহু জাতের মাছ পাওয়া যেত। এখন তা পাওয়া যায় না। আমি সারা বছরই নদীতে মাছ ধরি। এখন ব্যাটারিচালিত মেশিন দিয়ে নদী বা খাল যেখানেই পিকআপ দেয় সেখানকার ১৫-২০ হাত জায়গা পর্যন্ত কারেন্ট হয়ে যায়। শক খেয়ে কিছু মাছ অজ্ঞান হয়ে ভেসে ওঠে। বাকিগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। ভেসে ওঠা মাছগুলো সংরক্ষণ করে। আর তলিয়ে যাওয়া মাছগুলো পরদিন মরে গিয়ে ভেসে ওঠে। সে মাছ তখন আর খাবার উপযোগী থাকে না। জেলে আবু মিয়া বলেন, ১০-২০ বছর আগে বড় বড় অনেক মাছ পেয়েছি। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে টাকাও রোজগার করতে পেরেছি। এখন আর তা সম্ভব নয়।

জেলে সুকুমার বলেন, আগে মাছ বিক্রি করে দৈনিক চার-পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম হতো। রিং জাল, কারেন্ট জাল, আর কারেন্টের মেশিন দিয়ে মাছ ধরায় সব মাছ নদী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সারাদিন মাছ মেরে যে টাকা হয় তা দিয়ে নিজেদের খরচের টাকাই পাই না। আমরা চারজন লোক নৌকা নিয়ে নদীতে এসেছি। জনপ্রতি ৫০০ টাকা করে খরচ আছে। কয়েক ঘণ্টায় যে মাছ পেয়েছি তা হবে শতেক টাকার মতো। ভাগে পড়বে ৫০-৬০ টাকা। তা দিয়ে কি আর সংসার চালানো যায়? অনেক কষ্টেই আছি। ভৈরব মৎস্য আড়তের কয়েকজন মাছ বিক্রেতা বলেন, আড়তেও দেখা দিয়েছে মাছের সংকট। বাজারে নিষিদ্ধ কারেন্ট ও রিং জাল বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলেই ভৈরবের নদী, খাল-বিলকে মাছের ভাণ্ডারে পরিণত করা সম্ভব।

এ বিষয়ে ভৈরব উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার মাহবুবুর রহমান বলেন, ভৈরবে রয়েছে চারটি নদী, ১৮টি বিল, পাঁচটি খাল, ১৪৮৪টি পুকুর, ২০টি বাণিজ্যিক মৎস্য খামার, ২০টি প্লাবন ভূমি, একটি হাওড়, একটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, ১২৫০ জন মৎস্য চাষি, ৩৫০০ জন মৎস্যজীবী, ৩০৩৩ জন নিবন্ধিত জেলে। আর এখানে মাছের উৎপাদন হচ্ছে ছয় হাজার ৩০২ মেট্রিক টন, আর চাহিদা রয়েছে ছয় হাজার ১০২ মেট্রিক টন। অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে মাছ ধরায় দিন দিন মাছের প্রাপ্তিতা কমে যাচ্ছে। দিন দিন চাহিদা বাড়লেও ক্রমেই কমে আসছে মাছের জোগান।

এখানকার চারটি নদীর অধিকাংশের নাব্যতা কমে যাওয়া, কারেন্ট জাল, রিং জাল ব্যবহার বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, অবাধে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধনের কারণে মারাত্মক হুমকিতে পড়েছে নানান প্রজাতির দেশীয় মাছ। নিচু জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করায় পানিতে গ্যাসে মাছ মারা যাওয়ার ফলে মাছের বংশবিস্তার কমে গেছে। নিষিদ্ধ উপকরণে মাছ শিকারীদের বিরুদ্ধে নদীতে প্রায়ই ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হচ্ছে। বাজারে কারেন্ট ও রিং জাল বিক্রেতাদেরও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই ডোপ টেস্ট

চাটমোহর প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহর উপজেলা ৫০ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবার মান বেড়েছে। এক্স-রে,ইসিজি,আলট্রাসনোগ্রামসহ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি করা হচ্ছে 'ডোপ টেস্ট'। পাবনা জেলার মধ্যে একমাত্র চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা আছে। পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ রয়েছে। তবে চিকিৎসক সংকটের কারণে সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে চিকিৎসকরা। এই হাসপাতালে মেডিকেল অফিসারের ২২ পদ থাকলেও কর্মরত আছেন মাত্র ৮জন। কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে রোগির লোকজনের কাছ থেকে। তারমধ্যে রয়েছে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব,ওষুধ নিতে গিয়ে ডিসপেনসারিতে দায়িত্বরত মহিলার দুর্ব্যবহার,জেনারেটর না থাকায় রাতে অন্ধকার পরিবেশ। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরেজমিনে গিয়ে রোগি ও রোগির লোকজন,কর্তব্যরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তার সাথে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আউটডোরে আসা অধিকাংশ রোগিই চিকিৎসা সেবা প্রদানে সন্তুষ্ঠি প্রকাশ করেছেন। শিশু বিভাগে গিয়ে রোগির লোকজনের সাথে কথা বললে,তারা জানান শিশুদের চিকিৎসায় কোন প্রকার অবহেলা নেই। তবে ওষুধ সংকট রয়েছে। বাইরে থেকে ওষুধ কিনে আনতে হয়। সার্বক্ষনিক ডাক্তার ও নার্স থাকেন। মহিলা ওয়ার্ডে গিয়ে রোগির লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেল,সেবার মান আগের চেয়ে ভালো। তবে খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অনেকে। কেউ বললেন,ইমারজেন্সি থেকে এক্স-রে করার জন্য বাইরে যেতে বলা হয়। আউটডোরের উপ-সহকারী মেডিকেল অফিসার মতিউর রহমান জানান,সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোগির ব্যাপক ভিড়। মেডিকেল অফিসার ও আমরা মিলে যথাসাধ্য সেবা দেওয়ার চেষ্টা করি। অনেক সময় রোগির চাপে আমাদের হিমশিম খেতে হয়। তারপরও দায়িত্ব পালনে কারো কোন কার্পন্য নেই। উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডাঃ ওমর ফারুক বুলবুল বললেন,এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেই সকল প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকের পদ অনেকগুলো খালি। যারা আছেন,তাদের দিয়ে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন,আমি আসার পর বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি মোটরসাইকেল গ্যারেজ করা হয়েছে।

ক্ষেতলালে তিলাওয়াত ও আযান প্রতিযোগিতা

ক্ষেতলাল প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "তরুণ মানব কল্যাণ সংস্থার" আয়োজনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও আযান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০ টায় উপজেলা মডেল মসজিদে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তরুণ মানব কল্যাণ সংস্থার সভাপতি শাহিনুর আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার উম্মে তাবাসসুম ।তরুণ মানব কল্যাণ সংস্থার উপদেষ্টা এস.এম. কায়কোবাদ এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জিন্নাতুল আরা, উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের (ভারপ্রাপ্ত) স্টেশন মাস্টার তৌহিদুল ইসলাম, জয়পুরহাট ইসলামি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার এরশাদুল আলম, ক্ষেতলাল পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও প্রভাষক নাফেউল হাদী মিঠু, পৌর জামায়াতে ইসলামের সভাপতি খোরশেদ আলম প্রমুখ ।উল্লেখ্য, তিলাওয়াত ও আযান প্রতিযোগিতা "ক", "খ", ও "গ" তিনটি গ্রুপে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীদের বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়।

প্রতিযোগিতায় বিচারক মণ্ডলী হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন, উপজেলা মডেল মসজিদের খতিব মাওলানা সরোয়ার হোসাইন, ক্ষেতলাল খোশবদন জিইউ আলিম মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক আবদুল জলিল, উপজেলা পরিষদ মসজিদের ইমাম রুহুল আমিন প্রমুখ। দুই ক্যাটাগরির এই প্রতিযোগিতা শেষে ১৮ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সনদ তুলে দেন বিশেষ অতিথিবৃন্দ ।এসময় উপস্থিত ছিলেন, তরুণ মানব কল্যাণ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নূর ইসলাম, প্রভাষক আনোয়ারুল ইসলাম, পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও পৌর বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক নয়ন আলী মন্ডল, মাদ্রাসা শিক্ষক আঃ মোমিন, জামায়াত নেতা আবদুল করিমসহ তরুণ মানব কল্যাণ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ও সাধারণ জনতা।

দিনাজপুরে কুয়াশায় শীতের আমেজ

দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরে আশ্বিনের একেবারে শেষ সময় এসে কিছুটা ঘন কুয়াশার দেখা মিলেছে। রোববার (১৩ অক্টোবর) ভোর ৫টা থেকে সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত এই কুয়াশার দেখা মেলে। এ সময় জেলার মহাসড়কে দূরপাল্লার যানবাহনসহ সব ধরনের যানবাহন হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে। ভোরে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশার সিগ্ধতার মাখামাখিতে দিনাজপুরে এখন এক অন্য রকম প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরাজ করছে। কুয়াশা মাখা মনোরম পরিবেশ উপভোগ করে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন ভোরে ফজরের নামাজের মুসল্লি, হাঁটতে বের হওয়া মানুষসহ কাজে বের হওয়া শ্রমিকরা। এদিকে কুয়াশা দেখে এবার এখনই শীতের তীব্রতা বাড়তে শুরু করতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। তবে এখনো ফ্যান চালাতে হচ্ছে। সদর উপজেলার মিস্ত্রিপাড়া গ্রামের মো. মুন্না বলেন, আজ কিছুটা কুয়াশা দেখা গেছে। তবে গরম কমেনি। এখনো ফ্যান চালাতে হচ্ছে। আজকের দিনে কুয়াশা স্মরণ করিয়ে দেয় যে শীত আসছে। ফজরের নামাজ শেষ করে বের হওয়ার সময় মুসল্লি সবুজ বলেন, গত বছর আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময় কুশায়া পড়েছিল। এবার একটু দেরিতেই কুয়াশা দেখলাম। শীতের প্রভাব হয়তো আসছে। কয়েকদিন আগে বৃষ্টি, তারপরই গরম ও কুয়াশা। এসব মিলিয়ে আমাদের এই বাংলাদেশের ছয় ঋতুর কিছুটা পরিবর্তন ঘটছে। সদর উপজেলার জিয়াপুকুর গ্রামের নুরুল ইসলাম বলেন, এবার আশ্বিন মাসের একেবারে শেষে এসে কুশায়া পড়তে শুরু করেছে। আজকে যে কুয়াশা পড়েছে তা অন্যান্যবারের চেয়ে কম। দিনাজপুর আঞ্চলিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা তোফাজ্জুর রহমান বলেন, এ সময় এমন কুয়াশা স্বাভাবিক বিষয়। তবে দিনাজপুরে তাপমাত্রা ২৪-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে।

কাহারোলে আগাম জাতের আলু চাষে ব্যস্ত কৃষক

কাহারোল প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে আলু চাষীরা আগাম জাতের আলু চাষে জন্য ইতোমধ্যে জমি তৈরি করেছেন বর্তমানে আলু চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন আলু চাষীরা। গতকাল উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে ভোর থেকে বিকাল পর্যন্ত কৃষকেরা কৃষাণ নিয়ে জমিতে আলু লাগাচ্ছেন। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে চলতি মৌসুমে উপজেলায় আগাম জাতের আলু চাষের লক্ষ্যে মাত্রা ধরা হয়েছে ৫ শত ৫০ হেক্টর। লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করবে বলে আশা করছেন কৃষি বিভাগ। গতকাল উপজেলার কাজী কাঠনা গ্রামের কৃষক আহসান আলী ও শাহাজাহান আলীর জমিতে কৃষাণ নিয়ে আলু রপন করছেন। একই গ্রামের কৃষক শহিদুল জানান, ৫০ শতক জমিতে আগাম জাতের আলু লাগাচ্ছেন। গত বছরের তুলনায় এবার আলু বীজের দাম বেশি। বর্তমানে বিভিন্ন আড়তে ৬০ টাকা থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে প্রতি কেজি আলু বীজ বিক্রি হচ্ছে। আগাম জাতের আলু আবাদ করে কৃষকেরা লাভের মুখ দেখবেন বলে আশাঁ বাদ ব্যক্তকরছেন। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মল্লিকা রানী শেহান বীশ বলেন, আগাম জাতের আলু চাষ করার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। বর্তমানে আবাহাওয়া অনুকুলে রয়েছে। চাষিদের সকল প্রকার সহযোগিতা করা হচ্ছে আলু চাষের জন্য।

কলমাকান্দায় সেতুর সংযোগ সড়কের নিচে মাটি ধস

কলমাকান্দা প্রতিনিধি : সম্প্রতি অতি বর্ষন ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানির তীব্র স্রোতে নেত্রকোনার কলমাকান্দায় রংছাতি ইউনিয়নের নল্লাপাড়া নামক স্থানে রসুর (লইচ্ছা) সেতুটি উভয় পাশের সংযোগ সড়কের নীচের অংশে মাটি ধসে গেছে। ওপরে ঝুলে আছে ঢালাই। এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন ও পথচারীরা ।স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই সেতুর সংলগ্নসহ মহাদেও নদ থেকে বালু উত্তোলন করে নল্লাপাড়া, কালিহালা, চকপাড়া নামক এলাকায় তীরবর্তী স্থানে স্তূপ করছে বিক্রির উদ্দেশ্য। যার কারণে বর্ষাকাল আসলেই সেতুটিসহ তীরবর্তী বসতবাড়ি ঝুঁকিতে পড়ে। অতিদ্রুত অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধসহ সেতুটির দ্রুত সংস্কারের দাবী জানান এলাকাবাসীরা ।বর্তমানে সেতুটির ওপর দিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে পথচারীসহ প্রতিদিনই যাত্রীবাহী গাড়িসহ বিভিন্ন কোম্পানি পিকআপ, অটোইজিবাইক, লরিসহ শতাধিক ছোটবড় যানবাহন চলাচল করছে। যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। প্রায় ছয়মাস হলেও সেতুটির উভয় পাশের সংযোগ সড়কের নীচের অংশে সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্ট কতৃপর্ক্ষ। সংশ্লিষ্ট কতৃপর্ক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন না করায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কলমাকান্দা উপজেলার সীমান্তবর্তী রংছাতি ইউনিয়নের নল্লাপাড়া নামকস্থানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) তত্বাবধানে রসুর (লইচ্ছা) সেতুটি ২০০০ সালে নির্মিত হয়েছিল। প্রায় ৬ মাস আগে সেতুটি উভয় পাশের সংযোগ সড়কের নীচের অংশে মাটি ধসে গেছে। ছোট-বড় যানবাহন অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করছে। দীর্ঘদিন ধরে এমন অবস্থা বিরাজ করলেও সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে এলাকাবাসী ও পথচারীসহ বড় ধরনের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন। যানবাহনের চাপের কারণে সেতুটি মুল সড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শঙ্কায় এলাকাবাসি। এ সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নসহ পাশ্ববর্তী মধ্যনগর উপজেলার ২৫/৩০ হাজার মানুষ। বেশ কয়েকটি যাত্রীবাহী ডে-নাইটকোচ ঢাকায় আসা-যাওয়া করে থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়ায় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা ।সরেজমিনে গেলে এলাকাবাসীরা অভিযোগ করে জানান, পাহাড়ি ঢলের পানির তীব্র স্রোত ছাড়াও প্রতিনিয়ত অবৈধ বালু বোঝাই ইঞ্জিন চালিত নৌকার ঢেউয়ে সেতুসহ মহাদেও নদ তীরবর্তী বসত ভিটার মাটি ধসে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া ভাঙন রোধে স্থানীয় লোকজন স্বেচ্ছাশ্রমে বালুভর্তি বস্তা দিলেও কোন কাজ হয়নি ।সেতু সংলগ্ন স্থানীয় বাসিন্দা ছাদু মিয়া, হোসেন আলীসহ জোৎস্না বলেন, পাহাড়ি ঢলের পানির তীব্র স্রোতে এবং বালু বোঝাই ইঞ্জিন চালিত নৌকার ঢেউয়ে আমাদের বসতবাড়ীসহ সেতুর উভয় পাশের সংযোগ সড়ক মহাদেও নদের গর্ভের বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি বালুমহাল বিলুপ্ত করে ইজারা বাতিল হওয়ার সত্বেও অবৈধভাবে প্রতিদিন দিনে রাতে বালুখেকোরা বসত ভিটার সামনে জায়গাসহ মহাদেও নদ থেকে হুমকি ধামকি দিয়ে জোরপূর্বক শতাধিক ছোটবড় ইঞ্জিন চালিত নৌকা দিয়ে বালু উত্তোলন করে নিয়ে যায়। এর দ্রুত প্রতিকার চেয়ে উপজেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কতৃপর্ক্ষের নিকট দাবি জানান তারা ।স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উপজেলা প্রকৌশলী মো.মমিনুল ইসলামের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, সম্প্রতি ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের তীব্র স্রোতে রসুর (লইচ্ছা) সেতুটি উভয় পাশের সংযোগ সড়কের নীচের অংশ মাটি ধসে অতি ঝুঁকিতে রয়েছে। আপাতত ঝুঁকিপূর্ণ একটি সংকেত দেওয়া হবে। সংস্কারের একটি প্রস্তাবনাসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে অতিদ্রুতই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (অ.দা.) মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, কলমাকান্দা - পাঁচগাও সড়কের রসুর (লইচ্ছা) সেতুটি সংযোগ সড়ক অতিদ্রুত সংস্কার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, উপজেলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারিদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। অর্থদণ্ড আদায় ও বালু জব্দসহ একটি নিলাম কমিটি গঠন করা হয়। পরে প্রকাশ্যে নিলাম ডাকে জব্দকৃত বালু বিক্রি করা হয়েছে। এধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

পিরোজপুরে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ আটক ৪

পিরোজপুর প্রতিনিধি : সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলা থেকে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। এদের মধ্যে হত্যা মামলার আসামীও রয়েছে। গতকাল শনিবার ভোর রাতে উপজেলার ধানীসাফা ইউনিয়নের বাদুরগাছা গ্রাম থেকে তাদেরকে আটক করা হয় বলে সেনা ক্যাম্প থেকে জানানো হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৪ টি রামদা, ১টি চাপাতি, ১টি চাইনিজ কুড়াল, ১৩৫ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট, ২০ গ্রাম গাঁজা, নগদ ১৫ হাজার ৯ শত টাকা, ৮ টি চোরাই মোবাইল ফোন ও ১টি ক্যামেরা উদ্ধার করা হয় ।আটকৃতরা হল- ওই এলাকার মোঃ হেলাল উদ্দিন এর ছেলে হাফিজুর রহমান হাসিব (১৯), নাসির শিকদার এর ছেলে নাজমুল শিকদার ওরফে কালিয়া (২৭), কুদ্দুস মুন্সির ছেলে মোঃ ফাহাদ (১৯) ও রিপন হাওলাদার এর ছেলে তৌহিদুল ইসলাম (১৯)। এদের মধ্যে হাসিবের বিরুদ্ধে তিনটি এবং কালিয়ার বিরুদ্ধে হত্যা সহ ৭ টি মামলার রয়েছে। আটকৃতরা সবাই ওই এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে মঠবাড়িয়া থানা পুলিশ ।আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে মঠবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঠবাড়িয়া সেনা ক্যাম্প কমান্ডার এর নেতৃত্বে বাদুরগাছা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওই ৪জনকে মাদক, ধারালো অস্ত্র, নগদ অর্থ, চোরাই মোবাইল ফোন ও ক্যামেরাসহ আটক করা হয়।

বরিশালে জনস্বাস্থ্য সেবা শীর্ষক মতবিনিময়

বরিশাল প্রতিনিধি : জনস্বাস্থ্য সেবা শীর্ষক মতবিনিময় সভা এবং জেলার গৌরনদী ক্লিনিক এণ্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের পরিচিতি সভা গতকাল শনিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলায়তনে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য এম জহির উদ্দিন স্বপন ।উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আলহাজ্ব ডাঃ মো. মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন এ্যাসোসিয়শনের সভাপতি মাহামুদুল হাসান মুহিত, সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল ওহাব সিকদার, জেলা বিএনপি সদস্য রফিকুল ইসলাম কাজল, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ সরোয়ার আলম বিপ্লব প্রমুখ।

পটল চাষে সাফল্য পোরশার আফাজ উদ্দিনের

পোরশা প্রতিনিধি : পটল চাষে সাফল্য অর্জন করেছেন নওগাঁর পোরশা উপজেলার নিতপুর খোর্দ্দগানইর গ্রামের মৃত ইদ্রিস আলী মন্ডলের ছেলে আফাজ উদ্দিন। ইতোমধ্যে তিনি বিভিন্ন প্রকার সব্জি সহ নানা ফসল চাষাবাদ করে একজন সফল চাষি হিসাবে এলাকায় পরিচিতি লাভ করেছেন। সরজমিনে গিয়ে আফাজ উদ্দিনের সাথে কথা বললে তিনি জানান, সারা বছরই তিনি কোন না কোন ফসলের চাষ করেন। এর মধ্যে পটল তার প্রধান আয়োর উৎস। তিনি ভূমিহীন হওয়ায় স্থানীয় এক ব্যক্তির ৪৫ শতাংশ লীজ নিয়ে এসব ফসল ফলান। তিনি এবারও ওই জমিতে পটল চাষ করেছেন। তিনি এখন থেকে ৭ মাস আগে পঠলের চারা রোপন করেন এবং কার্তিক মাস পর্যন্ত সেখান থেকে ৩-৪ লক্ষ টাকার পটল বিক্রি করেন। ওই পটল চাষে তিনি খরচ করেছেন ৩০-৪০হাজার টাকা। এতে তার খরচ বাদে লাভ ভাল হয় বলে জানান। এছাড়াও তিনি স্থানীয় প্রতিবেশীদের তার লাগানো সবজি দেন। তিনি আরো জানান, পটলের সময় শেষ হলে ওই জমিতে তিনি পিয়াজ চাষ সহ পিয়াজের পুল চাষ করেন। এতে তার ওই জমি থেকে ৫-৬লক্ষ টাকায় আয় হয়। তিনি নিজে কোঠর পরিশ্রম কাজ গুলি করে বলে সারা বছর তার সংসার ভাল ভাবেই চলে। ফলে তাকে কোথায় কারো কাছে হাত পাততে হয়না বলে আফাজ জানান। তার সবজি চাষে সাফল্যের পিছনে উপজেলা কৃষি অফিসের কোন সহযোগীতা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান, বিভিন্ন সময় তার ফসলগুলিতে ছত্রাকের আক্রমণ ও পঁচনের কারণে ফসল নষ্ট হয়। কিন্তু নিজেই কীটনাষক ব্যবস্থা করে প্রয়োগ করে ফষল বাঁচাতে হয়। অনেক সময় মোবাইল ফোনে ডেকে উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাকে পাওয়া যায়না বলে অবিযোগ করেন। আবার কখন তারা আসেন বলেও তিনি জানান। তবে সবজি চাষে কৃষি বিভাগের লোকজন তাকে সহযোগীতা করলে তিনি আরো ভাল ভাবে চাষাবাদ করতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

সিংড়ায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

সিংড়া প্রতিনিধি : নাটোরের সিংড়ায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার শহরের দমদমা দত্তপাড়া দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে এই চিকিৎসা সেবার আয়োজন করে মন্দির কমিটি। ডা. শান্তনু কুমার সাহা ও ডা. বর্ণালী তালুকদার সহ সাত জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসা প্রদান করেন। দিনব্যাপি প্রায় সাড়ে তিন হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে।

এসময় মন্দির কমিটির সভাপতি বিনোদ কুমার দত্ত, সাধারণ সম্পাদক শংকর চক্রবর্তী সহ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্যোগতা ডা. শান্তনু কুমার সাহা বলেন, দূর্গা পূজা উপলক্ষে বিগত ১৫ বছর ধরে প্রতি দুর্গা পূজায় তারা এই আয়োজন করে থাকেন। এবার ১৬ তম ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি সকল রোগীকে ওষুধ বিতরণ করা হচ্ছে।

চারপাশ জলাবদ্ধতা থাকায় ঘরের চালায় বসে বড়শী দিয়ে মাছ ধরছেন ছোট্টো শিশু অরণ্য দাস। প্রায় দুই মাস এই অঞ্চলে জলাবদ্ধতা থাকায় ভোগান্তিতে স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবিটি ডুমুরিয়া রংপুর এলাকা থেকে তোলা।

লাল কার্ডে ক্ষুব্ধ ফন ডাইক

উয়েফা নেশনস লিগ

স্পোর্টস ডেস্ক : নেদারল্যান্ডসের হয়ে ৭৭ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন ভার্জিল ফন ডাইক। কিন্তু লাল কার্ডের কলঙ্ক নামের পাশে ছিল না। গত শুক্রবারই প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের জার্সি গায়ে লাল কার্ড দেখলেন ডাচ ডিফেন্ডার। সেটিও আবার অদ্ভূত কায়দায়। তিন মিনিটের ব্যবধানে দুটি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় ৬ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার এই ডিফেন্ডারকে। উয়েফা নেশনস লিগে হাঙ্গেরির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করার ম্যাচে লাল কার্ড দেখেন ফন ডাইক। কিন্তু রেফারির এই সিদ্ধান্ত সহজে মেনে নিতে পারছেন না লিভারপুল ডিফেন্ডার। প্রথমবার ফন ডাইককে হলুদ কার্ড দেখানো হয় ৭৬ মিনিটে। উগ্র আচরণের দায়ে তাকে সতর্ক করেন রেফারি। সতীর্থ দনইয়েল মালেন ফাউলের শিকার হলে প্রতিবাদ করতে যান ফন ডাইক। মালেনের পায়ে সরাসরি আঘাত করেছিলেন হাঙ্গেরির আতিলা ফিওলা। এর প্রেক্ষিতেই রেফারির সঙ্গে তর্কে-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন ফন ডাইক। তখন সফরকারী নেদারল্যান্ডস পিছিয়ে ১-০ গোলে। তিন মিনিট পর ফাউল করেন ফন ডাইক নিজেই। এতে রেফারি সরাসরি তাকে দ্বিতীয়বারের মতো হলুদ কার্ড (লাল কার্ড) দেখান। রেফারির এই সিদ্ধান্তই ক্ষিপ্ত করেছে ফন ডাইককে। ম্যাচ শেষে ফন ডাইক বলেন, '(লাল কার্ড) একটি বিতর্কিত বিষয়। এটি হওয়া উচিত ছিল না। তবে আমি প্রথমটির (হলুদ কার্ড) জন্য বিশেষভাবে রাগান্বিত। তারা বলে যে অধিনায়কই শুধু রেফারির সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আমি তার কাছে চলে যাই। কিছুটা রেগে গিয়ে, কিন্তু খারাপ উপায়ে নয়, একেবারেই নয়। খুব সম্মানজনকভাবেই তার সঙ্গে কথা বলতে যাই। কারণ, আমি অনুভব করেছি যে, একজন খেলোয়াড় এটি (ফাউল) করেছিল, তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এতে অধিনায়কও যদি কিছু বলতে না পারেন, তবে এটি কঠিন হয়ে যায়।' ফন ডাইককে লাল কার্ড দেখানোর সিদ্ধান্তে বিভ্রান্ত হয়েছে নেদারল্যান্ডসের কোচ রোনাল্ড কোম্যানও। তিনি বলেন, 'সেই মুহূর্তটি হতাশাজনক ছিল। আমি এটা বুঝতে পারছি না। আমি মনে করি, একজন অধিনায়ক রেফারির কাছে প্রতিবাদ জানাতে পারেন। ওই ফাউল (ম্যালেনের উপর) একটি লাল কার্ডের উপযুক্ত ছিল। (হাঙ্গেরির আতিলা ফিওলার) বলে আঘাত করার উদ্দেশ্য ছিল না (অর্থাৎ সেটি লাল কার্ডের যোগ্য)। ভিরগিলের দ্বিতীয় কার্ড ঠিক হয়নি। সে (ফন ডাইক) নিজেই তা জানে।' ওই ম্যাচে ৩২ মিনিটে প্রথম লিড নেয় হাঙ্গেরি। স্বাগতিকর দলের হয়ে গোল করেন রোনাল্ড সালাই। ১০ জনের দল নিয়ে ম্যাচের ৮৩ মিনিটে সমতাসূচক গোল পায় নেদারল্যান্ডস।

ঢাকা ক্যাপিটালসে থিসারা পেরেরা

স্পোর্টস ডেস্ক : বিপিএলের আসন্ন মৌসুমে ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে খেলবেন শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার থিসারা পেরেরা। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ধুমধাড়াক্কা ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত পেরেরা আগেও খেলেছে বিপিএলে। এবার তাকে দেখা যাবে ঢাকার ডেরায়। নিজেদের ফেসবুক পেইজ থেকে পোস্ট করে পেরেরাকে দলে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এর আগে একটি গ্রাফিক্সে পেরেরার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। মারকুটে এই ব্যাটার ভারতের স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ঢাকার মাটিতেই সেবার বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল পেরেরার শ্রীলঙ্কা। এবার ঢাকার ক্রিকেটার হিসেবে বিপিএলে খেলতে আসছেন পেরেরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে চলে গেলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটটা এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন লঙ্কান অলরাউন্ডার থিসারা পেরেরা। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফিনিশিংয়ে নেমে মারমুখি ব্যাটিং করার ব্যাপারে সুনাম আছে তার। এছাড়া কার্যকরী মিডিয়াম পেসেও দারুণ পটু তিনি। সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য বেশ দক্ষ একজন অলরাউন্ডার থিসারা।

বার্সেলোনার বিরুদ্ধে অ্যাগুয়েরোর মামলা

স্পোর্টস ডেস্ক : বার্সেলোনার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আর্জেন্টিনার সাবেক ফুটবলার সার্জিও অ্যাগুয়েরো। স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাবটির কাছ থেকে ৩২ লাখ মার্কিন ডলার পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে এই মামলা করেন তিনি। গেল কয়েকদিন ধরেই অ্যাগুয়েরোর মামলার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো নথিপত্র সামনে না আসায় নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়নি। এবার সেই মামলার নথি প্রকাশিত হয়েছে। বার্সার কাছে একটি কপি পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে ইএসপিএন। ২০২১ সালে ম্যানচেস্টার সিটি থেকে ফ্রি-এজেন্ট হিসেবে বার্সার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন অ্যাগুয়েরো। কিন্তু দুই বছরের চুক্তি করেও স্বপ্নের ক্লাবে তিনি খেলতে পেরেছেন মাত্র ৪ ম্যাচ। অ্যাগুয়েরোর হৃদপিন্ডের সমস্যা দেখা দিলে তাকে অবসরে পাঠায় স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাবটি। ওই বছরের ডিসেম্বরে অ্যাগুয়েরো যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের ঘোষণা দেন, তখন মনে হয়েছিল ক্লাব সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেই সবকিছু করেছেন তিনি। কিন্তু নতুন করে অ্যাগুয়েরো আইনি পদক্ষেপে বোঝা গেল, এর পেছনে ভিন্ন ঘটনাও রয়েছে। এদিকে অ্যাগুয়েরোর মামলা মোকাবেলার প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে বার্সা। আগামী ১৯ অক্টোবর বার্সার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানের আলোচনায় অ্যাগুয়েরোর বিষয়টি উঠে আসবে। ওই বৈঠকে সভার সদস্যগণ গেল অর্থ বছরের চূড়ান্ত আর্থিক বিবৃতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। একই সঙ্গে গেল মৌসুমে ৯ কোটি ৯৪ লাখ মার্কিন ডলার ক্ষতির হিসাবও উত্থাপন করবে বার্সা। এর আগে স্প্যানিশ গণমাধ্যম মুন্ডো দিপোর্তিভো জানিয়েছে, বার্সার ২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে অ্যাগুয়েরোর অর্থ দাবির বিষয়টি উঠে আসে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বার্সার বিপক্ষে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছেন অ্যাগুয়েরো। চলতি বছরের মে মাসে ক্লাবটির কাছে ৩২ লাখ মার্কিন ডলার পাওনা দাবি করেছেন আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার, এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অবসরের সময় বার্সায় দ্বিতীয় মৌসুমের অর্থ মওকুফ করেছিলেন অ্যাগুয়েরো। আর্জেন্টাইন তারকার প্রত্যাশা ছিল, প্রথম মৌসুমের অর্থ তাকে পরিশোধ করবে বার্সা। সেটি দেওয়ার অঙ্গীকারও করেছিলেন বার্সার তৎকালীন ক্রীড়া পরিচালক মাতেউ আলেমানি। আলেমানি জানায়, অ্যাগুয়েরোকে বিমার মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করবে বার্সা। তবে ক্লাবে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা, এমন অভিযোগে সে অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানায় বিমা সংস্থা। পরে বিমা কোম্পানির দেখানো পথে হাঁটে বার্সাও এবং অর্থ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যার শেষ পরিণতি দেখা গেল এবার।

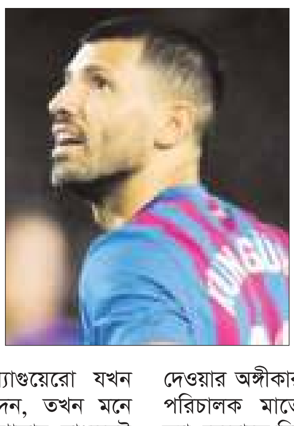

জাকির-সাকিবকে দলে ভেড়াল সিলেট স্ট্রাইকার্স

স্পোর্টস ডেস্ক : বিপিএলের আসন্ন মৌসুমের জন্য তানজিম হাসান সাকিব এবং জাকির হাসানকে রিটেইন করেছে সিলেট স্ট্রাইকার্স। সর্বশেষ দুই আসরেই সিলেটের জার্সিতে বিপিএল মাতিয়েছেন এই দুই ক্রিকেটার। আসন্ন মৌসুমেও সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে খেলবেন জাকির এবং তানজিম সাকিব। এছাড়া সরাসরি চুক্তিতে জাকের আলী অনিককে দলে নিয়েছে সিলেট। বিপিএলের আগামী মৌসুমের প্লেয়ার্স ড্রাফটের আগে আগের আসরের দুইজন করে ক্রিকেটারকে ধরে রাখা বা রিটেইন করার সুযোগ পাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এই ক্ষেত্রে পুরনো দুই ক্রিকেটার জাকির হাসান এবং তানজিম হাসান সাকিবকে রিটেইন করেছে সিলেট স্ট্রাইকার্স। নিজেদের ফেসবুক পেইজ থেকে পোস্ট করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দলটি। এছাড়া সরাসরি চুক্তিতে একজন করে ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ আছে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির। সেখানে গত আসরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে আলো ছড়ানো জাকের আলী অনিককে দলে নিয়েছে সিলেট স্ট্রাইকার্স। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত মুখ তানজিম হাসান সাকিব। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও বল হাতে আলো ছড়িয়েছেন তিনি। জাকির টেস্টে নিয়মিত হলেও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে এখনও থিতু হতে পারেননি। তবে বিপিএলের পারফরম্যান্স বেশ ভালো। সর্বশেষ দুই আসরেই সিলেটের হয়ে ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন জাকির। অন্যদিকে জাকের সর্বশেষ আসরে কুমিল্লার হয়ে ভালো করেই এসেছিলেন লাইমলাইটে, ডাক পান জাতীয় দলেও।

বসনিয়ার বিপক্ষে জয় পেলো জার্মানি

স্পোর্টস ডেস্ক : যা হবে সবই ঝটপট, ফুটবলের ক্ষেত্রে এই নীতি যে দলের সঙ্গে মিলে যায়, সেটি হলো জার্মানি। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষেও সেটিই করেছে জার্মানরা। ৬ মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করেছেন ফরোয়ার্ড ডেনিস উনদাব। এতে বসনিয়ার বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে উয়েফা নেশনস লিগে নিজেদের গ্রুপে শীর্ষে আছে জার্মানি। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মাঠে ৩০ মিনিটে প্রথম গোল করেন উনদাব। ফ্লোরিয়ান ভিরটজের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করেন জার্মান স্ট্রাইকার। ৬ মিনিট পর ম্যাক্সিমিলান মিটলস্ট্যাডটের অ্যাসিস্টে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন স্টুটগার্ট ফরোয়ার্ড। এতে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় জার্মানি। ৭০ মিনিটে এক গোল শোধ করে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। দুর্দান্ত হেডে গোল করেন ইডিন জিকো (২-১)। তাকে অ্যাসিস্ট করেন বেঞ্জামিন টাহিরোভিক।

নির্বাচক হিসেবে দেখা যাবে আলিম দারকে

স্পোর্টস ডেস্ক : পাকিস্তানের ক্রিকেটে সমসাময়িক সময়ে যা চলছে সেটাকে সার্কাসের সঙ্গে তুলনা করলেও কম হয়ে যাবে। নির্বাচক, কোচ থেকে শুরু করে অধিনায়ক বদলের মহারণে যোগ দিয়েছে দেশটি। একেক সিরিজে একেকজনের অধীনে খেলতে হচ্ছে ক্রিকেটারদের। এবার নির্বাচক কমিটিতে নতুন সংযোজন আলিম দার। সবশেষ ঘরের মাঠে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হয় পাকিস্তান। তবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ম্যানেজমেন্ট বা দলে কোনো পরিবর্তন আনেনি। কিন্তু ইংল্যান্ডের কাছে মুলতানে হারের পর আবার যেন টনক নড়েছে তাদের।

ফলাফল, নির্বাচক কমিটিতে আলিম দার। আলিম দার নির্বাচক কমিটিতে যোগ হলেও বাদ পড়েননি কেউ। তাতে বেড়েছে সদস্য সংখ্যা। আসাদ শফিক ও হাসান চিমার সঙ্গে নির্বাচক কমিটিতে যুক্ত হয়েছেন তিনি।

স্বাস্থ্য

যেভাবে রেজিস্ট্যান্সের ঝুঁকি বাড়ায় অ্যান্টিবায়োটিক

স্বাস্থ্য ডেস্ক : অসুখ হলে ওষুধ খেতে হয়, এ কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এবং সঠিক নিয়মে ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করি না। ওষুধ খেতে আমরা যতটা তৎপর, ওষুধ খাওয়ার নিয়ম মানতে ততটাই উদাসীন। আমাদের এই অবহেলা জীবন রক্ষাকারী ওষুধকে করে তুলতে পারে জীবনবিনাশী। ওষুধ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই যে অনিয়মটা করি, তা হলো চিকিৎসকের পরামর্শ না নেওয়া। আমরা নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করি, কখনো আত্মীয়, কখনো বন্ধুর পরামর্শ নেই, কখনো চিকিৎসকের চেয়ে ওষুধ বিক্রেতার ওপর বেশি নির্ভর করি। এন্টিবায়োটিক ওষুধ বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সমাদৃত এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে যার অবদান অবিস্মরণীয়। ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে মানবজাতির জীবন রক্ষার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে এন্টিবায়োটিক। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, বর্তমানে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক এন্টিবায়োটিকের অপব্যবহারের কারণে ওষুধের ক্ষমতা কোনো কোনো জীবাণু ধ্বংসের ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে। এর যথেচ্ছ ব্যবহারে জীবন রক্ষাকারী এন্টিবায়োটিক জীবাণু প্রতিরোধী এন্টিবায়োটিক হয়ে উঠছে, জীবাণুগুলো ওষুধ প্রতিরোধী এবং ঔষধের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এমন পরিস্থিতিকে বলা হয় এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ এন্টিবায়োটিক প্রতিবন্ধকতা, যা মানুষের জন্য প্রাণঘাতী। অনেক সময় দেখা যায় জীবাণুগুলো একাধিক এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে, তাকে বলে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স, অনেক সময় একে বলা হয় সুপারভাগ, যা আরও ভয়ংকর। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশেও এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কম নয়। মানুষ কোনো রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেই প্রাথমিকভাবে তার নিকটবর্তী দোকান থেকে ওষুধ কিনে খেতে পারে। ওষুধ কিনতে কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় এবং ডাক্তারের কোনো প্রেসক্রিপশন না লাগায়, মানুষ সহজেই এ কাজটি করছে। এটি হচ্ছে জনসচেতনতার অভাবে। ফলে, অপরিমিত ও মাত্রাহীন ওষুধ খাওয়ার ফলে এর জীবাণুনাশক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে, যা স্বাস্থ্যব্যবস্থায় একটি অনাগত ঝুঁকি। এরপরও এন্টিবায়োটিকের অপব্যবহার হয়েই চলছে। একটা এন্টিবায়োটিক কাজ না করলে, অন্য এন্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে। কিছুকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেটিও কাজ করছে না। তখন অধিক কার্যকরী এবং অনেক দামি এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এন্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে। সাধারণ এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে যে ফল পাওয়া সম্ভব ছিল, দেখা যায় অধিক কার্যক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়োটিক ব্যবহারেও সে ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবে অপব্যবহার আর যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে এন্টিবায়োটিক তার কার্যক্ষমতা হারাচ্ছে এবং রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে। জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রথাগত এন্টিবায়োটিক কাজে আসছে না। এটি মানুষ ও পশু স্বাস্থ্য এবং কৃষি সেক্টরের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঠিক এন্টিবায়োটিক দিয়ে যে রোগ শুরুতেই ভালো করা যেত, ভুল ব্যবহারের কারণে তা আর সম্ভব হচ্ছে না, নতুন ওষুধ দরকার হচ্ছে, কখনো তাতেও কাজ হচ্ছে না। এন্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা হারানোর আরও কিছু কারণ :

(১) প্রায় সময়েই দেখা যায় এন্টিবায়োটিক খাওয়া দরকার ৭ থেকে ১০ দিন। অনেক রোগীও কয়েকটা এন্টিবায়োটিক খেয়ে সুস্থতাবোধ করলে মাঝপথে ওষুধ বন্ধ করে দেয়। মনে করে, 'আমি তো ভালোই হয়ে গেলাম, ওষুধ খাওয়ার আর দরকার কী'? এটি খুবই ক্ষতিকর। এভাবে ওষুধের মেয়াদ পূরণ না করায় এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে এবং রোগীর বিপদও বাড়ছে। এন্টিবায়োটিকের যথেষ্ট ব্যবহারের ফলেই এমন ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে এবং দিন দিন তা বেড়েই চলছে।

(২) আমাদের দেশে জীবাণুগুলো ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে ওঠার অন্যতম কারণগুলোর একটি হলো ওষুধের দোকানগুলোতে কোনো ধরনের ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন ছাড়াই এন্টিবায়োটিক ওষুধ বিক্রি করা হয়। যে কেউ চাইলেই ফার্মেসিতে গিয়ে ইচ্ছেমতো এন্টিবায়োটিক কিনতে পারে, ডোজ মানছে না, নিয়ম মানছে না, যেমন ইচ্ছে হলো খাচ্ছে, যখন ইচ্ছে করছে বন্ধ করছে, যেগুলো আরও ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।

(৩) অনেক রোগীই আর্থিক অসঙ্গতির কারণে ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে নিজেই ওষুধ বিক্রেতার কাছ থেকে এন্টিবায়োটিক চেয়ে নিচ্ছে। কিছুকিছু ওষুধ বিক্রেতাও মুনাফার স্বার্থে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ বিক্রি করছে। এমনকি অনেক সময় রোগী ও তাদের লোকজনও চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন গ্রহণ ও তা অনুযায়ী ওষুধ কেনার প্রয়োজন অনুভব করেন না। এর সঙ্গে ওষুধ প্রতিরোধী বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে।

(৪) আবার আমাদের দেশে পাস করা রেজিস্টার্ড ডাক্তার ছাড়াও অনেকেই প্রতিনিয়ত রোগীর চিকিৎসা করেন, এমনকি মাঝে মাঝে ভুয়া ডাক্তারের কথাও শোনা যায়। যাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশোনা কম, তারা উপযুক্ত মাত্রা এবং মেয়াদ সম্পর্কে না জেনেই রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে, এটাও একটা খারাপ দিক।

(৫) এছাড়াও আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়, অধিকাংশ ফার্মেসি ডিগ্রিধারী বা উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট দিয়ে চালানো হয় না। মোটামুটি লেখাপড়া জানা অনেকেই ওষুধের দোকানে বিক্রেতা হিসেবে কিছুদিন কাজ করেই নিজেরা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই ফার্মাসিস্ট হিসেবে কাজ করছে। প্রায়ই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাক্তার না থাকায় এ ধরনের বিক্রেতারাই রোগীকে ব্যবস্থাপত্র এবং এন্টিবায়োটিক দিচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীর বয়স ও ওজন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মাত্রায় এন্টিবায়োটিক দেওয়া হয় না। এমনকি খাবার আগে-পরে বা কতদিন খেতে হবে, তারও নির্দেশনা থাকে না বা রোগীকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা হয় না। ফলশ্রুতিতে রোগীর শারীরিক এবং আর্থিক উভয় দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

প্রতিরোধে করণীয় : আমাদের হাতে কার্যকর এন্টিবায়োটিক এর সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সংক্রামক রোগ বেশি, এন্টিবায়োটিকের প্রয়োজনও বেশি। তাই এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে অবশ্যই সচেতনতা দরকার এবং এন্টিবায়োটিকের অকার্যকারিতা রোধে এখনই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(১) ডাক্তারদের অবশ্যই রোগীকে এন্টিবায়োটিক লেখার সময় উপযুক্ত মাত্রা এবং মেয়াদের বিষয়ে রোগীকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। (২) রোগীদেরও সচেতন হতে হবে, তারা যেন যখন তখন নিজে থেকেই বা ফার্মেসি থেকে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ওষুধ কিনে না খান। কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ওষুধ বন্ধ বা পরিবর্তনের আগে ডাক্তারকে অবহিত করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে এবং অবশ্যই উপযুক্ত মাত্রা এবং মেয়াদ অনুযায়ী। বিশেষ করে শিশু, গর্ভবতী মা এবং বয়স্কদের বিষয়ে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। তাই এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

(৩) ওষুধ বিক্রেতার কর্তব্য : ওষুধ বিক্রেতাকে অবশ্যই কিছু দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে হবে। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ বিক্রি করা উচিত। শুধু ব্যাবসায়িক স্বার্থে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া সব ওষুধ বিক্রি করা উচিত নয়। তবে 'ওভার দ্য কাউন্টার' বিক্রির জন্য, যা আইনগতভাবে বৈধ, শুধু সেগুলোই বিক্রি করা যাবে। সুন্দরভাবে প্যাকেটের ওপর প্রয়োজনীয় মাত্রা, কতবার, কীভাবে সেবন করতে হবে, খাওয়ার আগে বা পরে, তা ভালোভাবে লিখে দেওয়া উচিত। তা না হলে রোগীকে বা রোগীর লোকজনকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব : ওষুধ যেহেতু একটি অতি প্রয়োজনীয় জীবনরক্ষাকারী পণ্য, তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বও অনেক বেশি। দোকানে ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করা উচিত। শিক্ষিত বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট ছাড়া অন্য কেউ যেন ওষুধ বিক্রি না করে, তার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। অননুমোদিত ওষুধপত্র বিক্রি বন্ধ করা উচিত। মাঝেমধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিদর্শন টিম থাকা ভালো, যাদের কাজ হবে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে নিয়মিত চেকআপ এবং ওষুধের ব্যবহার নিশ্চিত করা। সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধের সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করাও জরুরি। দেশে বিভিন্ন ধরনের অপচিকিৎসা, কুচিকিৎসা, তাবিজ-কবজ বা ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক পন্থায় যেসব কুচিকিৎসা চলে, তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। মোট কথা, আমাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সুস্থভাবে সুস্বাস্থ্য নিয়ে গড়ে ওঠে, তার জন্য এন্টিবায়োটিকসহ অন্যান্য ওষুধের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ওষুধের অপব্যবহার, বিশেষ করে এন্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স থেকে নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসার অভাবে মানুষের যেমন মৃত্যু হতে পারে, ভবিষ্যতে হাতের কাছে অসংখ্য ওষুধ থাকলেও যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে সবই অকার্যকর হওয়ায় মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়তে পারে।

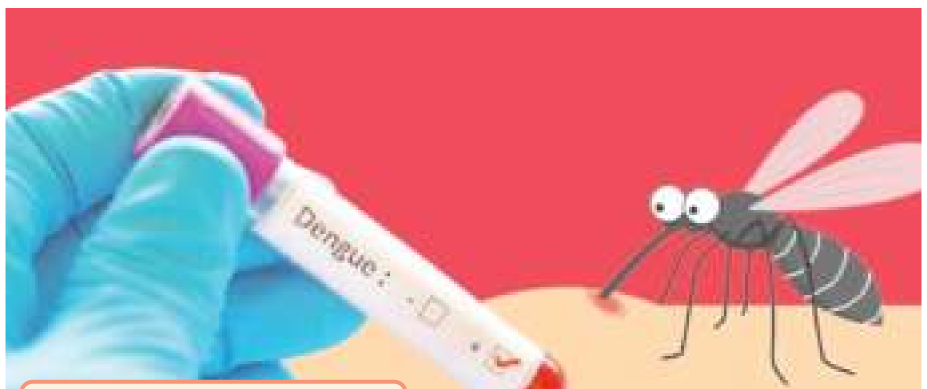

ডেঙ্গু জ্বর হলে করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : প্রতিবছর ডেঙ্গু জ্বর আসে ভয়াবহ রূপ নিয়ে। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ডেঙ্গু জ্বরের প্রধান লক্ষণ হল জ্বর। তাপমাত্রা পরিসীমা ৯৯ থেকে ১০৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট। জ্বর আসবে আবার কমবে। এর সাথে থাকতে পারে শরীরে ব্যথা, মাথাব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা। এখন যেহেতু ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ আগের মত নেই তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কারও হালকা জ্বর, ডায়রিয়া বা কাশি হচ্ছে। যার জন্য অনেকে বুঝতে পারে না যে তার ডেঙ্গু হয়েছে কিনা। তাই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। শারীরিক অবস্থার স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিবর্তন ঘটলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ডেঙ্গু টেস্ট করতে হবে। ডেঙ্গু হলে বাড়িতে চিকিৎসা নেয়া যায়, জ্বরের জন্য শুধু প্যারাসিটামল খাবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বমি হলে কিংবা পেটে ব্যথা আর খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। ডেঙ্গু হলে কী করবেন- ১. বেশি পরিমান তরল জাতীয় খাবার খেতে হবে যেমন: লেবুর শরবত, ফলের জুস, খাবার স্যালাইন। ২. সারাদিনে বিশুদ্ধ খাবার পানি ১২ থেকে ১৪ গ্লাস খেতে হবে। ৩. ডেঙ্গু জ্বর হলে অবশ্যই সাথে সাথেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন। মুখে তরল জাতীয় খাবার বা অন্যান্য খাবার যদি খেতে পারে এবং শারীরিক জটিলতা যদি দেখা না দেয় তাহলে বাসায় পরিপূর্ণ বিশ্রামে থাকবেন। ৪. জ্বরের শেষের দিকে রক্তচাপ কমে যেতে পারে অথবা মাড়ি, নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হয়ত শিরাপথে স্যালাইন দেয়া লাগতে পারে। এসব ক্ষেত্রে তাই হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। ডেঙ্গু হলে কী করবেন না- ১. ঘরবাড়ি আশপাশ অপরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না। ২. ফুলের টব কিংবা ফ্রিজে নিচে পানি জমাবেন না। প্রতি তিন দিন অন্তর অন্তর পানি ফেলে দিতে হবে। ৩. ডেঙ্গু জ্বর হলে প্যারাসিটামল ছাড়া অ্যাসপিরিন, ক্লোফেনাক, আইবুপ্রোফেন-জাতীয় ওষুধ খাওয়া যাবে না। সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিলে ডেঙ্গু শক এ যাওয়ার ঝুঁকি একদমই কমে আসে। সময়মতো চিকিৎসা করা হলে সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত প্রায় ১০০ ভাগ রোগীই ভালো হয়ে যায়।

বুকে জমে থাকা কফ দূর করার উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হুটহাট বৃষ্টি। এমতাবস্থায় আবহাওয়াও গরমে ঠান্ডায় যাচ্ছে। এই সময়ে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দি-কাশির রোগী বাড়ছে। বুকে কফ জমে যাচ্ছে অনেকেরই। অনেকেই আছেন যারা ঠান্ডা লাগলে ওষুধ খান না। ভরসা করেন ঘরোয়া দাওয়াইয়ের ওপর। কেউ তুলসীপাতা বা আদার রসে মধু মিশিয়ে খান। কেউ আবার পানিতে লবঙ্গ, তেজপাতা, আদা, গোলমরিচ কিংবা বাসকপাতা ফুটিয়ে সেই পানীয় পান করেন। কিন্তু বুকে কফ জমলে তা সহজে বের করা কঠিন হয়ে যায়। শ্বাস নিলেই ঘড়ঘড় শব্দ হয়। ঘুমানো যায় না। গলার কাছে কী যেন দলা পাকাতে থাকে। দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু আয়ুর্বেদ বলছে, জোয়ান ও গুড় মিশ্রিত পানীয় পান করলে বুকে জমে থাকা কফ থেকে স্বস্তি মেলে। গুড় ও জোয়ান এই দুটি খাবারই খানিক উষ্ণ। তাই এই পানীয় পান করলে শরীর গরম থাকে। আবহাওয়া পরিবর্তিত হলে ঘন ঘন সর্দিকাশি হওয়ার ভয় থাকে না। এই পানীয় খেলে ঋতুস্রাবজনিত অস্বস্তিতে আরাম মেলে। অতিরিক্ত রক্তপাত, জরায়ুর পেশিতে সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে যে ব্যথা হয় তা-ও নিরাময় করে। ঠান্ডা থেকে অনেক সময়ে কোমর কিংবা পিঠেও ব্যথা হয়। গরম সেঁক দেওয়ার পাশাপাশি জোয়ান ও গুড় দিয়ে তৈরি বিশেষ এই পানীয় পান করলে ব্যথায় আরাম পাওয়া যায়। জোয়ান ও গুড় মিশ্রিত পানীয় অর্শের কষ্ট নিরাময় করে। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে কুসুম গরম এই পানীয়ে চুমুক দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই উপকার বুঝতে পারবেন। শুধু জোয়ান মিশ্রিত পানি প্রতিদিন পান করলে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি ঝরে যায়। কেননা জোয়ান মিশ্রিত পানি পান করলে দীর্ঘসময় পেট ভরা থাকে। সহজেই ক্ষুধা লাগে না।